৩৬ তম বিসিএস প্রিলির সিলেবাস অনুসারে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

ভাষা অংশ

মোজাহিদুল ইসলাম

fb: Dream-Catcher Mozahid

Join my fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

সূচিপত্র

ভাষা:

প্রাথমিক আলোচনা.. 3

এক নজরে সিলেবাস.. 5

বিগত বছরের প্রশ্ন... 5

বাক্য ও বানান শুদ্ধি.. 6

পারিভাষিক শব্দ... 28

সমার্থক শব্দ.. 32

বিপরীতার্থক শব্দ.. 36

ধ্বনি ও বর্ণ 40

শব্দ.. 46

- শব্দ গঠন...46
- সংখ্যাবাচক শব্দ...62
- বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার..63
- অর্থানুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ.....................................71
- গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ................................72
- দ্বিরুক্ত শব্দ..74

পদ... 76

বাক্য.. 82

প্রত্যয়.. 108

সন্ধি.. 119

সমাস.. 130

প্রয়োগ- অপপ্রয়োগ.. 139

- বাচ্য...139
- বচন..140
- লিঙ্গ..142
- বিরাম চিহ্ন...145
- অনুসর্গ...148

প্রাথমিক আলোচনা:

ব্যাকরণ: ব্যাকরণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়- বি+আ+কৃ+অন = ব্যাকরণ।

যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

[বাংলা ভাষার ব্যাকরণ(নবম- দশম শ্রেণী); মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী]

সুতরাং, যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় :

প্রতিটি ভাষারই ৪টি মৌলিক অংশ থাকে- ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ। আর তাই সব ভাষার ব্যাকরণই প্রধানত এই ৪টি অংশ নিয়েই আলোচনা করে। অর্থাৎ, ব্যাকরণের বা বাংলা ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয়/ অংশ ৪টি-

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)
৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এছাড়াও ব্যাকরণে আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অভিধানতত্ত্ব(Lexicography), ছন্দ ও অলংকার, ইত্যাদি।

নিচে বাংলা ব্যাকরণের এই ৪টি মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

ধ্বনি: কোন ভাষার উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম এককই হলো সেই ভাষার ধ্বনি। ধ্বনি ভাষার মূল উপাদান।

ধ্বনিমূল: ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশকে বা একককে বলা হয় ধ্বনিমূল বা phoneme। এই ধ্বনিমূল বা phoneme থেকেই ধ্বনিতত্ত্বের নাম হয়েছে Phonology।

বর্ণ: বিভিন্ন ধ্বনিকে লেখার সময় বা নির্দেশ করার সময় যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বর্ণ বলে।

শব্দ: একটি ধ্বনি বা একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে যখন কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে। **বাক্যের মূল উপাদান শব্দ।**

রূপ: শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় রূপ বা morpheme। রূপ শব্দের ক্ষুদ্রতম একক। এই রূপ বা morpheme থেকেই শব্দতত্ত্বের নাম হয়েছে রূপতত্ত্ব বা Morphology।

বাক্য: কতোগুলো পদ সুবিন্যস্ত হয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। ভাষার মূল উপকরণ বাক্য।

বাংলা ব্যাকরণের মূল ৪টি অংশে আলোচ্য বিষয়সমূহ:

ব্যাকরণের অংশ	আলোচ্য বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) (ধ্বনি সম্পর্কিত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়।)	ধ্বনির উচ্চারণবিধি
	ধ্বনি পরিবর্তন
	সন্ধি/ধ্বনিসংযোগ (সন্ধি ধ্বনির মিলন। তাই এটি ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।)
	ণত্ব ও ষত্ব বিধান
শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology) (শব্দ সম্পর্কিত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়।)	সমাস (সমাস শব্দের মিলন। তাই এটি শব্দতত্ত্বে আলোচিত হয়।)
	প্রকৃতি- প্রত্যয় (প্রকৃতি- প্রত্যয় শব্দ নিয়ে কাজ করে। মনে রাখা দরকার, প্রকৃতি মাত্রই প্রাতিপদিক বা ক্রিয়াপদ, অর্থাৎ স্বাধীন শব্দ।)
	উপসর্গ (উপসর্গ নিজে শব্দ না হলেও শব্দ ছাড়া এর কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্তু উপসর্গ নতুন শব্দ তৈরির একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ারও বটে।)
	বচন, ধাতু
	শব্দের শ্রেণীবিভাগ, পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ
	পদাশ্রিত নির্দেশক
বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) (বাক্য সম্পর্কিত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়।)	পদ প্রকরণ (শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে তখনই সেটাকে পদ বলে। তাই পদ বাক্যের ও পদ প্রকরণ বাক্যতত্ত্বের অন্তর্গত।)
	ক্রিয়াপদ
	কারক ও বিভক্তি (বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে কারক বলে। বাক্যের অন্তর্গত পদ নিয়ে কাজ করে বলে কারকও বাক্যতত্ত্বের অন্তর্গত।)
	কাল,পুরুষ, অনুসর্গ, বাগধারা, বাচ্য, উক্তি
	যতি ও ছেদ চিহ্ন (বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে যতি বা ছেদ চিহ্ন ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, এরা বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।)
	বাক্যের প্রকারভেদ, বাক্যে পদ- সংস্থাপনার ক্রম বা পদক্রম
অর্থতত্ত্ব (Semantics) (অর্থ সম্পর্কিত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়।)	শব্দের অর্থবিচার
	বাক্যের অর্থবিচার
	অর্থের প্রকারভেদ; মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ

বি. দ্র: পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে সিলেবাস ও বিগত বছরের প্রশ্ন সম্পর্কে ধারনা থাকা অতীব জরুরী। এবার আমরা দেখব সিলেবাসে কী কী অন্তর্ভূক্ত আছে এবং বিগত বছরে কী কী প্রশ্ন এসেছিল:

এক নজরে সিলেবাস

বিষয়ের নাম : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
পূর্ণমান : ৩৫

	মান বণ্টন
ভাষা : প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস	১৫
সাহিত্য : (ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগ	০৫
(খ) আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান পর্যন্ত)	১৫
সর্বমোট-	**৩৫**

বিগত বছরের প্রশ্ন

[সংক্ষেপে :]
১। "পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার"- নিম্নরেখ শব্দ কোনটি শুদ্ধ, কোনটি অশুদ্ধ..
২। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? মনিষি, মনীষী..
৩। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরচায়ক নয়, দৈন্য সর্বদা মহত্তের পরচায়ক নয়,....
৪। Consumer Goods - এর উপযুক্ত পরিভাষা কোনটি? ভোগ্যপণ্য, ক্রয়কৃত পণ্য....
৫। 'জল' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? জলধি, নীর, সলিল, উদক
৬। কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়? হৃষ্ট- পুষ্ট, অনুলোম- প্রতিলোম, গরিষ্ঠ- লঘিষ্ঠ, নশ্বর- শাশ্বত
৭। 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ কী? পরশু, পরের ধন...
৮। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত? ৭, ৯, ১১, ১৩
৯। বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে? সমাস, লিঙ্গ, উপসর্গ. .
১০। 'লবণ' শব্দের বিশেষ্য কোনটি? নোনতা, লাবণ্য. .
১১। কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ঠ্য নয়? আকাঙ্খা, আসক্তি, যোগ্যতা, আসত্তি
১২। নিচের কোনটি প্রত্যয়সাধিত নয়? প্রলয়, খন্ডিত, নি: শ্বাস, অনুপম
১৩। 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? দ্বীপ+অনট, দ্বীপ+ অয়ন. .
১৪। 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? দ্বিগু, দ্বন্দ্ব. . কর্মধায়. .
১৫। নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? প্রাতিপদিক, অপিনিহিতি

বানান ও বাক্য শুদ্ধি

বাংলা বানান, প্রয়োগ- অপপ্রয়োগ ও বাক্যশুদ্ধি – বিসিএস বাংলা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশটি শুধু প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নয়; লিখিত পরীক্ষা, ভাইভাসহ বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া একজন পরীক্ষার্থীর লিখিত খাতায় যদি বানান ভুল বেশি থাকে, শব্দের অপপ্রয়োগ ও বাক্যের অশুদ্ধি অতিমাত্রায় থাকে তিনি যতই মানসম্পন্ন লেখার চেষ্টাই করুন না কেন নিশ্চয় নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে তা ভয়াবহভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ভাষার এ শুদ্ধাশুদ্ধি শুধু বাংলায় নয় প্রতিটি বিষয়ের (বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিকসহ সব বিষয়) ক্ষেত্রেই ভাল থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন তত্ত্ব ও বাংলা বানান শুদ্ধরূপে জানা থাকলেই এগুলোর উত্তর প্রদান সম্ভব। বাক্যশুদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দিকে ভালভাবে খেয়াল রাখবেন:–

১।বানান : বাংলা বানান ও শব্দের প্রয়োগ- অপপ্রয়োগ ভালভাবে জানা ব্যতীত বাক্যশুদ্ধির চিন্তা করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। বাক্যশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সঠিক বাংলা বানান।
যেমন – অশুদ্ধ:আমার আকাঙ্খা পূর্ণ হলো না। শুদ্ধ: আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না।

২।সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণজনিত ত্রুটি: একই বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়।পরীক্ষার প্রশ্নে সাধু রীতির বাক্য বললে সে বাক্যে কোন চলিত রীতির শব্দ থাকতে পারবে না।আবার চলিত রীতির বাক্য বললে সে বাক্যে কোন সাধু রীতির শব্দ থাকতে পারবে না।
যেমন- অশুদ্ধ: কল্পনার চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন।
শুদ্ধ: কল্পনার চিঠি দেখিয়া তিনি অবাক হইলেন(সাধু)।
অথবা, কল্পনার চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন(চলিত)।

৩।বাচ্যজনিত ভুল: যেমন–
অশুদ্ধ: আমি অপমান হয়েছি।
শুদ্ধ: আমি অপমানিত হয়েছি। [এখানে বিশেষণ 'অপমানিত' হবে]

৪।পুনরুক্তি বা বাহুল্যজনিত ভুল:যেমন –
অশুদ্ধ:তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করেছেন।
শুদ্ধ: তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করেছেন। [অশ্রু বললে জল বলার আর দরকার নেই]

৫।লিঙ্গজনিত ভুল: যেমন-
অশুদ্ধ: অনাথিনী মেয়েটি বড়ই অসহায়।
শুদ্ধ: অনাথা মেয়েটি বড়ই অসহায়। [অনাথ এর স্ত্রীবাচক অনাথা]

৬।বিভক্তিজনিত ভুল:যেমন-
অশুদ্ধ:বালকরা খেলাধুলায় পটু।
শুদ্ধ: বালকেরা খেলাধুলায় পটু।

৭।প্রবাদ- প্রবচনজনিত ভুল: যেমন-
অশুদ্ধ: দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
শুদ্ধ: দশচক্রে ভগবান ভূত।

৮।বচনঘটিত অশুদ্ধি: যেমন-
অশুদ্ধ: সকল শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত ছিল।
শুদ্ধ: সকল শিক্ষক /শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত ছিল।

Written By: Mozahidul Islam, fb: Dream-Catcher Mozahid, My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

৯।সমাসঘটিত অশুদ্ধি:যেমন-

অশুদ্ধ:তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করলেন।

শুদ্ধ: তিনি আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করলেন।

১০।প্রত্যয়জনিত ভুল:যেমন-

অশুদ্ধ: জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

শুদ্ধ: জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১।সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি: যেমন-

অশুদ্ধ : ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে।

শুদ্ধ: ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।

১২।রচনাপদ্ধতির অশুদ্ধি: যেমন-

অশুদ্ধি:তিনি আরোগ্য হয়েছেন।

শুদ্ধ: তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।

১৩।বাক্যের পদক্রমজনিত অশুদ্ধি: যেমন-

অশুদ্ধ : এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।

শুদ্ধ: এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

১৪।বিরাম চিহ্নজনিত অশুদ্ধি:যেমন-

অশুদ্ধ: আবদুর রহমান মাথা নিচু করে বলল আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয় নি।

শুদ্ধ: আবদুর রহমান মাথা নিচু করে বলল, ”আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয় নি।”

১৫।বাক্যের অশুদ্ধ প্রয়োগ : যেমন-

অশুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।

শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার /অনিবার্য।

১৬।বাক্যে সর্বনাম প্রয়োগে অসংগতি: যেমন-

অশুদ্ধ: ক্লাসের সকল ছাত্রছাত্রী তার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে।

শুদ্ধ: ক্লাসের সকল ছাত্রছাত্রী তাদের বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে।

১৭।বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের কিংবা বিশেষণের বাহুল্যজনিত ভুল:যেমন-

অশুদ্ধ: অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

শুদ্ধ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

১৮।যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল:যেমন-

অশুদ্ধ: তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।

শুদ্ধ:তিনি সস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।

১৯।নয় তো/নয়তো এর ব্যবহার: যেমন-

(ক)আজ নয়, তো কাল যাব?

(খ)তুমি যেও, নয়তো মা খুব ভাববে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে 'নয় তো' এবং 'নয়তো' শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য রয়েছে।'নয় তো' মানে 'নয়' আর নয়তো মানে 'বিকল্পপথ'।একইভাবে 'হয় তো' হচ্ছে হ্যাঁ- সূচক আর 'হয়তো' হচ্ছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা।

২০। না এর ব্যবহার: না সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে।
যেমন- তুমি গান না গাইলে আমি গাইব না।
না- বোধক ছাড়াও অনুরোধ অর্থে 'না' এর ব্যবহার:যেমন- একটি গান গাও না ভাই।

বাক্যশুদ্ধি -০১:

১। অশুদ্ধ:এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।
শুদ্ধ: এসব লোককে/লোকগুলোকে আমি চিনি।
ব্যাখ্যা: বাহুল্য দোষ। সব এবং গুলো – দুটোই বহুবচনাত্মক শব্দ। তাই দুটো একসঙ্গে বসতে পারে না।
এরূপে-
* অশুদ্ধ: সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।
  শুদ্ধ: সমুদয় সভ্য আসিয়াছেন।

* অশুদ্ধ: আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।
  শুদ্ধ: আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

* অশুদ্ধ: ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।
  শুদ্ধ: ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছের আকার একই রকমের।

* অশুদ্ধ: বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।
  শুদ্ধ: বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।

* অশুদ্ধ : সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
  শুদ্ধ : সকল সদস্য/সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

* অশুদ্ধ : বমালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।
  শুদ্ধ: বমাল/মালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছ।

* অশুদ্ধ: সর্ব বিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে।
  শুদ্ধ: সব বিষয়ে বাহুল্য/বহুলতা বর্জন করবে।

* অশুদ্ধ: সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিত।
  শুদ্ধ: সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি সৎকার করা উচিত।
ব্যাখ্যা: মনে রাখবেন, অতীতবাচক শব্দের শেষে 'ত' হয়।যেমন- অতীত, উচিত('উচিত'- অতীতবাচক শব্দ)।অন্যদিকে যা আছে, চলছে, চলবে অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝালে 'ৎ' হয়।যেমন- জগৎ, বিদ্যুৎ, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।কিন্তু এসব শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে 'ৎ' রূপান্তরিত হয়ে 'ত' হয়ে যায়।যেমন-
জগৎ+এ=জগতে, ভবিষ্যৎ +এর =ভবিষ্যতের।
* অশুদ্ধ: সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।
  শুদ্ধ: সে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। অথবা, সে ভিড়ে অন্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।
২।অশুদ্ধ: তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।
  শুদ্ধ: তিনি সানন্দ/আনন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।

ব্যাখ্যা: স+আনন্দ+ইত=সানন্দিত। 'সানন্দিত' একটি ভুল শব্দ। মূল শব্দ 'আনন্দ'।এর পূর্বে 'স' আবার পরে 'ইত' হয় না।হয়ত বলতে হবে 'সানন্দ' নয়ত বলতে হবে 'আনন্দিত '।এরূপ আরো কয়েকটি ভুল শব্দ - সলজ্জিত(স+লজ্জা+ইত), সশঙ্কিত(স+শঙ্কা+ইত)।

* অশুদ্ধ: সশঙ্কিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতায় ভুগিবে এমন ভাবছ কেমন কারণেই?

শুদ্ধ: শঙ্কিত/সশঙ্ক মানুষটি বুদ্ধিহীনতায় ভুগবে, ভাবছ কোন কারণে?

ব্যাখ্যা: বাক্যটির বক্তব্যকে সাজানোর কাজটিও করে নিলাম।

* অশুদ্ধ:সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।

শুদ্ধ: সলজ্জ/লজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।

বাক্যশুদ্ধি - ০২:

১।অশুদ্ধ: তোমার কটুক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

শুদ্ধ: তোমার কটূক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

ব্যাখ্যা: কটু+উক্তি=কটূক্তি। 'কটু' ও 'উক্তি' দুটো শব্দেই 'উ'কার থাকলেও সন্ধির ফলে 'কটূক্তি' শব্দে 'ঊ'কার হয়।এমন আরো কয়েকটি শব্দ হল- সু+উক্তি=সূক্তি, মরু+উদ্যান=মরূদ্যান, বিধু+উদয়=বিধূদয়, গুরু+উপদেশ=গুরূপদেশ, মধু+উৎসব= মধূৎসব।

বাক্যটির আরেকটি ভুল হল – সাধুরীতির শব্দ 'শুনিয়া' শব্দের ব্যবহার।

২। অশুদ্ধ : নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।

শুদ্ধ: নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।

ব্যাখ্যা: অপরাধী কিন্তু নিরপরাধ(নিরপরাধী নয়)।

নিরপরাধী নামে কোন শব্দ বাংলায় নেই। এরূপে-

দোষী কিন্তু নির্দোষ (নির্দোষী নয়),

অহংকারী কিন্তু নিরহংকার (নিরহংকারী নয়)।

৩।অশুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।

শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য /দুর্নিবার।

ব্যাখ্যা: যা কোনভাবেই নিবারণ করা যায় না=অনিবার্য। আবার, যা বহু কষ্টে নিবারণ করা যায়=দুর্নিবার।

প্রশ্নোক্ত বাক্যটি অশুদ্ধের কারণ বাক্যটিতে 'দুর্নিবার' শব্দের 'দুর্নি' আর 'অনিবার্য' শব্দের 'বার্য' মিলিয়ে খিচুড়ি শব্দ 'দুর্নিবার্য' বানানো হয়েছে।

৪।অশুদ্ধ:ইদানীং কালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।

শুদ্ধ : ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।

ব্যাখ্যা: 'ইদানীং' শব্দের মধ্যেই কাল বা সময় লুকিয়ে আছে।তাই 'ইদানীং' শব্দের সঙ্গে 'কাল' শব্দের ব্যবহার শব্দের অপপ্রয়োগ। এরূপে-

* অশুদ্ধ: পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কথা বলা অনুচিত।

শুদ্ধ: পরীক্ষা চলাকালে/চলার সময়ে কথা বলা অনুচিত।

ব্যাখ্যা: চলা +কালীন +সময়।কাল ও সময় এক সঙ্গে হতে পারে না।

৫।অশুদ্ধ:মনের কালি দূর করতে কালিমন্দিরে যাওয়া দরকার।

শুদ্ধ: মনের কালি দূর করতে কালীমন্দিরে যাওয়া দরকার।

ব্যাখ্যা: 'কালী' শব্দের সঙ্গে মন্দির, পূজা, বাড়ি, ঘাট, চরণ, পদ ও প্রসন্ন যুক্ত হলে 'ঈ'কার হয়।অর্থাৎ কালীমন্দির, কালীপূজা, কালীবাড়ি, কালীঘাট, কালীচরণ, কালীপদ, কালীপ্রসন্ন। কিন্তু রং অর্থ প্রকাশে 'কালি' বানান 'ই'কার হয়।যেমন- মনের কালি, পাতিলের কালি, কলমের কালি।

মহাকবি কালিদাসের বানানেও 'ই'কার হয়।

৬।অশুদ্ধ: তিনি স্বস্ত্রীক স্টেশনে গিয়েছেন।
শুদ্ধ: তিনি সস্ত্রীক স্টেশনে গিয়েছেন।
ব্যাখ্যা: স =সহ, স্ব=নিজ।তিনি সস্ত্রীক(স্ত্রীসহ) গিয়েছেন, এর মানেই হল তিনি নিজের স্ত্রী নিয়েই গিয়েছেন (অন্যের স্ত্রী নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না)।
এরূপে-
* অশুদ্ধ: আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ: আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

বাক্যশুদ্ধি - ০৩ :
১।অশুদ্ধ: লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।
শুদ্ধ: লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।
ব্যাখ্যা: 'মনোযোগ' (মনঃ+যোগ)শব্দটি সন্ধিসাধিত শব্দ।মনে রাখবেন, ঃ(বিসর্গ) সন্ধির ক্ষেত্রে বিসর্গের পরে যদি ঘোষ ধ্বনি (বর্গের ৩য় , ৪র্থ ও ৫ম), হ, য, ব, র ও ল থাকে সেক্ষেত্রে বিসর্গের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে 'ও'কার যুক্ত হয়।
এরূপে-
যশঃ+লাভ=যশোলাভ, ইতিঃ+মধ্যে=ইতোমধ্যে, মনঃ+রম=মনোরম,

মনঃ+হর=মনোহর, অধঃ+গতি=অধোগতি, মনঃ+নয়ন=মনোনয়ন।

২।অশুদ্ধ: সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।
শুদ্ধ: সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ/শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।
ব্যাখ্যা: শব্দের শেষে 'তম' প্রত্যয় সবচেয়ে অর্থেই(ইংরেজি superlative) ব্যবহৃত হয়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে 'তর' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।যেমন-
* পদ্মা বাংলাদেশের দীর্ঘ নদী।
* পদ্মা যমুনা অপেক্ষা দীর্ঘতর (পদ্মা আর যমুনা – এ দুয়ের পার্থক্য বুঝানো হয়েছে।
* পদ্মা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী/পদ্মা বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ নদী(বাংলাদেশের সব নদীর মধ্যে বুঝাতে)।

৩।অশুদ্ধ: তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।
শুদ্ধ: তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।
ব্যাখ্যা: 'অপমান' বিশেষ্য পদ যার অর্থ অসম্মান কিন্তু 'অপমানিত' বিশেষণ পদ যার অর্থ অসম্মানিত ।তাহলে চিন্তা করুন তো আপনি কি এভাবে কখনো বলবেন?
* আপনি অসম্মান হবেন। নাকি বলবেন- * আপনি অসম্মানিত হবেন।
এ ধরনের ভুলকে রচনারীতির অশুদ্ধি বলে। এরূপে-
* অশুদ্ধ: ইচ্ছা প্রমাণ হয়েছে।
শুদ্ধ: ইচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে।
* অশুদ্ধ: অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।
শুদ্ধ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
ব্যাখ্যা: কৌতুক কিন্তু কৌতূহল, অনুবাদ কিন্তু অনূদিত।

৪।অশুদ্ধ:ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী। শুদ্ধ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।

৫।অশুদ্ধ: উপরোক্ত। শুদ্ধ: উপর্যুক্ত।

৬।অশুদ্ধ : মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন। শুদ্ধ: মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।

ব্যাখ্যা: অনলে কেউ মগ্ন হয় না,   দগ্ধ হয়।

৭।অশুদ্ধ:আজকাল অনেকেই ফুল বানান ভূল করে। শুদ্ধ: আজকাল অনেকেই ফুল বানান ভুল করে।

বাক্যশুদ্ধি - ০৪:

১।অশুদ্ধ: বিবাদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।   শুদ্ধ: বিবদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।
ব্যাখ্যা: বিবাদ   কিন্তু বিবদমান।

২।অশুদ্ধ: অসহ্যনীয় ব্যথা।   শুদ্ধ: অসহনীয় ব্যথা /অসহ্য ব্যথা।

৩।অশুদ্ধ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।   শুদ্ধ: মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
ব্যাখ্যা: কোন গৃহে সভা হয় না, কক্ষে সভা হয়।

৪।অশুদ্ধ: তিনিও আদালতে   তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।
শুদ্ধ: তিনিও আদালতে   তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
ব্যাখ্যা: সাক্ষী হলেন ব্যক্তিবাচক শব্দ।সাক্ষ্য হল জবানবন্দি। আদালতে কেউ সাক্ষী দেয় না, জবানবন্দি(সাক্ষ্য) দেয়।

৫।অশুদ্ধ:বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্ত।শুদ্ধ: বিস্ময়াভিভূত চিত্ত/হতবাক চিত্ত।

৬।অশুদ্ধ: সংবাদ সম্মেলন।
শুদ্ধ: সাংবাদিক সম্মেলন।

৭।অশুদ্ধ: স্বাক্ষরতা কর্মসূচী।
শুদ্ধ: সাক্ষরতা কর্মসূচি।

৮।অশুদ্ধ: গড্ডালিকাপ্রবাহ।
শুদ্ধ: গড্ডলিকাপ্রবাহ।

৯।অশুদ্ধ: স্বশরীর।
শুদ্ধ: সশরীর।

১০।অশুদ্ধ: শশীভূষণ।
শুদ্ধ: শশিভূষণ [শশী কিন্তু ‘শশী’শব্দের সাথে ‘ভূষণ’ যুক্ত হলে শশিভূষণ]

১১।অশুদ্ধ: দোষনীয়।
শুদ্ধ: দূষণীয়।

১২।অশুদ্ধ: হৃদকম্প।
শুদ্ধ: হৃৎকম্প।

১৩।অশুদ্ধ: ঐক্যতান।
শুদ্ধ: ঐকতান।

১৪।অশুদ্ধ: সশিক্ষিত।
শুদ্ধ: স্বশিক্ষিত।

১৫।অশুদ্ধ: ভ্রান্তি কিছুতেই ঘুচে না।
শুদ্ধ: ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না।

১৬।অশুদ্ধ: স্বার্থকতা।
শুদ্ধ: সার্থকতা। কিন্তু স্বার্থপরতা বানানে 'ব'ফলা হবে।

১৭।অশুদ্ধ :অনাথিনী।
শুদ্ধ: অনাথা।

১৮।অশুদ্ধ:এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা। শুদ্ধ: এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা। ক্রমবাচক সংখ্যা হিসেবে 'ষষ্ঠদশ' ভুল শব্দ।যেমন- একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ... ......

১৯।অশুদ্ধ: অন্তরের অন্তস্তল।
শুদ্ধ: অন্তরের অন্তঃস্থল।

২০।অশুদ্ধ:অনুষ্ঠানে আপনি স্ববান্দবে আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ: অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

২১।অশুদ্ধ: ভূমিকম্পে উর্ধ্বমুখী দালানটি ধ্বসে পড়ল।
শুদ্ধ: ভূমিকম্পে ঊর্ধ্বমুখী দালানটি ধসে পড়ল।

২২।অশুদ্ধ: স্তুপিকৃত।
শুদ্ধ: স্তূপীকৃত।
ব্যাখ্যা: শব্দের শেষে - করণ, কৃত, ভবন, ভূত থাকলে মূল শব্দের শেষে 'ঈ'কার হয়।এরূপে –
দূর+করণ=দূরীকরণ, সম+করণ=সমীকরণ, স্তূপ+কৃত=স্তূপীকৃত, সম+ভবন=সমীভবন, বাষ্প+ভবন=বাষ্পীভবন, পুঞ্জ+ভূত=পুঞ্জীভূত।

২৩। অশুদ্ধ: সমৃদ্ধশালী।
শুদ্ধ: সমৃদ্ধ বা সমৃদ্ধিশালী।

২৪। অশুদ্ধ: সমূলসহ।
শুদ্ধ: সমূল/মূলসহ।

২৫।অশুদ্ধ : আমি সন্তোষ হলাম
শুদ্ধ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।

২৬।অশুদ্ধ : বিদ্বান নারী।
শুদ্ধ: বিদূষী নারী।

বাক্যশুদ্ধি ০ -৫

শুদ্ধ: পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।
শুদ্ধ: পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।

অশুদ্ধ: গীতাঞ্জলী পড়েছ কি?
শুদ্ধ: 'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কি?

অশুদ্ধ: নদীর জল হ্রাস হয়েছে।
শুদ্ধ: নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।

অশুদ্ধ: এ কথা প্রমাণ হয়েছে।
শুদ্ধ: এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।

অশুদ্ধ: আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যক নেই।
শুদ্ধ: আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যকতা নেই।

অশুদ্ধ: তোমার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।
শুদ্ধ: তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

অশুদ্ধ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।
শুদ্ধ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

অশুদ্ধ: তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে গেছেন।
শুদ্ধ: তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে গেছেন।

অশুদ্ধ: ইহার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ: ইহার আবশ্যকতা নাই।

অশুদ্ধ: অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।
শুদ্ধ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভাল নয়।

অশুদ্ধ: সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অশুদ্ধ: সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।
শুদ্ধ: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

অশুদ্ধ: আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।
শুদ্ধ: এ কাজে আমার সহযোগিতা নেই।

অশুদ্ধ: দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
শুদ্ধ: দীনতা/দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।

অশুদ্ধ: এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।
শুদ্ধ: এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।

অশুদ্ধ: তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।
শুদ্ধ: তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।

অশুদ্ধ: উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
শুদ্ধ: উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

অশুদ্ধ: সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।
শুদ্ধ: সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্য / অনুগত ছাত্র।

অশুদ্ধ: তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।
শুদ্ধ: তারা বাড়ি যাচ্ছে।

অশুদ্ধ: অপব্যায় একটি মারাত্মক ব্যাধি।
শুদ্ধ: অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।

অশুদ্ধ: অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।
শুদ্ধ: অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।

অশুদ্ধ: অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
শুদ্ধ: অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।

অশুদ্ধ: অতিলোভে তাতী নষ্ট।
শুদ্ধ: অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

অশুদ্ধ: অতিশয় দুঃখিত হলাম।
শুদ্ধ: খুব দুঃখ পেলাম / অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।

অশুদ্ধ: আমি সন্তোষ হলাম।
শুদ্ধ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।

অশুদ্ধ: গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ।
শুদ্ধ: ‘গীতাঞ্জলি’ একখানা কাব্য গ্রন্থ।

অশুদ্ধ: পরোপকার মানুষত্বের পরিচায়ক।
শুদ্ধ: পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

অশুদ্ধ: বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।
শুদ্ধ: বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়।

অশুদ্ধ: বিদ্যাণকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
শুদ্ধ: বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।

অশুদ্ধ: মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।
শুদ্ধ: মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।

অশুদ্ধ: যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।
শুদ্ধ: যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।

অশুদ্ধ: রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
শুদ্ধ: রচনাটির উৎকর্ষ (বা উৎকৃষ্টতা) অনস্বীকার্য।

অশুদ্ধ: মাদকাশক্তি ভাল নয়।
শুদ্ধ: মাদকাসক্তি ভাল নয়।

অশুদ্ধ: সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
শুদ্ধ: সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।

অশুদ্ধ: তুমিই টাকাটি আত্মস্যাৎ করেছ।
শুদ্ধ: তুমিই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেছ।

অশুদ্ধ: বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
শুদ্ধ: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

অশুদ্ধ: অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।

অশুদ্ধ: সে অপমান হইয়াছে।
শুদ্ধ: সে অপমানিত হইয়াছে।

অশুদ্ধ: উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
শুদ্ধ: উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।

অশুদ্ধ: কুপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?
শুদ্ধ: কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?

অশুদ্ধ: আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।
শুদ্ধ: আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।

অশুদ্ধ: একের লাঠি দশের বোঝা।
শুদ্ধ: দশের লাঠি একের বোঝা।

অশুদ্ধ: সব মাছগুলোর দাম কত?
শুদ্ধ: সব মাছের দাম কত?

অশুদ্ধ: কালীদাস খ্যাতমান কবি।
শুদ্ধ: কালিদাস বিখ্যাত কবি।

অশুদ্ধ: তাহাকে এখান থেকে যাইতে হইবে।
শুদ্ধ: তাকে এখান থেকে যেতে হবে।

অশুদ্ধ: বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
শুদ্ধ: বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

অশুদ্ধ: বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।
শুদ্ধ: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।

অশুদ্ধ: সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।
শুদ্ধ: সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী।

অশুদ্ধ: আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্যতা করা উচিত নয়।
শুদ্ধ: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য উচিত নয়।

অশুদ্ধ: এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার।
শুদ্ধ: এটা লজ্জাকর ব্যাপার।

অশুদ্ধ: অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।
শুদ্ধ: অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।

অশুদ্ধ: তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।
শুদ্ধ: তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।

অশুদ্ধ: সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ: সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।

অশুদ্ধ: তাহার লেখাপড়ায় মনযোগ নাই।
শুদ্ধ: তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই।

অশুদ্ধ: এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।
শুদ্ধ: এক মাঘে শীত যায় না।

অশুদ্ধ: মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
শুদ্ধ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

অশুদ্ধ: আমি এই ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছি।
শুদ্ধ: আমি এই ঘটনা চাক্ষুস দেখিয়াছি।

অশুদ্ধ: সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র, ঘোড়াগুলি বায়ুবেগে ধাবমান হইল।
শুদ্ধ: সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

অশুদ্ধ: কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
শুদ্ধ: কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

অশুদ্ধ: দরিদ্রের কথা বাসি হলে ফলে।
শুদ্ধ: কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে।

অশুদ্ধ: বৃক্ষে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
শুদ্ধ: গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

অশুদ্ধ: চোরে চোরে মামাত ভাই।
শুদ্ধ: চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

অশুদ্ধ: ঢেঁকি বেহেস্তে গেলেও ধান ভানে।
শুদ্ধ: ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

অশুদ্ধ: হাটে কলস ভাঙা।
শুদ্ধ: হাটে হাঁড়ি ভাঙা।

অশুদ্ধ: যাকে দেখতে নারি তার হাঁটা বাঁকা।
শুদ্ধ: যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

অশুদ্ধ: ভাত ধ্বংস করা।
শুদ্ধ: অন্ন ধ্বংস করা।

অশুদ্ধ: সাবধানপূর্বক চলবে।
শুদ্ধ: সাবধানে চলবে।

অশুদ্ধ: অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হবেন।
শুদ্ধ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন।

অশুদ্ধ: সমস্ত ছাত্রগণই পড়াশোনায় অমনোযোগী।
শুদ্ধ: সকল ছাত্রই লেখাপড়ায় / পাঠে অমনোযোগী।

বানান শুদ্ধি:

বানান শুদ্ধিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি।
বানান শুদ্ধি- ১: বাংলা একাডেমির বানানের নিয়ম [শিখা উচিত]
বানান শুদ্ধি- ২: ণ- ত্ব বিধান ও ষ- ত্ব বিধান [শিখা উচিত]
বানান শুদ্ধি- ৩: কতিপয় বাংলা শব্দের শুদ্ধরুপ [১, ২ না পড়লেও এইটা অবশ্যই শিখা উচিত]

বানান শুদ্ধি- ১: প্রথমেই আমাদের বাংলা একাডেমির বানানের নিয়ম ভালভাবে জেনে নেয়া দরকার। নিচে নিয়মগুলো তুলে ধরছি-

তৎসম শব্দ

১. ০১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১. ০২. তবে যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার- কার চিহ্ন ই- কার উ- কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, ধূলি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

১. ০৩. রেফ- এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

১.০৪. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। তবে অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, সঙ্গ, সঙ্গী প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ঙ স্থানে ং হবে না।
অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

২.০১. ই ঈ উ ঊ
সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি, নিচ, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ভুখা, মুলা, পুজো, উনিশ, উনচল্লিশ।

অনুরূপভাবে— আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি। তবে কোনো কোনো স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন : রানী, পরী, গাভী।

সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : কী করছ? কী পড়ো? কী খেলে? কী আর বলব? কী জানি? কী যে করি! তোমার কী। এটা কী বই? কী করে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে। কী আনন্দ! কী দুরাশা!
অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।
পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

২.০২. ক্ষ
ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিধে, ইত্যাদি লেখা হবে।

২.০৩. মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন
তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন।
তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্য বর্ণ ণ হয়, যেমন : কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে। ৪.০১ দ্রষ্টব্য।

২.০৪. শ, ষ, স
তৎসম শব্দে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না।
বিদেশী মূল শব্দে শ, স-য়ের যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সাল (=বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলো, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশ্ ত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূমে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন : বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা,

পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।
কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

২.০৫. আরবি-ফারসি শব্দে 'সে', 'সিন', 'সোয়াদ' বর্ণগুলির প্রতিবর্ণরূপে স, এবং 'শিন'-এর প্রতিবর্ণরূপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন ; সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস), বেহেশ্‌ত। এই ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশী শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ-য়ের রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন : পছন্দ, মিছিল, মিছরি, তছনছ।

২.০৬. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।

২.০৭. জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।
কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে', 'যাল', 'যোয়াদ', 'যোই' রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সেক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলির জন্য য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমন : আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্‌যিন, যোহর, রমযান। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন। জাদু, জোয়াল, জো, ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

২.০৮. এ, অ্যা

বাংলায় এ বা এ-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি, ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা এ-কার হবে। যেমন : দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে।
বিদেশী শব্দ অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা এ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এন্ড (end), নেট, বেড, শেড।
বিদেশী শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা অ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যান্ড (and), অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট।
তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশী শব্দ রয়েছে যার অ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে অ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

২.০৯. ও

বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ও-কার ব্যবহার করছেন। যেমন : ছিলো, করলো, বলতো, কোরছ, হোলে, যেনো, কেনো (কীজন্য), ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অনুরূপ ও-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন : ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো।

২.১০. ং, ঙ

তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ-সম্পর্কে পূর্বে ১.০৪ অনুচ্ছেদে কিছু নিয়মের কথা বলা হয়েছে। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ওই নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

২.১১. রেফ ও দ্বিত্ব

তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার।

২.১২. বিসর্গ

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ। পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ।

২.১৩. আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ

আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

২.১৪. বিদেশী শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভবই নয়। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিন্ট, স্প্রিং। তবে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়। যেমন : সেপটেম্বর, অকটোবর, মার্ক্‌স, শেক্‌সপিয়র, ইস্‌রাফিল।

২.১৫. হস্-চিহ্ন

হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক।

তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, যাহ্।

যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : কর্, ধর্, মর্, বল্।

২.১৬. ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : করল (=করিল), ধরত, বলে (=বলিয়া), হয়ে, দু জন, চার শ, চাল (চাউল), আল (=আইল)।

বিবিধ

৩.০১. যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে।

তবে ক্ষ, জ্ঞ, ঞ্জ, ষ্ণ, হ্ম, হ্র, হ্ন—এইসব ক্ষেত্রে পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে। কেননা তা বিশ্লিষ্ট করলে উচ্চারণবিকৃতির সম্ভাবনা থাকে।

৩. ০২. সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন : সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বারবার, বিষাদমণ্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র।
বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

৩. ০৩. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন : সুনীল আকাশ, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন, সুগন্ধ ফুল, লাল গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে স্বভাবতই সেই যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন : কতদূর যাবে, একজন অতিথি, তিনহাজার টাকা, বেশির-ভাগ ছেলে, শ্যামলা-বরন মেয়ে। তবে কোথাও কোথাও সংখ্যাবাচক শব্দ একসঙ্গে লেখা যাবে। যেমন : দুজনা।

৩. ০৪. নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলি শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন : বলে নাই, যাই নি, পাব না, তার মা নাই, আমার ভয় নেই।
তবে শব্দের পূর্বে নঞর্থক উপসর্গরূপে না উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন : নারাজ, নাবালক, নাহক। অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন : না-বলা বাণী, না-শোনা কথা, না-গোনা পাখি।

৩. ০৫. উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোন পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ না হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথভাবে উদ্ধৃত করতে হবে। যদি উদ্ধৃত রচনায় বানানের ভুল বা মুদ্রণের ত্রুটি থাকে, ভুলই উদ্ধৃত করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ বানানটির উল্লেখ করতে হবে। এক বা দুই ঊর্ধ্ব-কমার দ্বারা উদ্ধৃত অংশকে চিহ্নিত করতে হবে। তবে উদ্ধৃত অংশকে যদি ইনসেট করা হয় তাহলে ঊর্ধ্ব-কমার চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে না। তাছাড়া কবিতা যদি মূল চরণ-বিন্যাস অনুযায়ী উদ্ধৃত হয় এবং কবির নামের উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রেও উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। ইনসেট না হলে গদ্যের উদ্ধৃতিতে প্রথমে ও শেষে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেওয়া ছাড়াও প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিতে হবে। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে উদ্ধৃত রচনার কোনো অংশ যদি বাদ দেওয়া হয় অর্থাৎ উদ্ধৃত করা না হয়, বাদ দেওয়ার স্থানগুলিকে তিনটি বিন্দু বা ডট্ (অবলোপ চিহ্ন) দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। গোটা অনুচ্ছেদ, স্তবক বা একাধিক ছত্রের কোনো বৃহৎ অংশ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি তারকার দ্বারা একটি ছত্র রচনা করে ফাঁকগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে।
কোনো পুরাতন অভিযোজিত বা সংক্ষেপিত পাঠে অবশ্য পুরাতন বানানকে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

৪. ০১ ণত্ব-বিধি সম্পর্কে দুই মত
অ-তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরের বানানের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ একমত হতে পারেন নি। একটি মতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ হবে। যথা : ঘণ্টা, লণ্ঠন, গুণ্ডা। অন্যমতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে ন্ট ন্ঠ ন্ড ন্ঢ হবে। যথা : ঘন্টা, প্যান্ট, প্রেসিডেন্ট, লন্ঠন, গুন্ডা, পান্ডা, ব্যান্ড, লন্ডভন্ড।

বানান শুদ্ধি-২:

ণত্ব ও ষত্ব বিধান:

ণত্ব ও ষত্ব বিধান : খাঁটি বাংলা শব্দে বা তদ্ভব শব্দে কখনোই ‘ণ/ ষ’ ব্যবহৃত হয় না। শুধু তাই না, অর্ধ-তৎসম, দেশি বা বিদেশি শব্দেও ‘ণ/ষ’ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন পরিবর্তন ছাড়াই সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে, সে সব শব্দে সংস্কৃত ভাষার বানান অনুসরণ করার জন্য ‘ণ/ ষ’ ব্যবহার করতে হয়।

এইসব **তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে 'ণ/ ষ' ব্যবহার করার নিয়মকেই বলা হয় ণত্ব ও ষত্ব বিধান।**

ণ- ত্ব বিধান বা ণ ব্যবহারের নিয়ম:

১.ট- বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) আগে ন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হলে তা সব সময় 'ণ' হয়।
যেমন- **কণ্ঠ, ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড ,** ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ- এদের পরে 'ণ' হয়।
যেমন- **ঋণ, তৃণ** (ত+**ঋ+ণ**+অ), বর্ণ (ব+অ+**র+ণ**+অ), **বর্ণনা, কারণ, মরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষ্ণ**(উ+**ষ+ণ**) ।

৩. ঋ, র, ষ- এদের পরে স্বর.কপ.যব.হং* থাকলে এবং তারপর 'ন' আসলে তা 'ণ' হয়।
[*এখানে স্বরকপযবহং =স্বর = স্বরধ্বনি, কপ = ক ও প বর্গীয় ধ্বনি, যব = য, য়, য, ব, হং = হ, ং]

যেমন- **কৃপণ** (ক+ঋ+ প (প- বর্গীয় ধ্বনি)+অ (স্বরধ্বনি)+ ণ)
হরিণ (হ+অ+র+ ই(স্বরধ্বনি)+ ণ)
অর্পণ (অ+র+ প(প- বর্গীয় ধ্বনি)+অ(স্বরধ্বনি)+ ণ)
লক্ষণ (ল+অ+ক্+ষ+ অ(স্বরধ্বনি)+ ণ)
রামায়ণ (র+ আ(স্বরধ্বনি+ম(প- বর্গীয় ধ্বনি)+আ(স্বরধ্বনি)+য়(যব)+ ণ)
রুক্মিণী (র+ উ(স্বরধ্বনি)+ক(ক- বর্গীয়ধ্বনি)+ম(প- বর্গীয়ধ্বনি)+ই(স্বরধ্বনি)+ ণ +ই)
ব্রাহ্মণ (ব+র+ আ(স্বরধ্বনি)+হ(হং)+ম(প- বর্গীয় ধ্বনি)+অ(স্বরধ্বনি)+ ণ)

৪. কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়- [কবিতার মত মুখস্ত করুন]
চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পূণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ

৫. (এটি ণত্ব বিধানের সংজ্ঞানুযায়ী ণত্ব বিধানের নিয়ম নয়) **সমাসবদ্ধ শব্দে ণত্ব বিধান খাটে না।** অর্থাৎ, সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দে 'ণ' হয় না, 'ন' হয়। যেমন- **ত্রিনয়ন** (২নং নিয়ম অনুযায়ী ত্রিণয়ন হওয়ার কথা), **সর্বনাম** (৩নং নিয়ম অনুযায়ী সর্বণাম), **দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক ।**

৬. (এটিও ণত্ব বিধানের সংজ্ঞানুযায়ী ণত্ব বিধানের নিয়ম নয়) ত- বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হলে কখনোই 'ন', 'ণ' হয় না। অর্থাৎ, ত, থ, দ, ধ, ন- এদের সঙ্গে যুক্ত হলে সেটা 'ন' হবে। যেমন- **অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, চন্দন।**

ষ- ত্ব বিধান বা 'ষ' ব্যবহারের নিয়ম:

১. অ/আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি এবং ক, র- এর পরের 'স', 'ষ' হয়।
অর্থাৎ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, ক, র- এদের পরে স থাকলে তা ষ হয়।
যেমন- **ভবিষ্যৎ** (ভ+অ+ব+**ই+ষ**+য+ত), **মুমূর্ষু** (ম+উ+ম+ঊ+**র+ষ**+উ),
চক্ষুষ্মান (চ+অ+ক+ষ+**উ+ষ**+ম+আ+ন), **চিকীর্ষা** (চ+ই+ক+ঈ+**র+ষ**+আ)

২. ই- কারান্ত ও উ- কারান্ত উপসর্গের পরে প্রায়ই ষ হয়।
অর্থাৎ, যে সব সংস্কৃত উপসর্গের শেষে ই- কার বা উ- কার আছে, সেসব উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে প্রায়ই ষ হয়।
যেমন- অভিসেক> অভিষেক (এখানে উপসর্গ অভি, অ+ভ+ই- ই- কারান্ত উপসর্গ)।
এরকম- **সুষুপ্ত, অনুষঙ্গ, প্রতিষেধক, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, বিষম, সুষমা।**

৩. ঋ ও র- এর পরে ষ হয়। যেমন- ঋষি, কৃষক (ক+**ঋ+ষ**+অ+ক), বর্ষা (ব+অ+**র+ষ**+আ),
এরকম- **উৎকৃষ্ট, বৃষ্টি, দৃষ্টি, তৃষ্ণা, কৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষণ।**

৪. ট ও ঠ- র সঙ্গে যুক্ত হলে ষ হয়। যেমন- **কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ।**

৫. কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ষ হয়। মনে রাখার সুবিধার্থে আমার একটি কবিতা শেয়ার করছি:

পাষণ্ড মানুষের পাষাণ ভাষা
রোষ কোষ পৌষ ইষৎ ইর্ষা

ষোড়শ ভূষণ তার শোষণ তোষণ
ষণ্ড ভাষ্য আর ঔষধ পোষণ

দ্বেষ কলুষতার ঊষর আভাষ
ষড়যন্ত্র, ষটচক্রের সরিষা অভিলাষ

৬. বিদেশি শব্দে কখনোই 'ষ' হয় না।
যেমন- **জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট,** ইত্যাদি।

৭. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দেও 'ষ' হয় না।
যেমন- **অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ** ইত্যাদি।

বানান শুদ্ধি- ৩:

কতিপয় বাংলা বানানের শুদ্ধ নিয়ম: - ১:

বচনঘটিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল বালকেরা	সকল বালক	নানাবিধ পক্ষীগণ	নানাবিধ পক্ষী	বালকগণেরা	বালকগণ
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ	যাবতীয় প্রাণী	সকল পরীক্ষকগণ	সকল পরীক্ষক		
অর্থের ও পদের অপপ্রয়োগঘটিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীন বৃক্ষ	আশাচার্য্য হওয়া	আশ্চার্যান্বিত হওয়া	আগত কল্য	আগামী কল্য
সাক্ষী দেয়া	সাক্ষ্য দেয়া	সন্তোষ হওয়া	সন্তুষ্ট হওয়া	বিদায় হও	বিদায় লও
অত্রদালত হতে	এ আদালত হতে	স্বীকার হওয়া	স্বীকার করা	আরোগ্য হওয়া	আরোগ্য লাভ করা
বাহুল্য প্রয়োগঘটিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

আয়ত্তাধীন	অধীন, আয়ত্ত	পূর্জাস্পদ	পূজ্যসম্পদ, পূজ্য	অধীনস্থ	অধীন
সম্ভব	সম্ভবপর	কেবলমাত্র	কেবল, মাত্র	অদ্যাপিও	অদ্যাপি
মহারথী	মহারথ	স্বাধিকার	অধিকার	অশ্রুজল	অশ্রু, চোখের জল
সদাসর্বদা	সদা, সর্বদা	সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য, আয়ত্ত	সৃজিত	সৃষ্ট
চাকচিক্য	চাকচক্য	আকন্ঠ পর্যন্ত	আকন্ঠ	মহিমাময়	মহিমময়
সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তদ্বিৎ	অদ্বিত	অধগতি	অধোগতি	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
ত্যাক্ত	ত্যক্ত	ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	নিমিলিত	নিমীলিত
ত্যজ্য	ত্যাজ্য	যশরাশি	যশোরাশি	নীরিহ	নিরীহ
দোষণীয়	দূষণীয়	শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া	দুরাদৃষ্ট	দূরদৃষ্টি
অনাটন	অনটন	মনহর	মনোহর	চক্ষুঃরোগ	চক্ষূরোগ
অত্যাধিক	অত্যধিক	শিরশ্চেদ	শিরশ্ছেদ	সম্বরণ	সংবরণ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	সদ্যজাত	সদ্যোজাত	সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	মনলোভা	মনোলোভা	ন্যাস্ত	ন্যস্ত
অদ্যপি	ওদ্যাপি	পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়	দুরাবস্থা	দুরবস্থা
দধিচি	দধীচি	জগবন্ধু	জগদবন্ধু	জাগরুক	জাগরূক
কিরিট	কিরীট	গৃহীতা	গ্রহীতা	জিবীকা	জীবিকা
সমাসঘটিত অশুদ্ধি					
শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
মহারাজা	মহারাজ	সাদরপূর্বক	সাদরে, আদরপূর্বক	কুঅর্থ	কদর্থ
মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	সশঙ্কিত	শঙ্কিত	নেতাগণ	নেতৃগণ
শশীভূষণ	শশিভূষণ	যোদ্ধাগণ	যোদ্ধৃগণ	বিদ্বান সমাজ	বিদ্বৎ সমাজ
পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক	সলজ্জিত	সলজ্জ	কালীদাস	কালিদাস
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	পিতাহীন	পিতৃহীন	গুনীগণ	গুণিগণ
অহর্নিশি	অহর্নিশ	ফনীভূষণ	ফণিভূষণ	প্রানিহত্যা	প্রাণীহত্যা
মহিমাময়	মহিমময়	সচেষ্টিত	সচেষ্ট	আরোহীগণ	আরোহিগণ
ছাগীদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ	নিরাশা	নিরাশ	বিধর্মী	বিধর্মা
নির্ধণী	নির্ধন	নির্দোষী	নির্দোষ	ভগবানদত্ত	ভগবদ্দত্ত
নিরহংকারী	নিরহংকার				
প্রত্যয়ঘটিত অশুদ্ধি					
শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	আরক্তিম	আরক্ত	সততা	সাধুতা
গ্রাহ্যনীয়	গ্রাহ্য, গ্রহণীয়	একত্রিত	একত্র	জ্ঞাতার্থে	জ্ঞানার্থে
গ্রনহিত	গ্রথিত	ঐক্যতা	ঐক্য, একতা	অনুবাদিত	অনূদিত
বাহ্যিক	বাহ্য	ভাগ্যমান	ভাগ্যবান	মাধুর্যতা	মাধুর্য, মধুরতা
অজানিত	অজ্ঞাত	রাজনৈতিক	রাজনীতিক		
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ		
ণ- ত্ব ও ষ- ত্ব ঘটিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবিস্কার	আবিষ্কার	নিস্পৃহ	নিস্পৃহ	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ন

পরিস্কার	পরিষ্কার	সুসুপ্ত	সুষুপ্ত	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
পুরষ্কার	পুরস্কার	শষ্য	শস্য	মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন
নমষ্কার	নমস্কার	সুসমা	সুষমা	সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন
তিরষ্কার	তিরস্কার	নিশেধ	নিষেধ	আহ্ণিক	আহ্নিক
নিসাদ	নিষাদ	ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট	গননা	গণনা
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	নৃশংষ	নৃশংস	প্রনাম	প্রণাম
অভিসেক	অভিষেক	গুন	গুণ	প্রণয়ণ	প্রণয়ন
বিশেসন	বিশেষণ	গৃহিনী	গৃহিণী		
আশীষ	আশিস	গগণ	গগন		
লিঙ্গঘটিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রূপসী	রূপবতী	পিশাচিনী	পিশাচী	দিগম্বরী	দিগম্বরা
গোপিনী	গোপী	অনাথিনী	অনাথা	রজকিনী	রজকী
নায়কী	নায়িকা	ননদী	ননদিনী	সুবদনা	সুবদনী
ভয়ংকরী	ভয়ংকরা	সুকেশিনী	সুকেশা	অপ্সরী	অপ্সরা
উচ্চারণগঠিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৈত্রিক	পৈতৃক	অভ্যস্থ	অভ্যস্ত	ত্যাক্ত	ত্যক্ত
ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	অনাটন	অনটন	ক্রিত্রিম	কৃত্রিম
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	সন্ধা	সন্ধ্যা		
স্বরবর্ণঘটিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অজাগর	অজগর	পৃথীবী	পৃথিবী	সারথী	সারথি
সমিচিন	সমীচীন	জিবীকা	জীবিকা	আমাবশ্যা	অমাবশ্যা
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	প্রভুত	প্রভূত	অতিথী	অতিথি
অতিত	অতীত	পরিক্ষা	পরীক্ষা	দাশরথী	দাশরথি
বাল্মিকী	বাল্মীকি	পার্থীব	পার্থিব	আশির্বাদ	আশীর্বাদ
মনিষা	মনীষা	রিতি	রীতি	দুরুহ	দুরূহ
নিলীমা	নীলিমা	জাগরুক	জাগরূক	মুষিক	মূষিক
পিপিলিকা	পিপীলিকা	কীরিট	কিরীট	মুমুর্ষূ	মুমূর্ষু
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা	মুহুর্ত	মুহূর্ত	চীৎকার	চিৎকার
কুজন	কূজন	ইপ্সিত	ঈপ্সিত	অধিন	অধীন
মিমাংসা	মীমাংসা	মায়াবিনি	মায়াবিনী	কৌতুহল	কৌতূহল
বিনিত	বিনীত	শুকর	শূকর	নিরব	নীরব
ব্যঞ্জনবর্ণঘটিত অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ব্যাস্ত	ব্যস্ত	ন্যাস্ত	ন্যস্ত	বিদ্ব্যান	বিদ্বান
উচিৎ	উচিত	শশান	শ্মশান	সাস্থ	স্বাস্থ্য
ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা	ব্যাবধান	ব্যবধান	জজাতি	যযাতি
জামিনী	যামিনী	জৌতুক	যৌতুক	লক্ষী	লক্ষ্মী
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	সন্নাসী	সন্ন্যাসী	সান্তনা	সান্ত্বনা

পক্ক	পক্ব	জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	ব্যাথা	ব্যথা
ব্যায়	ব্যয়	মহাত্য	মাহাত্ম্য	উর্দ্ধ	ঊর্ধ্ব
ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন	সন্মান	সম্মান	অনিষ্ঠ	অনিষ্ট
পিচাশ	পিশাচ				
কতিপয় সাধারণ অশুদ্ধি					
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	মনমুগ্ধকর	মনোমুগ্ধকর	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুরঙ্গ	সুড়ঙ	সকাতরে	কাতরভাবে	মরক	মড়ক
পথশ্রান্ত	পথিশ্রান্ত	সক্ষম	ক্ষম, সমর্থ	আহরিত	আহৃত
সাধ্যাতীত	সাধনাতীত	মনান্তর	মতান্তর	অন্তর্ধান হলেন	অন্তর্হিত হলেন, অন্তর্ধান করলেন
মৌন হওয়া	মৌনী হওয়া	কায়া	কায়	নিজস্ব ধন	নিজ ধন

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
কৃতিবাস	**কৃত্তিবাস**	দুষতি	**দূষতি**	ভূবনভূলানো	**ভুবনভুলানো**
অধ্যাবসায়	**অধ্যবসায়**	শৃংখলা	**শৃঙ্খলা**	মুহূর্মুহু	**মুহুর্মুহু**
সূচীপত্র	**সূচিপত্র**	উছৃঙ্খল/উশৃঙ্খল	**উচ্ছৃঙ্খল**	কুজ্জটিকা	**কুজ্ঝটিকা**
গ্রামীন	**গ্রামীণ**	শ্রদ্ধাঞ্জলী	**শ্রদ্ধাঞ্জলি**	কলংকিত	**কলঙ্কিত**
প্রনয়ন	**প্রণয়ন**	শিরোচ্ছেদ	**শিরচ্ছেদ**	শৃংখল	**শৃঙ্খল**
মনিষি	**মনীষী**	মনোপূত	**মনঃপূত**	ইংগিত	**ইঙ্গিত**
সন্যাসী	**সন্ন্যাসী**	বুদ্ধিজীবি	**বুদ্ধিজীবী**	পানিনি	**পাণিনি**
শান্তনা	**সান্ত্বনা**	মুহুর্ত	**মুহূর্ত**	ইতিমধ্যে	**ইতোমধ্যে**
পিপিলিকা	**পিপীলিকা**	সম্বলিত	**সংবলিত**	মন্ত্রীত্ব	**মন্ত্রিত্ব**
বিভিষিকা	**বিভীষিকা**	প্রতদ্বিন্দ্বীতা	**প্রতিদ্বন্দ্বিতা**	প্রাণীবিদ্যা	**প্রাণিবিদ্যা**
শারিরিক	**শারীরিক**	ছাত্রছাত্রীগণ	**ছাত্রছাত্রী**	বৈয়াকরণিক	**বৈয়াকরণ**
ইদৃশ	**ঈদৃশ**	গীতাঞ্জলী	**গীতাঞ্জলি**	মন্ত্রীসভা	**মন্ত্রিসভা**
দৈন্যতা	**দৈন্য / দীনতা**	শীকার	**শিকার**	আকাংখা	**আকাঙ্ক্ষা**
কৃচ্ছ্রতা	**কৃচ্ছ্র**	অতিথী	**অতিথি**	উপরোক্ত	**উপর্যুক্ত**
অধ্যায়ন	**অধ্যয়ন**	পোষ্টমাস্টার	**পোস্টমাস্টার**	মনমোহন	**মনোমোহন**
ঐক্যতান	**ঐকতান**	বিদুষি	**বিদুষী**	ব্যায়	**ব্যয়**
স্নেহাশীষ	**স্নেহাশিস**	সূক্ষ	**সূক্ষ্ম**	অপরাহ্ণ	**অপরাহ্ণ**
ফটোষ্ট্যাট	**ফটোস্ট্যাট**	আঙ্গুল	**আঙুল**	ইতপূর্বে	**ইতঃপূর্বে**
মুখস্ত	**মুখস্থ**	অত্যান্ত	**অত্যন্ত**	সুপারিস	**সুপারিশ**
সমিচীন	**সমীচীন**	রামায়ন	**রামায়ণ**	আশার	**আষাঢ়**
শুশ্রুষা	**শুশ্রূষা**	প্রোজ্জলন	**প্রোজ্জ্বল/প্রজ্বলন**	সন্ধিহান	**সন্দিহান**
নুপুর	**নূপুর**	পরজীবি	**পরজীবী**	মূমর্ষু	**মুমূর্ষু**
স্বস্ত্রীক	**সস্ত্রীক**	শশ্মান	**শ্মশান**	দারদ্রিতা	**দরিদ্রতা / দারিদ্র্য**
ব্রাহ্মন	**ব্রাহ্মণ**	কৃচ্ছ্রতাসাধন	**কৃচ্ছ্রসাধন**	স্বাক্ষরতা	**সাক্ষরতা**
সুষ্ঠ	**সুষ্ঠু**	ভূবন	**ভুবন**	প্রসংগ	**প্রসঙ্গ**
কৌতুহল	**কৌতূহল**	মনকষ্ট	**মনঃকষ্ট**	উর্ধ	**ঊর্ধ্ব**
ব্যাতিত	**ব্যতীত**	ভাতুস্পুত্র	**ভ্রাতুষ্পুত্র**	প্রুতযোগীতা	**প্রতিযোগিতা**

নূন্যতম	**ন্যূনতম**	সহযোগীতা	**সহযোগিতা**	মনযোগ	**মনোযোগ**
শষ্য	**শস্য**	শংকা	**শঙ্কা**	আইনজীবি	**আইনজীবী**
মরীচীকা	**মরীচিকা**	দ্বন্ধ	**দ্বন্দ্ব**	কার্য্যালয়	**কার্যালয়**
লজ্জাস্কর	**লজ্জাকর**	আত্বস্ত	**আত্মস্থ**	বিদ্যান	**বিদ্বান**
সম্বর্ধনা	**সংবর্ধনা**	ডাষ্টবিন	**ডাস্টবিন**	মধ্যাহ্ন	**মধ্যাহ্ন**
সম্বাদ	**সংবাদ**	দুরাবস্থা	**দুরবস্থা**	কল্যানীয়াষু	**কল্যাণীয়াসু**
উচ্চাস	**উচ্ছ্বাস**	উজ্জল	**উজ্জ্বল**		

কতিপয় বাংলা বানানের শুদ্ধ নিয়ম: - ২:

আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, জীবিকা । প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতা, সহযোগী, সহযোগিতা, উপকারী, উপকারিতা, । প্রাণী, প্রাণিজগত, প্রাণিকুল, প্রাণিবিদ্যা, । মন্ত্রী, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ,। আমলকী, হরীতকী, ভাগীরথী, । সমীচীন, পিপীলিকা, বিভীষিকা, শারীরিক, আশীর্বাদ, । দূর, দুরন্ত, দুর্নীতি, দুর্বার, দুর্নিবার, । ধরন, ধারণ, ধারণা, কারণ, করণ, করুণ, দরুন, দারুণ, হারুন। পরিবহণ, প্রাঙ্গণ, রূপায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ । সরণি, সারণি, শ্রেণি/শ্রেণী, ধরণি, । সূচিপত্র । শ্রদ্ধাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি । রুপা, রুপালি, সোনালি, পুবালি, বর্ণালি । সরকারি, দরকারি, তরকারি, তৈরি, বৈরী । নামী, দামি, নীচমন, নিচতলা । আশিস, শুভাশিস, স্নেহাশিস ।মুমূর্ষু, মুহূর্ত, শুশ্রূষা

। মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, আহ্নিক, চিহ্ন, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন । দরিদ্র, দরিদ্রতা, দারিদ্র্য, দীনতা, দৈন্য । বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, । ন্যূনতম, ব্যূহ । সখ্য, জবাবদিহি, উতকর্ষ । ব্যবচ্ছেদ, সতীচ্ছেদ, শিরশ্ছেদ । অঙ্ক, শৃঙ্খলা, আকাঙ্ক্ষা । উচিত, হঠাত । ভূত, অদ্ভুত, উদ্ভূত । পোশাক, জিনিস, শাদা/সাদা, হিশেব/ হিসেব । কাজি, গাজি, রাজি, নবি, শহিদ, শহিদমিনার । বেশি, ছদ্মবেশী, দেশী, বিদেশী । মুনশি, মুনশিগঞ্জ, শবজি । ইমান, বেইমান, বেইমানি । জি (হ্যাঁ), নবিজি, কবিজি, নেতাজি, গুরুজি, সাঁইজি । শরিয়া, শরিয়ত, হজ, হাজি, হজরত

কোরান, কোরান শরিফ । ইংরেজি, ইরানি, জাপানি, ফারসি, ফরাসি, এশিয়ান, এশীয়, ভারতীয়, নিউ ইয়র্ক, নিউ ক্যাসেল, নিউ, মার্কেট, নিউ দিল্লি, নিউ জিল্যান্ড, কুয়ালা লামপুর পোস্ট, মাস্টার, স্টেশন, স্টোর, ইস্টার্ন, স্ট্রিট, স্টিল, গ্রিল, স্টিমার গির্জা, যিশু, খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টাব্দ।

পারিভাষিক শব্দ

পারিভাষিক শব্দ ০১:

নবম দশম শ্রেণির বই থেকে: অম্লজান- Oxygen , উদযান- Hydrogen , নথি- File , প্রশিক্ষণ- Training , ব্যবস্থাপক- Manager, বেতার- Radio , মহাব্যবস্থাপক- General Manager , সচিব- Secretary , স্নাতক- Graduate , স্নাতকোত্তর- Post graduate, সমাপ্তি- Final , সাময়িকী- Periodical , সমীকরণ- Equation ।

পারিভাষিক শব্দ ০২:

A

Academic	অধিবিদ্যা / শিক্ষায়তনিক	Author	লেখক / গ্রন্থকার
Allotment	বরাদ্দ	Appendix	পরিশিষ্ট
Admit card	প্রবেশ পত্র	Agenda	আলোচ্য- সূচি
Affidavit	শপথনামা / হলফনামা	Ad-hoc	অনানুষ্ঠানিক / তদর্থক
Adult education	বয়স্ক শিক্ষা	Air-conditioned	শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
Acting	ভারপ্রাপ্ত / অস্থায়ী	Adviser	উপদেষ্টা
Academic year	শিক্ষাবর্ষ	Aid	সাহায্য
Address of welcome	অভিনন্দন পত্র বা সংবর্ধনা ভাষণ	Air-mail	বিমান- ডাক
Account	হিসাব	Admission	ভর্তি, প্রবেশ
Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত	Assembly	পরিষদ, সভা
Acknowledgement	প্রাপ্তিস্বীকার	Acting editor	ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
Administrator	প্রশাসক	Abbreviation	সংক্ষেপণ
Article	অনুচ্ছেদ	Auditor	হিসাবনিরীক্ষক
Articles	নিয়মাবলি / ধারা	Assembly house	সংসদ ভবন
Agreement	চুক্তি / সম্মতি / মতৈক্য	Accessories	সরঞ্জাম
Annexe	ক্রোড়পত্র	Apprentice	শিক্ষানবিস
Air hostess	বিমানবালা	Addenda	পরিশিষ্ট
Absconder	পলাতক/ফেরারি	Affiliation	অধিভুক্তি
Asylum	রাজনৈতিক আশ্রয়	Alliance	মৈত্রি জোট

B

Boyscout	ব্রতী বালক	Banker	ব্যাংক মালিক
Bearer	বাহক	Bail	জামিন
Biography	জীবনচরিত, জীবনী	Book-post	খোলা ডাক
Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত	Ballot-paper	ভোটপত্র
Basic	মৌলিক, মৌল	Bidder	নিলাম ডাকিয়ে
Basic pay	মূল বেতন	Break of study	অধ্যয়ন- বিরতি, শিক্ষা বিরতি
Background	পটভূমি	Brand	ছাপ, মার্কা
Bureau	সংস্থা	Bidding	নিলাম ডাক
Barter	বিনিময়	Bench	এজলাস
Bailee	জামিনদার	Bad coin	জাল মুদ্রা
Badge	তকমা	Banquet	ভোজসভা

Boycott	বর্জন	**Bourgeous**	বুর্জোয়া
Bulletin	জ্ঞাপনপত্র	**Brochure**	পুস্তিকা

C

Capital	পুঁজি, মূলধন	**Cable**	তার
Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ	**Chancellor**	আচার্য
Caption	শিরোনাম, পরিচিতি	**Cartoon**	ব্যঙ্গচিত্র
Campus	অঙ্গন / ক্যাম্পাস	**Code**	বিধি, সংকেত
Consumer goods	ভোগ্যপণ্য	**Copyright**	লেখস্বত্ব
Carbon di-oxide	অঙ্গারাম্লজান	**Calender**	ইস্ত্রি
Constitution	সংবিধান	**Care-taker**	তত্ত্বাবধায়ক
Catalogue	তালিকা, গ্রন্থতালিকা	**Coldstorage**	হিমাগার
Conduct	আচরণ	**Civil war**	গৃহযুদ্ধ
Calendar	পঞ্জিকা	**Cordon**	বেষ্টনী
Copy	প্রতিলিপি	**Conference**	সম্মেলন
Cease-fire	অস্ত্র- সংবরণ	**Consulate**	বাণিজ্য দূতালয়

D

Diplomat	কূটনীতিক	**Deed of gift**	দানপত্র
Deputation	প্রেষণ	**Dialect**	উপভাষা
Diagnosis	নিদান / রোগনির্ণয়	**Data**	উপাত্ত
Defence	প্রতিরক্ষা	**Deed**	দলিল
Donation	দান, অনুদান	**Diplomacy**	কূটনীতি
Demonstrator	প্রদর্শক	**Dowry**	যৌতুক
Donor	দাতা	**Deputy**	উপ- প্রতিনিধি
Dynamic	গতিশীল, গভীর	**Deputy Secretary**	উপ- সচিব
Detenu	রাজবন্দী	**Directorate**	পরিদপ্তর

E

Editor	**সম্পাদক**	Equat i on	**সমীকরণ**
Editorial	সম্পাদকীয়	Embar go	অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা
Edition	সংস্করণ	Exper t	বিশেষজ্ঞ
Enquiry	অনুসন্ধান, তদন্ত	Excuse	অজুহাত
Exchange	বিনিময়	Ex- of f i ci o	পদাধিকার বলে

F

File	**নথি**	**Fiction**	**কথাসাহিত্য**
Faculty	অনুষদ	**Fundamental**	মৌলিক / মৌল / মূল
Forecast	পূর্বাভাস	**Follow-up**	অনুসরণ করা

G

Gazetted	**ঘোষিত**	**Goodwill**	**সুনাম**
Global	বৈশ্বিক	Godown	গুদাম
Galaxy	ছায়াপথ	Green-room	সাজঘর
Geology	ভূতত্ত্ব	Gunny	চট

Green house	সবুজ বলয়	Gazette	ঘোষণাপত্র

H

Hostile	**বৈরী, প্রতিকূল**	**Home Ministry**	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
Hand bill	প্রচারপত্র	Hood	বোরখা, বোরকা
Hostage	জিম্মি	Hypocrisy	কপটতা, ভণ্ডামি
Headline	শিরোনাম	Hand-book	তথ্যপুস্তিকা

I

Interview	**সাক্ষাৎকার**	**Irrigation**	**সেচ**
Internal	অভ্যন্তরীণ	Immigrant	অভিবাসী
Index	নির্ঘণ্ট, নির্দেশক	Idiom	বাগধারা
Interim	অন্তর্বর্তীকালীন	Interpreter	দোভাষী

J

Just i ce	বিচারপতি	Judge	বিচারক

K

Key-word	**মূল- শব্দ**	**Key note**	**মূল ভাব, মূল সুর**

L

Leap-year	**অধিবর্ষ**	**Legend**	**কিংবদন্তি**
Literature	সাহিত্য	**Limited**	সীমিত, সীমাবদ্ধ
Lien	পূর্বস্বত্ব / লিয়েন	**Lock-up**	হাজত

M

Manuscript	**পাণ্ডুলিপি**	**Method**	**প্রণালি**
Mayor	মেয়র, পুরকর্তা	Memorandum	স্মারকলিপি
Manifesto	ইশতেহার	Mercury	পারদ
Millennium	সহস্রাব্দ	Medical College	চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

N

Nationality	**জাতীয়তা**	**Nationalisation**	**জাতীয়করণ / রাষ্ট্রীয়করণ**
National Assembly	জাতীয় পরিষদ	Notice Board	বিজ্ঞপ্তি ফলক
Note	মন্তব্য	Nursery	শিশুমালা / তরুশালা

O

Obedient	**অনুগত, বাধ্য**	**Occupation**	**বৃত্তি / পেশা / দখল**
Option	ইচ্ছা	Optional	ঐচ্ছিক
Office-bearer	কর্মচারী	Out-post	ফাঁড়ি

P

Passport	**ছাড়পত্র / পাসপোর্ট**	**Parliament**	**সংসদ**
Public	সরকারি লোক / জনসাধারণ	Publication	প্রকাশনা

Public works	গণপূর্ত	Pollution	দূষণ
Principle	তত্ত্ব / সূত্র / নীতি	Principal	অধ্যক্ষ / প্রধান
Para	অনুচ্ছেদ	Payee	প্রাপক
Pay-bill	বেতন- বিল / বেতন- পত্র	Philanthropist	লোকহিতৈষী

Q

Quarantine	**সঙ্গরোধ**		

R

Rank	**পদমর্যাদা**	**Registration**	**নিবন্ধন**
Republic	প্রজাতন্ত্র	Regiment	সৈন্যদল
Routine	রুটিন / নিত্যক্রম	Ratio	অনুপাত
Relation	সম্পর্ক		

S

Sanction	**অনুমোদন / মঞ্জুরি**	**Specialist**	**বিশেষজ্ঞ**
Salary	বেতন	**Secondary**	মাধ্যমিক
Sir	মহোদয় / জনাব / স্যার	**Sabotage**	অন্তর্ঘাত
Scale	মাপনী / স্কেল / ক্রম	**Secretary**	সচিব
Seizure	আটক/জব্দ	**Sediment**	তলানি

T

Termination	**অবসান**	**Theory**	**তত্ত্ব / সিদ্ধান্ত / সূত্র**
Telecommunication	টেলিযোগাযোগ		

U

Union	**সংঘ / ইউনিয়ন; সংযোগ**	**Urbanization**	**নগরায়ন**
Up-to-date	হালনাগাদ		

V

Valid	**বৈধ / সিদ্ধ / চালু**	**Vocation**	**বৃত্তি**
Venue	স্থান	Vehicle	যান / গাড়ি
Viva-voce	মৌখিক পরীক্ষা	Vacation	অবকাশ / ছুটি

W

Worship	**পূজা**	**White paper**	**শ্বেতপত্র**
Walk-out	সভাবর্জন / ওয়াক আউট		

X

X-ray	**রঞ্জনরশ্মি**		

Y

Year-Book	**বর্ষপঞ্জি**		

Z

Zoo	**চিড়িয়াখানা**	**Zone**	**অঞ্চল; বলয় / মণ্ডল**

সমার্থক শব্দ:

সমার্থক শব্দ: সমার্থক শব্দে ভালো দক্ষতার জন্যে বাংলা শব্দের গঠনগত দিকের (মৌলিক ও সাধিত শব্দ) উপর ভালো দখল রাখুন। তাহলে অনেক সাধিত শব্দের অর্থ নির্ণয়ে আপনি দক্ষ হয়ে উঠবেন।যেমন- 'ভূ' অর্থ – পৃথিবী। কিন্তু ভূ +তল = পৃথিবীর পৃষ্ঠ অর্থাৎ মাটি। ' কর' অর্থ আলো। সুতরাং 'দিবাকর 'মানে দিনে কর দেয় যে অর্থাৎ 'সূর্য'। আবার, 'কর'- এর আগে 'নিশা' (রাত) বসলে (নিশাকর) বুঝায় – নিশিতে কর দেয় যে অর্থাৎ চাঁদ।

#পৃথিবী: * * ধর +আ, ণী, ইত্রী = পৃথিবী (অর্থাৎ – ধরা, ধরণী, ধরিত্রী)।
* * ভূ (পৃথিবী)+মণ্ডল/লোক =পৃথিবী। (অর্থাৎ – ভূ, ভূমণ্ডল, ভূলোক)।
* * বসু +ধা, মতী, ন্ধরা = পৃথিবী (অর্থাৎ – বসুধা, বসুমতী, বসুন্ধরা)।
*** * অখিলপৃথ্বী অবনীর মেয়ে উর্বী, মহী ও মেদিনীকে নিয়ে বসুন্ধরা সিটিতে গেল।**
উপরের বাক্যের, অখিল, পৃথ্বী, অবনী, উর্বী, মহী, মেদিনী পৃথিবীর সমার্থক শব্দ।

#সূর্য * * তপনআদিত্য ও ভানুরবি আফতাবের সাথে সবিতার বিয়ে দিতে ফুল আনতে ভাস্কর, দিবাকর, প্রভাকর, বিভাকর ও বিভাবসুকে অর্কের বন্ধু মার্তণ্ডের কাছে পাঠালো।
উপরের বাক্যে- তপন, আদিত্য, ভানু, রবি, আফতাব, সবিতা, ভাস্কর,
দিবাকর, প্রভাকর, বিভাকর, বিভাবসু, অর্ক, মার্তণ্ড সূর্যের প্রতিশব্দ।
* * মিহির, অরুণ।
* * দিনমণি, দিনেশ, দিননাথ।
* * পুষা, অর্ঘমা, অংশুমালী, কিরণমালী এগুলোও সূর্যের প্রতিশব্দ।

#চাঁদ * * শশাঙ্কশশী বিধুচন্দ্রকে হত্যা করতে সোমবারে কুমুদনাথ মৃগাঙ্ক ও সুধানিধিকে সুধাংশু, হিমাংশু ও শীতাংশুর বাড়িতে পাঠালো।
* * উপরের বাক্যের – শশাঙ্ক, শশী, বিধু, চন্দ্র, সোম, কুমুদনাথ, মৃগাঙ্ক, সুধানিধি, সুধাংশু, হিমাংশু শীতাংশু চন্দ্রের প্রতিশব্দ।
* * নিশা + পতি, কান্ত = চন্দ্র
* * কলা + ধর, নিধি, ভৃৎ = চন্দ্র
* * হিমকর, চন্দ্রমা এগুলোও চন্দ্রের প্রতিশব্দ।

#পুত্র: নন্দনের তিন ছেলে তনয় সুত ও সূনু।
* * উপরের বাক্যের – নন্দন, ছেলে, তনয়, সুত ও সূনু – পুত্রের প্রতিশব্দ।
* * দুলাল, আত্মজ, অঙ্গজ - এগুলোও পুত্রের প্রতিশব্দ।

#কন্যা: পুত্রের প্রতিশব্দগুলোকে স্ত্রীবাচক করলেই সহজে কন্যার সমার্থক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন –
নন্দন – নন্দিনী, ছেলে – মেয়ে, তনয় – তনয়া, সুত – সুতা, দুলাল- দুলালী, আত্মজ – আত্মজা, * দুহিতা – কন্যার প্রতিশব্দ।

 # স্বামী : দয়িতনাথ কান্তের স্বামী।
* * উপরের বাক্যের – দয়িত, নাথ, কান্ত – এগুলো স্বামীর প্রতিশব্দ।

 # স্ত্রী: কলত্রদারের ভার্যাপত্নী 'বনিতা' অর্ধাঙ্গিনী না হয়ে সহধর্মিণী হতে চায়।
* * উপরের বাক্যের – কলত্র, দার, ভার্যা, পত্নী, বনিতা, অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিণী হল স্ত্রীর প্রতিশব্দ।
* * 'কান্ত' অর্থ স্বামী হলে 'কান্তা' স্ত্রী হবে।অর্থাৎ –
কান্ত (স্বামী) – কান্তা (স্ত্রী)।

 # নারী :সীমন্তিনী অঙ্গনা রামা বামাকে কামিনী ও ভামিনীর কাছে পাঠালো।

* * উপরের বাক্যে – সীমন্তিনী, অঙ্গনা, রামা, বামা, কামিনী ও ভামিনী হল নারীর প্রতিশব্দ।

* * স্ত্রীজাতি, অবলা, ললনা, মহিলা রমণী – এগুলো আমাদের জানাশুনা নারীর প্রতিশব্দ।

#রাজা: * * পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রতিশব্দের সাথে 'পতি(প)/পাল/নাথ/ইন্দ্র/ঈশ শব্দ যুক্ত হলে 'রাজা'র প্রতিশব্দ হয়।

যেমন –

ভূ +পতি = ভূপতি (রাজা),

ভূ +প =ভূপ (রাজা)

ভূ + পাল =ভূপাল (রাজা),

ক্ষিতি + পতি = ক্ষিতিপতি (রাজা),

ক্ষিতি + প =ক্ষিতিপ (রাজা),

মহী +পাল =মহীপাল (রাজা),

রাজ্য + পাল =রাজ্যপাল (রাজা),

মহী + নাথ =মহীনাথ (রাজা),

মহী + প =মহীপ(রাজা),

মহী + ইন্দ্র =মহীন্দ্র (রাজা),

ক্ষিতি + ঈশ=ক্ষিতীশ (রাজা)

*** * 'নর / নৃ' – এর পরে পতি(প)/পাল/ইন্দ্র/ঈশ যুক্ত হলেও 'রাজা'র প্রতিশব্দ হয়।** যেমন –

নৃপতি, নৃপ, নৃপেন্দ্র, নরপতি, নরেন্দ্র, নরেশ - এগুলোও রাজার প্রতিশব্দ।

* * বাদশা, সম্রাট – আমাদের খুবই পরিচিত দুটো রাজার প্রতিশব্দ।

 # কোকিল : বসন্তদূত কোকিল অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট ও পরপুষ্ট কলকণ্ঠকে মধুসখার মধুস্বর ও পিক খাওয়াইয়ে পরভৃত করে।

* * উপরের বাক্যের – বসন্তদূত, অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, মধুসখা, মধুস্বর, পিক ও পরভৃত হল কোকিলের প্রতিশব্দ।

* * অন্য, কাক, পর + পুষ্ট = অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট (কোকিল)।

* * মধু +সখা, স্বর =মধুসখা, মধুস্বর (কোকিল)।

* * এছাড়াও কলকণ্ঠ, পিক, পরভৃত।

 # কাক : বায়স কাককে পরভৃৎ করে।

* * উপরের বাক্যের – বায়স, পরভৃৎ কাকের প্রতিশব্দ।

বি.দ্র. পরভৃত = কোকিল কিন্তু পরভৃৎ= কাক।

 # কবুতর : কপোত ও পায়রা কবুতরের প্রতিশব্দ।

* * উপরের বাক্যের – কপোত, পায়রা কবুতরের প্রতিশব্দ।

 # পাখি: তিন ভাই বিহগ, বিহঙ্গ ও বিহঙ্গম প্রতিবেশী পতত্রী, দ্বিজ ও অণ্ডজকে বিখ্যাত দুই গরু(ড়) খগ ও খেচরকে দেখাতে পক্ষীসহ বনে নিয়ে গেল।

* * উপরের বাক্যের – বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, পতত্রী, দ্বিজ, অণ্ডজ, গরুড়, খগ, খেচর, পক্ষী হল পাখির প্রতিশব্দ।

#ভ্রমর : * * মধু + প, কর, লেহ, লিট, ভৃৎ, মক্ষিকা = মৌমাছি।

অর্থাৎ, মধুপ, মধুকর, মধুলেহ, মধুলিট, মধুভৃৎ, মধুমক্ষিকা হল মৌমাছির প্রতিশব্দ।

*** * ষটপদ ভৃঙ্গ দ্বিরেফ শিলীমুখ অলিকে ভ্রমর বা ভোমরার কাছে নিল।**

* * উপরের বাক্যের – ষটপদ, ভৃঙ্গ, দ্বিরেফ, শিলীমুখ, অলি, ভ্রমর ও ভোমরা হল মৌমাছির প্রতিশব্দ।

#গরু গো :, গাভী, ধেনু, পয়স্বিনী।

 # ঘোড়া : ঘোটক অশ্বের সাথে বাজী ধরে তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম হয়।
* * উপরের বাক্যের – ঘোটক, অশ্ব, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম ও হয় → ঘোড়ার প্রতিশব্দ।

 # সিংহ : পশুরাজ মৃগরাজ মৃগেন্দ্র হর্যক্ষ হরির মেয়ে কেশরীকে বিয়ে করে।
* * উপরের বাক্যের – পশুরাজ, মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র, হর্যক্ষ, হরি, কেশরী হল সিংহের প্রতিশব্দ।
 # হাতি : দ্বিরদের ছেলে করীগজকে বারণ করার পরেও দন্তীর মেয়ে হস্তীকে দেখতে জনহীন দ্বিপ মাতঙ্গকুঞ্জরে গেল।
* * উপরের বাক্যের – দ্বিরদ, করী, গজ, বারণ, দন্তী, হস্তী, দ্বিপ, মাতঙ্গ, কুঞ্জর হল হস্তী বা হাতির প্রতিশব্দ।
 # হরিণ : শম্বর, মৃগ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, সারঙ্গ, সুনয়ন।

 # সাপ : তিন বোন নাগ, উরগ ও পন্নগ কাকোদরের অন্য তিন ভাই ভুজগ, ভুজঙ্গ ও ভুজঙ্গমকে পেতে অহিনাগের কাছে যায়।
* * উপরের বাক্যের – নাগ, উরগ, পন্নগ, কাকোদর, ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, অহি, নাগ হল সাপের প্রতিশব্দ।
* * এছাড়াও আমাদের পরিচিত – সর্প, আশীবিশ, ফণী, ফণাধর, ফণধর , বিষধর, বায়ুভুক হল সাপের প্রতিশব্দ।

#ময়ূর : কলাপীর চার মেয়ে কেকা, কেকী, শিখী ও শিখণ্ডী।
এ বাক্যের – কলাপী, কেকা, কেকী, শিখী, শিখণ্ডী হল ময়ূরের প্রতিশব্দ। এছাড়াও ‘বর্হী’ও ময়ূরের প্রতিশব্দ।

সমার্থক শব্দের তালিকা:

অগ্নি*	**অনল, পাবক, আগুন, দহন, সর্বভুক, শিখা, হুতাশন, বহ্নি, বৈশ্বানর, কৃশানু, বিভাবসু, সর্বশুচি**
অন্ধকার	আঁধার, তমঃ, তমিস্রা, তিমির, আন্ধার, তমস্র, তম
আকাশ*	আসমান, অম্বর, গগন, নভোঃ, নভোমণ্ডল, খগ, ব্যোম, অন্তরীক্ষ
আলোক*	আলো, জ্যোতি, কিরণ, দীপ্তি, প্রভা
ইচ্ছা*	আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, অভিরুচি, অভিপ্রায়, আগ্রহ, স্পৃহা, কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, ঈপ্সা, ঈহা
কপাল*	ললাট, ভাল, ভাগ্য, অদৃষ্ট, নিয়তি, অলিক
কোকিল*	পরভৃত, পিক, বসন্তদূত
কন্যা	মেয়ে, দুহিতা, দুলালী, আত্মজা, নন্দিনী, পুত্রী, সূতা, তনয়া
গরু	গো, গাভী, ধেনু
ঘোড়া	অশ্ব, ঘোটক, তুরগ, বাজি, হয়, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম
ঘর	গৃহ, আলয়, নিবাস, আবাস, আশ্রয়, নিলয়, নিকেতন, ভবন, সদন, বাড়ি, বাটী, বাসস্থান
চক্ষু	চোখ, আঁখি, অক্ষি, লোচন, নেত্র, নয়ন, দর্শনেন্দ্রিয়
চন্দ্র*	চাঁদ, চন্দ্রমা, শশী, শশধর, শশাঙ্ক, শুধাংশু, হিমাংশু, সুধাকর, সুধাংশু, হিমাংশু, সোম, বিধু, ইন্দু, নিশাকর, নিশাকান্ত, মৃগাঙ্ক, রজনীকান্ত
চুল	চিকুর, কুন্তল, কেশ, অলক,
জননী	মা, মাতা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী,

দিন	দিবা, দিবস, দিনমান
দেবতা	অমর, দেব, সুর, ত্রিদশ, অমর, অজর, ঠাকুর
দ্বন্দ্ব	বিরোধ, ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ
তীর	কূল, তট, পাড়, সৈকত, পুলিন, ধার, কিনারা
নারী	রমণী, কামিনী, মহিলা, স্ত্রী, অবলা, স্ত্রীলোক, অঙ্গনা, ভাসিনী, ললনা, কান্তা, পত্নী, সীমন্তনী
নদী*	তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, স্রোতস্বিনী, গাঙ, স্বরিৎ, নির্ঝরিনী, কল্লোলিনী
নৌকা	নাও, তরণী, জলযান, তরী
পণ্ডিত	বিদ্বান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ
পদ্ম*	কমল, উৎপল, সরোজ, পঙ্কজ, নলিন, শতদল, রাজীব, কোকনদ, কুবলয়, পুণ্ডরীক, অরবিন্দ, ইন্দীবর, পুষ্কর, তামরস, মৃণাল, সরসিজ, কুমুদ
পৃথিবী*	ধরা, ধরিত্রী, ধরণী, অবনী, মেদিনী, পৃ, পৃথ্বী, ভূ, বসুধা, বসুন্ধরা, জাহান, জগৎ, দুনিয়া, ভূবন, বিশ্ব, ভূ- মণ্ডল
পর্বত*	শৈল, গিরি, পাহাড়, অচল, অটল, অদ্রি, চূড়া, ভূধর, নগ, শৃঙ্গী, শৃঙ্গধর, মহীধর, মহীন্দ্র
পানি	জল, বারি, সলিল, উদক, অম্বু, নীর, পয়ঃ, তোয়, অপ, জীবন, পানীয়
পুত্র	তনয়, সুত, আত্মজ, ছেলে, নন্দন
পত্নী	জায়া, ভার্যা, ভামিনী, স্ত্রী, অর্ধাঙ্গী, সহধর্মিণী, বউ, দারা, বনিতা, কলত্র, গৃহিণী, গিন্নী
পাখি*	পক্ষী, খেচর, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, পতত্রী, খগ, অণ্ডজ, শকুন্ত, দ্বিজ
ফুল	পুষ্প, কুসুম, প্রসূন, রঙ্গন
বৃক্ষ	গাছ, শাখী, বিটপী, অটবি, দ্রুম, মহীরুহ, তরু, পাদপ
বন	অরণ্য, জঙ্গল, কানন, বিপিণ, কুঞ্জ, কান্তার, অটবি, বনানী, গহন
বায়ু*	বাতাস, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীর, সমীরণ, মারুত, গন্ধবহ
বিদ্যুত*	বিজলী, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, দামিনী, অচিরপ্রভা, শম্পা
মানুষ	মানব, মনুষ্য, লোক, জন, নৃ, নর,
মাটি	ক্ষিতি, মৃত্তিকা,
মেঘ*	জলধর, জীমূত, বারিদ, নীরদ, পয়োদ, ঘন, অম্বুদ, তায়দ, পয়োধর, বলাহক, তোয়ধর
রাজা	নরপতি, নৃপতি, ভূপতি, বাদশাহ
রাত	রাত্রি, রজনী, নিশি, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশা, নিশিথিনী, ক্ষণদা, ত্রিযামা
শরীর	দেহ, বিগ্রহ, কায়, কলেবর, গা, গাত্র, তনু, অঙ্গ, অবয়ব
সর্প*	সাপ, অহি, আশীবিষ, উরহ, নাগ, নাগিনী, ভুজঙ্গ, ভুজগ, ভুজঙ্গম, সরীসৃপ, ফণী, ফণাধর, বিষধর, বায়ুভুক
স্ত্রী	পত্নী, জায়া, সহধর্মিণী, ভার্যা, বেগম, বিবি, বধূ,
স্বর্ণ	সোনা, কনক, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেম, হিরণ্য, হিরণ
স্বর্গ	দেবলোক, দ্যুলোক, বেহেশত, সুরলোক, দ্যু, ত্রিদশালয়, ইন্দ্রালয়, দিব্যলোক, জান্নাত
সাহসী	অভীক, নির্ভীক,
সাগর*	সমুদ্র, সিন্ধু, অর্ণব, জলধি, জলনিধি, বারিধি, পারাবার, রত্নাকর, বরুণ, দরিয়া, পারাবার, বারীন্দ্র, পাথার, বারীশ, পয়োনিধি, তোয়ধি, বারিনিধি, অম্বুধি

Written By: Mozahidul Islam, fb: Dream-Catcher Mozahid, My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

সূর্য*	রবি, সবিতা, দিবাকর, দিনমনি, দিননাথ, দিবাবসু, অর্ক, ভানু, তপন, আদিত্য, ভাস্কর, মার্তণ্ড, অংশু, প্রভাকর, কিরণমালী, অরুণ, মিহির, পুষা, সূর, মিত্র, দিনপতি, বালকি, অর্ষমা
হাত*	কর, বাহু, ভুজ, হস্ত, পাণি
হস্তী*	হাতি, করী, দন্তী, মাতঙ্গ, গজ, ঐরাবত, দ্বিপ, দ্বিরদ, বারণ, কুঞ্জর, নাগ
ঢেউ*	তরঙ্গ, ঊর্মি, লহরী, বীচি, মওজ

বিপরীতার্থক শব্দ:

Part- 1:

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	উতকৃষ্ট	অপকৃষ্ট	তরুণ	প্রবীণ
অনুলোম	প্রতিলোম	উপসর্গ	অনুসর্গ	তিক্ত	মধুর
অনুজ	অগ্রজ	উপগত	অপগত	ত্যাগ	ভোগ
অন্তর	বাহির	উদ্ধত	বিনীত	ত্বরা	বিলম্ব
অপকার	উপকার	উত্তরণ	অবতরণ	তিমির	আলোক
অমৃত	বিষ , গরল	উদার	সংকীর্ণ	তরল	কঠিন
অনুরক্ত	বিরক্ত	ঋজু	বক্র	তিরস্কার	পুরস্কার
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	ঊর্ধ্ব	অধঃ	তৃপ্তি	অতৃপ্তি
অনুকূল	প্রতিকূল	ঊষা	সন্ধ্যা	তাপ	শৈত্য
অনুরাগ	বিরাগ	ঊর্ধ্বগামী	নিম্নগামী	তস্কর	সাধু
অণু	বৃহত্	একাল	সেকাল	তেজি	মেদা , মন্দা
অন্ত্য	আদ্য	এযুগ	সেযুগ	তারুণ্য	বার্ধক্য
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	একমত	দ্বিমত	তেজ	নিস্তেজ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	এপিঠ	ওপিঠ	তীব্র	লঘু
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	ঐহিক	পারত্রিক	তামসিক	রাজসিক
অর্থ	অনর্থ	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক	থামা	চলা
অনির্বাণ	নির্বাণ	এঁড়ে	বকনা	দান	গ্রহণ , প্রতিদান
অধিত্যকা	উপত্যকা	ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য	দাস	প্রভু
অবিরল	বিরল	ঐক্য	অনৈক্য/বিভেদ	দীন	ধনী
অসীম	সসীম	ঔদ্ধত্য	বিনয়	দুরন্ত	শান্ত
অধম	উত্তম	ঔদার্য	কার্পণ্য	দ্রুত	হ্রস্ব
অলস	পরিশ্রমী	কুটিল	সরল	দরদি	নির্দয়
অর্বাচীন	প্রাচীন	কৃত্রিম	স্বাভাবিক	দাস	প্রভু
অর্জন	বর্জন	কৃপণ	বদান্য	দুঃখ	সুখ
অর্পণ	গ্রহণ	কুতসিত	সুন্দর	দুর্বার	নির্বার
অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়	কৃষ্ণ	শুক্ল , শুভ্র	দৃশ্য	অদৃশ্য
অলীক	সত্য	কোমল	কঠিন/কর্কশ	দুশমন	দোস্ত
অম্ল	মধুর	কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন	দুর্লভ	সুলভ

অগ্র	পশ্চাত্	কুতসা	প্রশংসা	দেনা	পাওনা
অভ্যাস	অনভ্যাস	করাল	সৌম্য	দুস্কৃতি	সুকৃতি
অপরাধ	নিরপরাধ	কপট	অকপট	দুল্যোক	ভুলোক
অগ্রগামী	পশ্চাতগামী	কেজো	অকেজো	দিন	রাত
অনশন	অশন	কৃশ	স্থুল	দূর	নিকট
অন্ধকার	আলোক	কনিষ্ঠ	জোষ্ঠ	দৃষ্টি	অদৃষ্টি
অবনত	উন্নত	কর্কশ	কোমল	ধবল	কৃষ্ণ
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	কাজ	অকাজ	ধীর	অধীর
আকুঞ্চন	বিকুঞ্চন , প্রসারণ	কান্না	হাসি	ধনী	গরিবনির্ধন/
আগম	লোপ	ক্রয়	বিক্রয়	ধর্ম	অধর্ম
আদর	ঘৃণা	ক্রোধ	প্রীতি	ধূর্ত	সাধু
আদ্য	অন্ত্য	ক্ষীণ	পুষ্ট	নম্র	উদ্ধত
আপত্তি	সম্মতি	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু	নাগর	গ্রাম্য
আবহন	বিসর্জন	ক্ষিপ্ত	শান্ত	নাস্তিক	আস্তিক
আবির্ভাব	তিরোভাব	ক্ষয়	বৃদ্ধি	নিত্য	নৈমিত্তিক
আশু	বিলম্ব	ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান	নিষেধ	বিধি
আশ্লেষ	বিশ্লেষ	ক্ষুদ্র	বৃহত্	নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস
আসক্ত	বিরক্ত	খোলা	ঢাকা	নীরস	সরস
আগমন	নির্গমন/প্রত্যাগমন	খ্যাতি	অখ্যাতি	নতুন	পুরাতন
আলোক	অন্ধকার	খাতক	মহাজন	নিরাকার	সাকার
আশা	নিরাশা	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	নিন্দা	স্তুতি
আচার	অনাচার	গাম্ভীর্য	চাপল্য	নিরক্ষর	সাক্ষর
আত্মীয়	অনাত্মীয়	গুপ্ত	ব্যাপ্ত , প্রকাশিত	নির্লজ্জ	সলজ্জ
আবশ্যক	অনাবশ্যক	গোপন	প্রকাশ	নগণ্য	গণ্য
আবিল	অনাবিল	গরল	অমৃত	নিরর্থক	সার্থক
আস্থা	অনাস্থা	গ্রহণ	বর্জন	নরম	কঠিন
আস্তিক	নাস্তিক	গৌরব	লাঘব	ন্যূন	অধিক
আঁঠি	শাঁস	গ্রাম্য	নাগরিক , শহুরে	নিদ্রা	জাগরণ
আদান	প্রদান	গুরু	লঘু	নগর	গ্রাম
আমদানি	রপ্তানি	গৃহী	সন্ন্যাসী	নির্মল	মলিনপঙ্কিল/
আয়	ব্যয়	গঞ্জনা	প্রশংসা	নিন্দুক	স্তাবক
আর্ত	দরিদ্র	গৌণ	মুখ্য	নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
আলসে	কর্মঠ	গ্রহীতা	দাতা	নশ্বর	শাশ্বত
আকাশ	পাতাল	গুরু	শিষ্য	নিরত	বিরত
আরোহণ	অবতরণ	ঘাত	প্রতিঘাত	নশ্বর	অবিনশ্বর
আলস্য	শ্রম	ঘোলা	স্বচ্ছ	নির্দয়	সদয়
আর্দ্র	শুষ্ক	ঘন	তরল	পঁচা	টাটকা , তাজা
আটক	ছাড়	ঘরে	বাইরে	পন্ড	সফল
আবদ্ধ	মুক্ত	চঞ্চল	স্থির	পন্ডিত	মূর্খ
আগ্রহ	উপেক্ষা	চড়াই	উতরাই	পর	স্ব , আত্ম

আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	চেতন	জড়	পশ্চাত্	সম্মুখ
আকস্মিক	চিরন্তন	চোর	সাধু	পাপী	পুণ্যাত্মা , পুণ্যবান
আবৃত	অনাবৃত	চতুর	নির্বোধ	পাশ্চাত্য	প্রাচ্য
আসামি	বাদী	চোখা	ভোঁতা	প্রফুল্ল	ম্লান
আগম	নির্গম	চেনা	অচেনা	প্রবল	দুর্বল
ইহ	পরত্র	চয়	অপচয়	প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
ইতর	ভদ্র	চক্ষুষ্মান	অন্ধ	পরিশ্রমী	অলস
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ছাড়া	ধরা	পতি	পত্নী
ইষ্ট	অনিষ্ট	জঙ্গম	স্থাবর	প্রসন্ন	বিষণ্ন
ইহকাল	পরকাল	জরা	যৌবন	পুরোভাগ	পশ্চাদ্ভাগ
ঈষত্	অধিক	জয়	পরাজয়	পটু	অপটু
ঈদৃশ	তাদৃশ	জ্বলন্ত	নিভন্ত	প্রাচ্য	পতীচ্য
ঈর্ষা	প্রীতি	জোয়ার	ভাটা	পদস্থ	নিম্নস্থ
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত	জন্ম	মৃত্যু	প্রতিযোগী	সহযোগী
উচ্চ	নীচ	জীবন	মরণ	পড়তি	উঠতি
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ	জানা	অজানা	প্রাচীন	অর্বাচীন
উত্থান	পতন	জড়	চেতন	প্রশস্তি	নিন্দা
উদয়	অস্ত	জাগরিত	নিদ্রিত	প্রবীণ	নবীন
উন্মুখ	বিমুখ	জাগ্রত	সুপ্ত	পরকীয়	স্বকীয়
উন্মীলন	নিমীলন	জীবিত	হত	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
উজান	ভাটি	জ্ঞানী	মূর্খ	পুর্ণিমা	অমাবস্যা
উক্ত	অনুক্ত	ঝানু	অপটু , অপক্ব	পুষ্ট	ক্ষীণ
উত্তম	অধম	ঝুনা	কাঁচা	পাপ	পুণ্য
উপরোধ	অনুরোধ	টাটকা	বাসি	প্রশ্ন	উত্তর
উপকার	অপকার	ঠেকা	জেতা	পারত্রিক	ঐহিক
উপস্থিত	অনুপস্থিত	ঠান্ডা	গরম	প্রভু	ভৃত্য
উগ্র	মৃদু /সৌম্য	ঠিক	বেঠিক	পালক	পালিত
উতকর্ষ	অপকর্ষ	ঠুনকা	মজবুত	প্রশস্ত	সংকীর্ণ
উহ্য	স্পষ্ট	ডুবন্ত	ভাসন্ত	প্রস্থান	আগমন
উজ্জ্বল	ম্লান	ডাগর	ছোট	প্রত্যাদেশ	আদেশ
উন্নতি	অবনতি	ঢেংগা	খাটো	ফলন্ত	অফলা , নিষ্ফলা
উপচয়	অপচয়	ঢোসা	হালকা	ফরসা	কালো

Part- 2:

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধুর	মসৃণ	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু	বন্ধু	শত্রু
বিরহ	মিলন	সার	অসার	বিবাদ	মিত্রতা
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	স্বর্গ	নরক	বন্ধন	মুক্তি
বৈরাগ্য	আসক্তি	সন্ধি	বিগ্রহ	বাদী	বিবাদী , প্রতিবাদী
বিষাদ	আনন্দ	সদাচার	কদাচার	বিশেষ	সামান্য
ব্যর্থ	সার্থক	সমাপ্ত	আরম্ভ	বিনীত	গর্বিত
ব্যষ্টি	সমষ্টি	সংকীর্ণ	প্রশস্ত	বিরল	বহুল
সরল	বক্র	স্পৃশ্য	অস্পৃশ্য	বিধি	নিষেধ

সমষ্টি	ব্যষ্টি	স্নিগ্ধ	রুক্ষ	বিপদ	সম্পদ
সঞ্চয়	অপচয়	সুশীল	দুঃশীল	বিষ	অমৃত
সুলভ	দুর্লভ	সুগম	দুর্গম	হাল	সাবেক
সার্থক	ব্যর্থ	সহযোগী	প্রতিযোগী	হৃদ্যতা	কপটতা
ব্যয়	সঞ্চয়	স্তুতি	নিন্দা	হরণ	পূরণ
বাধ্য	অবাধ্য	সুরভি	পুতি	ভোতা	ধারাল , তীক্ষ্ণ
বিরত	নিরত	সুশ্রী	বিশ্রী	ভীরু	সাহসী
বৃদ্ধি	লাঘব	সমক্ষ	পরোক্ষ	ভাটা	জোয়ার
বিজেতা	বিজিত	সাবধান	অসাবধান	ভয়	সাহস
বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ	হর্তা	ভর্তা	ভিতর	বাহির
বাচাল	স্বল্পভাষী	হৃষ্ট	বিষণ্ন	ভদ্র	ইতর
বিশ্লেষণ	সংশ্লেষণ	হরদম	কদাচিৎ	মজবুত	হালকা
ভন্ড	সাধু	হাল	সাবেক	মহৎ	ক্ষুদ্র
ভর্তি	উন , খালি	হৃদ্যতা	কপটতা	মান	অপমান
ভূত	ভবিষ্যৎ	সন্ধি	বিগ্রহ	মান্য	ঘৃণ্য
সম্পদ	বিপদ	মুখ্য	গৌণ	সমতল	অসমতলবন্ধুর/
সূক্ষ্ম	স্থুল	মৃদু	তীব্র	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
সৃষ্টি	সংহার	মৌন	মুখর	সার	অসার
সিত	কৃষ্ণ	মনোনীত	অমনোনীত	স্বর্গ	নরক
স্মরণ	বিস্মরণ	মিলন	বিরহ	সন্ধি	বিগ্রহ
স্বকীয়	পরকীয়	মিথ্যা	সত্য	সদাচার	কদাচার
স্বচ্ছ	ঘোলা	মধুর	কটু	সমাপ্ত	আরম্ভ
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	যশ	নিন্দা , অপযশ	সংকীর্ণ	প্রশস্ত
স্থির	চঞ্চল	যোগ	বিয়োগ	সরল	বক্র
স্থাবর	জঙ্গম	যতি	সংযতী	সমষ্টি	ব্যষ্টি
যোজক	প্রণালী	সঞ্চয়	অপচয়	লাঘব	গৌরব
রসিক	বেরসিক	সুলভ	দুর্লভ	লাভ	লোকসান
রাজা	প্রজা	সার্থক	ব্যর্থ	লক্ষ্য	অলক্ষ্য
রোষ	প্রসাদ	স্পৃশ্য	অস্পৃশ্য	লঘু	গুরু
রোগী	নীরোগ	স্নিগ্ধ	রুক্ষ	লাল	কাল
রুষ্ট	তুষ্ট	সুশীল	দুঃশীল	লব	হর
রিক্ত	পূর্ণ	সুগম	দুর্গম	লয়	সৃষ্টি
রুদ্ধ	মুক্ত	সহযোগী	প্রতিযোগী	লঘিষ্ঠ	গরিষ্ঠ
রম্য	কুৎসিত	স্তুতি	নিন্দা	লাজুক	নির্লজ্জ
রাগ	বিরাগ	সুরভি	পুতি	শত্রু	মিত্র
সুশ্রী	বিশ্রী	শীত	গ্রীষ্ম	শীতল	উষ্ণ
সমক্ষ	পরোক্ষ	শুক্ল	কৃষ্ণ	শক্ত	নরম
সাবধান	অসাবধান	শুন্য	পূর্ণ	শুখো	হাজা
হর্তা	ভর্তা	শোক	হর্ষ	শীর্ণ	স্থুল
হৃষ্ট	বিষণ্ন	শ্রী	বিশ্রী	শান্ত	দুরন্ত
হরদম	কদাচিৎ	শিষ্ট	অশিষ্ট	শঠ	সাধু
হাল	সাবেক	শিষ্য	গুরু	শ্রম	বিশ্রাম
হৃদ্যতা	কপটতা	শ্রদ্ধা	ঘৃণা	শ্বাস	প্রশ্বাস
হরণ	পূরণ	শুভ	অশুভ	সংক্ষেপ	বাহুল্য
সংযোগ	বিয়োগ	হত	জীবিত	হর্ষ	বিষাদ

ধ্বনি

ধ্বনি : কোন ভাষার উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম এককই হলো ধ্বনি। ভাষাকে বা ভাষার বাক প্রবাহকে বিশেলষণ করলে কতগুলো ক্ষুদ্রতম একক বা মৌলিক ধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন- অ, আ, ক্, খ্, ইত্যাদি।
ধ্বনি মূলত ২ প্রকার- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।
স্বরধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণের সময় মানুষ ফুসফুস থেকে কিছু বাতাস ছেড়ে দেয়। এবং সেই বাতাস ফুসফুস কণ্ঠনালী দিয়ে এসে মুখ দিয়ে বের হওয়ার পথে বিভিন্ন জায়গায় ধাক্কা খেয়ে বা বাঁক খেয়ে একেক ধ্বনি উচ্চারণ করে। যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় এই বাতাস কোথাও বাধা পায় না, বা ধাক্কা খায় না, তাদেরকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ইত্যাদি। এগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস ফুসফুস থেকে মুখের বাহিরে আসতে কোথাও ধাক্কা খায় না।
ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস মুখের বাহিরে আসার পথে কোথাও না কোথাও ধাক্কা খায়, বা বাধা পায়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন- ক্, খ্, গ্, ঘ্, ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস জিহবামূল বা কণ্ঠ্যে ধাক্কা খায়। তাই এগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি।
বর্ণ : বিভিন্ন ধ্বনিকে লেখার সময় বা নির্দেশ করার সময় যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বর্ণ বলে।
স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত বর্ণকে স্বরবর্ণ বলে।
ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।
হসন্ত বা হলন্ত ধ্বনি : আমরা যখন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করি, তখন তার শেষে একটি স্বরধ্বনি 'অ'- ও উচ্চারণ করি। যেমন, 'ক্' কে উচ্চারণ করি (ক্ + অ =) 'ক'। উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমরা এই কাজ করি। কিন্তু স্বরধ্বনি ছাড়া 'ক্' উচ্চারণ করলে সেটা প্রকাশ করার জন্য 'ক'- এর নিচে যে চিহ্ন (&) দেয়া হয়, তাকে বলে হস্ / হল চিহ্ন। আর যে ধ্বনির পরে এই চিহ্ন থাকে, তাকে বলে হসন্ত বা হলন্ত ধ্বনি। কোন বর্ণের নিচে এই চিহ্ন দেয়া হলে তাকে বলে হসন্ত বা হলন্ত বর্ণ।
বাংলা বর্ণমালা : বাংলা বর্ণমালায় বর্ণ আছে মোট ৫০টি। নিচে বর্ণমালা অন্যান্য তথ্য সহকারে দেয়া হলো-

												পূর্ণমাত্রা	অর্ধমাত্রা	মাত্রাহীন
স্বরবর্ণ	অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ*	ও	ঔ*	৬	১	৪
ব্যঞ্জন বর্ণ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ							২	২	১
	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ							৪	-	১
	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ							৪	১	-
	ত	থ	দ	ধ	ন							৩	২	-
	প	ফ	ব	ভ	ম							৪	১	-
	য	র	ল									৩	-	-
	শ	ষ	স	হ								৩	১	-
	ড়	ঢ়	য়	ৎ								৩	-	১
	ং ঃ		ঁ									-	-	৩
	মোট স্বরবর্ণ	**১১**	**মোট ব্যঞ্জনবর্ণ**	**৩৯**	**মোট বর্ণ**	**৫০**	**পূর্ণ, অর্ধ ও মাত্রাহীন বর্ণ**					**৩২**	**৮**	**১০**

* এই দুটি স্বরধ্বনিকে দ্বিস্বর বা যুগ্ম স্বরধ্বনি বলে। কারণ, এই দুটি মূলত ২টি স্বরধ্বনির মিশ্রণ। যেমন- অ+ই = ঐ, অ+উ = ঔ বা ও+উ = ঔ। অর্থাৎ, **বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি মূলত ৯টি।**

বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ; কার ও ফলা : প্রতিটি স্বরবর্ণ ও কিছু কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ দুটো রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, স্বাধীনভাবে শব্দের মাঝে ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক সময় অন্য কোন বর্ণে যুক্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত রূপে বা আশ্রিত রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'আ' বর্ণটি 'আমার' শব্দের স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার 'ম'- র সঙ্গে আশ্রিত হয়ে সংক্ষিপ্ত রূপেও (া) ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বরবর্ণের এই আশ্রিত সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে কার, আর ব্যঞ্জনবর্ণের আশ্রিত সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। উপরে 'আমার' শব্দে 'ম'- র সঙ্গে যুক্ত 'আ'- র সংক্ষিপ্ত রূপটিকে (া) বলা হয় আ- কার। এমনিভাবে ই- কার (w), ঈ- কার (x), উ- কার (y), ঊ- কার (~), ঋ- কার (ৃ), এ- কার (†), ঐ- কার (ˆ), ও- কার (ো), ঔ- কার (ৌ) কার। তবে 'অ' এর কোন কার নেই।
আবার আম্র শব্দে 'ম'- র সঙ্গে 'র' সংক্ষিপ্ত রূপে বা ফলা যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপটি (ª) র- ফলা। এরকম ম- ফলা (¨), ল- ফলা ( ), ব- ফলা (^), ইত্যাদি।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ:

যৌগিক স্বরধ্বনি : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে তারা উচ্চারণের সময় সাধারণত একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হলে মিলিত স্বরধ্বনিটিকে বলা হয় **যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর বা দ্বি- স্বর**।
বাংলা ভাষায় **যৌগিক স্বর মোট ২৫টি**। তবে **যৌগিক স্বরবর্ণ মাত্র ২টি- ঐ, ঔ**। অন্য যৌগিক স্বরধ্বনিগুলোর নিজস্ব প্রতীক বা বর্ণ নেই।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ:

উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
স্পর্শ ব্যঞ্জন : ক থেকে ম পর্যন্ত প্রথম ২৫ টি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সময় ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাস মুখগহবরের কোন না কোন জায়গা স্পর্শ করে যায়। এজন্য এই ২৫টি বর্ণকে বলা হয় স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় বা ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর বেশি থাকে, তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। আর যে ধ্বনিগুলোতে বাতাসের জোর কম থাকে, নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাদেরকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। ক, গ, চ, জ- এগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি। আর খ, ঘ, ছ, ঝ- এগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি।

ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, অর্থাৎ গলার মাঝখানের উঁচু অংশে হাত দিলে কম্পন অনুভূত হয়, তাদেরকে ঘোষ ধ্বনি বলে। আর যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাদেরকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন, ক, খ, চ, ছ- এগুলো অঘোষ ধ্বনি। আর গ, ঘ, জ, ঝ- এগুলো ঘোষ ধ্বনি।

উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি : শ, ষ, স, হ- এই চারটি ধ্বনি উচ্চারণের শেষে যতক্ষণ ইচ্ছা শ্বাস ধরে রাখা যায়, বা শিশ্ দেয়ার মতো করে উচ্চারণ করা যায়। এজন্য এই চারটি ধ্বনিকে বলা হয় উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি। এগুলোর মধ্যে শ, ষ, স- অঘোষ অল্পপ্রাণ, **হ- ঘোষ মহাপ্রাণ**।ঃ
ঃ (বিসর্গ) : **অঘোষ 'হ'- র উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনিই হলো 'ঃ'**। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়সূচক অব্যয়ের শেষে বিসর্গ ধ্বনি পাওয়া যায়। পদের মধ্যে 'ঃ' বর্ণটি থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জনের উচ্চারণ দুইবার হয়, কিন্তু 'ঃ' ধ্বনির উচ্চারণ হয় না।

কম্পনজাত ধ্বনি- র : 'র' ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহবার অগ্রভাগ কম্পিত হয়, বা কাঁপে এবং দন্তমূলকে কয়েকবার আঘাত করে 'র' উচ্চারিত হয়। এজন্য 'র'- কে বলা হয় কম্পনজাত ধ্বনি।

তাড়নজাত ধ্বনি- ড় ও ঢ় : 'ড়' ও 'ঢ়' উচ্চারণের সময় জিহবার অগ্রভাগের নিচের দিক বা তলদেশ ওপরের দাঁতের মাথায় বা দন্তমূলে দ্রচত আঘাত করে বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এদেরকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। মূলত 'ড' ও 'র' দ্রচত উচ্চারণ করলে যে মিলিত রূপ পাওয়া যায় তাই 'ড়' এর উচ্চারণ। একইভাবে 'ঢ়', 'ঢ' ও 'র'- এর মিলিত উচ্চারণ।

পার্শ্বিক ধ্বনি- ল : 'ল' উচ্চারণের সময় জিহবার অগ্রভাগ উপরের দাঁতের মাথায় বা দন্তমূলে ঠেকিয়ে জিহবার দু'পাশ দিয়ে বাতাস বের করে দেয়া হয়। দু'পাশ দিয়ে বাতাস বের হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।

আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- এদের উচ্চারণের সময় এবং ং, ঁ কোন ধ্বনির সঙ্গে থাকলে তাদের উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে বাতাস বের হওয়ার সময় কিছু বাতাস নাক দিয়ে বা নাসারন্ধ্র দিয়েও বের হয়। উচ্চারণ করতে নাক বা নাসিক্যের প্রয়োজন হয় বলে এগুলোকে বলা হয় আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি।

পরাশ্রয়ী বর্ণ : ং, ঃ, ঁ - এই ৩টি বর্ণ যে ধ্বনি নির্দেশ করে তারা কখনো স্বাধীন ধ্বনি হিসেবে শব্দে ব্যবহৃত হয় না। এই ধ্বনিগুলো অন্য ধ্বনি উচ্চারণের সময় সেই ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়। নির্দেশিত ধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত না হয়ে পরের উপর আশ্রয় করে উচ্চারিত হয় বলে এই বর্ণগুলোকে পরাশ্রয়ী বর্ণ বলে।

নিচে স্পর্শধ্বনির (ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি) একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা ছক আকারে দেয়া হলো-

		স্পর্শধ্বনি/ বর্গীয় ধ্বনি (বর্গগুলো এই পর্যন্ত সীমিত)								
নাম	উচ্চারণ প্রণালী	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য		অঘোষ	অঘোষ	ঘোষ
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ			অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	মহাপ্রাণ
ক- বর্গীয় ধ্বনি (কণ্ঠ্য ধ্বনি)	জিহবার গোড়া নরম তালুর পেছনের অংশ স্পর্শ করে	ক	খ	গ	ঘ	ঙ				
চ- বর্গীয় ধ্বনি (তালব্য ধ্বনি)	জিহবার অগ্রভাগ চ্যাপ্টা ভাবে তালুর সামনের দিকে ঘষা খায়	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	য য়	শ		
ট- বর্গীয় ধ্বনি(মূর্ধন্য ধ্বনি)	জিহবার অগ্রভাগ কিছুটা উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ স্পর্শ করে	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	র ড় ঢ়	ষ		
ত- বর্গীয় ধ্বনি (দন্ত্য ধ্বনি)	জিহবা সামনের দিকে এগিয়ে ওপরের দাঁতের পাটির	ত	থ	দ	ধ	ন	ল	স		

	গোড়া স্পর্শ করে									
প- বর্গীয় ধ্বনি (ওষ্ঠ্য ধ্বনি)	দুই ঠোঁট বা ওষ্ঠ ও অধর জোড়া লেগে উচ্চারিত হয়	প	ফ	ব	ভ	ম				
									ঃ	হ

- উল্লেখ্য, কণ্ঠ্য ধ্বনিকে জিহবামূলীয় এবং মূর্ধণ্য ধ্বনিকে দন্তমূল প্রতিবেষ্টিত ধ্বনিও বলে।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : য, র, ল, ব- এদেরকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয়। তবে অন্তঃস্থ 'ব' এখন আর বর্ণমালায় নেই, এবং এখন আর এটি শব্দে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। তবে ব্যাকরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত সন্ধিতে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তবর্ণ:

ক+ত = ক্ত	জ+ঞ = জ্ঞ	ত+ত = ত্ত	ন+থ = ন্থ	র+উ = রু	ষ+ম = ষ্ম	হ+উ = হু
ক+ষ = ক্ষ	ঞ+জ = ঞ্জ	ত+থ = ত্থ	ন+ধ = ন্ধ	র+ঊ = রূ	ষ+ণ = ষ্ণ	হ+ঋ = হৃ
ক+য = ক্য	ঞ+চ = ঞ্চ	ত+ম = ত্ম		র+ধ = র্ধ	স+র = স্র	হ+ব = হ্ব
ক+র = ক্র	ঞ+ছ = ঞ্ছ	ত+র = ত্র	ব+ধ = ব্ধ	ল+ল = ল্ল	স+ন = স্ন	হ+ণ = হ্ণ
গ+উ = গু	ট+ট = ট্ট	ত+র+উ = ত্রু	ভ+র = ভ্র		স+ব = স্ব	হ+ন = হ্ন
ঙ+গ = ঙ্গ	ণ+ড = ণ্ড	দ+য = দ্য	ভ+র+উ = ভ্রু	শ+উ = শু	স+ত = স্ত	হ+ম = হ্ম
ঙ+ক = ঙ্ক		দ+ম = দ্ম	ম+ব = ম্ব	শ+র+উ = শ্রু	স+য = স্য	
		দ+ধ = দ্ধ		শ+র+ঊ = শ্রূ	স+থ = স্থ	

ধ্বনি পরিবর্তন:

১. **আদি স্বরাগম** : শব্দের আদিতে বা শুরুতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলা হয় আদি স্বরাগম। যেমন, 'স্কুল' শব্দটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য শুরুতে 'ই' স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে 'ইস্কুল' হয়ে গেছে। এটি আদি স্বরাগম। এরকম- স্টেশন> ইস্টিশন, স্ট্যাবল> আস্তাবল, স্পর্ধা> আস্পর্ধা

২. **মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি** : শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনি আসলে তাকে বলে মধ্য স্বরাগম। যেমন, 'রত্ন' (র+অ+ত+ন+অ) শব্দের 'ত' ও 'ন'- র মাঝখানে একটি অ যুক্ত হয়ে হয়েছে 'রতন'। এটি মধ্য স্বরাগম। এরকম- ধর্ম> ধরম, স্বপ্ন> স্বপন, হর্ষ> হরষ, প্রীতি> পিরীতি, ক্লিপ> কিলিপ, ফিল্ম> ফিলিম, মুক্তা> মুকুতা, তুর্ক> তুরুক, ভ্রু> ভুরু, গ্রাম> গেরাম, প্রেক> পেরেক, স্রেফ> সেরেফ, শ্লোক> শোলোক, মুরগ> মুরোগ> মোরোগ,

৩. **অন্ত্যস্বরাগম** : শব্দের শেষে একটা অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসলে তাকে বলে অন্ত্যস্বরাগম। যেমন, 'দিশ্'- র সঙ্গে অতিরিক্ত 'আ' স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে হয়েছে 'দিশা'। এরকম- পোক্ত্> পোক্ত, বেঞ্চ> বেঞ্চি, সত্য> সত্যি

৪. **অপিনিহিতি** : পরের 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনি আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন, 'আজি (আ+জ+ই) শব্দের 'ই' আগে উচ্চারিত হয়ে হয়েছে 'আইজ'

(আ+ই+জ)। এরকম- সাধু> সাউধ, রাখিয়া> রাইখ্যা, বাক্য> বাইক্য, সত্য> সইত্য, চারি> চাইর, মারি> মাইর।

৫. অসমীকরণ : দুটো একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন, ধপ+ধপ> (মাঝখানে একটি অতিরিক্ত আ যোগ হয়ে) ধপাধপ। এরকম- টপ+টপ> টপাটপ

৬. স্বরসঙ্গতি : দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার্থে একটির প্রভাবে আরেকটি পরিবর্তিত হলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, 'দেশি' (দ+এ+শ+ই)> ('ই'- র প্রভাবে 'এ' পরিবর্তিত হয়ে 'ই' হয়ে) 'দিশি'। স্বরসঙ্গতি ৫ প্রকার-
ক. প্রগত :আগের স্বরধ্বনি অনুযায়ী পরের স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, মুলা> মুলো, শিকা> শিকে, তুলা> তুলো
খ.পরাগত : পরের স্বরধ্বনি অনুযায়ী আগের স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, আখো> আখুয়া> এখো, দেশি> দিশি
গ. মধ্যগত : অন্যান্য স্বরধ্বনির প্রভাবে মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, বিলাতি> বিলিতি
ঘ. অন্যোন্য : আগের ও পরের স্বরধ্বনি দুইয়ের প্রভাবে যদি দুইটি- ই পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, মোজা> মুজো
ঙ. চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি : গিলা> গেলা, মিলামিশা> মেলামেশা। মিঠা> মিঠে, ইচ্ছা> ইচ্ছে। মুড়া> মুড়ো, চুলা> চুলো। উড়ুনি> উড়নি, এখুনি> এখনি।

৭. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ : শব্দের মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ বলে। যেমন, 'বসতি' (ব+অ+স+অ+ত+ই)- র মাঝের 'অ' স্বরধ্বনি লোপ পেয়ে হয়েছে 'বস্তি' (ব+অ+স+ত+ই)। স্বরলোপ ৩ প্রকার-
ক. আদিস্বরলোপ : শব্দের শুরুর স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন, অলাবু> লাবু> লাউ, এড়ন্ড> ('এ' লোপ পেয়ে) রেড়ী, উদ্ধার> উধার> ধার।
খ. মধ্যস্বরলোপ : শব্দের মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে মধ্যস্বরাগম বলে। যেমন, অগুরু> অগ্রু, সুবর্ণ> স্বর্ণ
গ. অন্ত্যস্বরালোপ : শব্দের শেষের স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন, আশা> আশ, আজি> আজ, চারি> চার, সন্ধ্যা> সঞ্ঝা> সাঁঝ (স্বরলোপ স্বরাগম- এর বিপরীত প্রক্রিয়া।)

৮. ধ্বনি বিপর্যয় : শব্দের মধ্যবর্তী দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি অদলবদল হলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন, বাক্স> বাস্ক, রিক্সা> রিস্কা, পিশাচ> পিচাশ, লাফ> ফাল

৯. সমীভবন : (স্বরসঙ্গতির মতো, কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন হয়) দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন, 'জন্ম' (জ+অ+ন+ম+অ)- এর 'ন', 'ম'- র প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'জম্ম'। সমীভবন মূলত ৩ প্রকার-
ক. প্রগত সমীভবন : আগের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, চক্র> চক্ক, পক্ব> পক্ক, পদ্ম> পদ্দ, লগ্ন> লগ্গ
খ. পরাগত সমীভবন : পরের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে আগের ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, তৎ+জন্য> তজ্জন্য, তৎ+হিত> তদ্ধিত, উৎ+মুখ> উন্মুখ
গ. অন্যোন্য সমীভবন : পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি দুইয়ের প্রভাবে দু'টিই পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন, সত্য (সংস্কৃত)> সচ্চ (প্রাকৃত), বিদ্যা (সংস্কৃত)> বিজ্জা (প্রাকৃত)

১০. বিষমীভবন : পাশাপাশি একই ব্যঞ্জনধ্বনি দু'বার থাকলে তাদের একটি পরিবর্তিত হলে তাকে বিষমীভবন বলে। যেমন, শরীর> শরীল, লাল> নাল

১১. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা : শব্দের কোন ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হলে, অর্থাৎ দুইবার উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা বলে। মূলত জোর দেয়ার জন্য দ্বিত্ব ব্যঞ্জন হয়। যেমন, পাকা> পাক্কা, সকাল> সক্কাল

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : কোন ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন ব্যঞ্জনধ্বনি হলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন, কবাট> কপাট, ধোবা> ধোপা, ধাইমা> দাইমা

১৩. ব্যঞ্জনচ্যুতি : পাশাপাশি দুটি একই উচ্চারণের ব্যঞ্জন থাকলে তার একটি লোপ পেলে তাকে বলে ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমন, বউদিদি> বউদি, বড় দাদা> বড়দা,

১৪. অন্তর্হতি : কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন, ফাল্গুন> ফাগুন ('ল' লোপ), ফলাহার> ফলার, আলাহিদা> আলাদা

১৫. অভিশ্রুতি : যদি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় কোন স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়, এবং পরিবর্তিত স্বরধ্বনি তার আগের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে যায়, এবং সেই মিলিত স্বরধ্বনির প্রভাবে তার পরের স্বরধ্বনিও পরিবর্তিত হয়, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন, 'করিয়া' (ক+অ+র+ই+য়+আ) থেকে অপিনিহিতির মাধ্যমে (র+ই- এর আগে আরেকটা অতিরিক্ত 'ই' যোগ হয়ে) 'কইরিয়া' হলো। অর্থাৎ অন্য কোন প্রক্রিয়ায় 'ই' স্বরধ্বনিটির পরিবর্তন হলো। আবার 'কইরিয়া'- এর র+ই- এর 'ই' তার আগের 'ই'- র সঙ্গে মিলে গেলে হলো 'কইরয়া' বা 'কইরা'। এবার 'কইরা'- র 'ই' ও 'আ' পরিবর্তিত হয়ে হলো 'করে'। এটিই অভিশ্রুতি। এরকম, শুনিয়া> শুইনিয়া> শুইনা> শুনে, বলিয়া> বইলিয়া> বইলা> বলে, হাটুয়া> হাউটুয়া> হাউটা> হেটো, মাছুয়া> মাউছুয়া> মাউছা> মেছো ।

১৬. র- কার লোপ : (আধুনিক চলিত বাংলায় প্রচলিত) শব্দের 'র' ধ্বনি বা 'র- কার' লোপ পেয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হলে তাকে র- কার লোপ বলে। যেমন, তর্ক> তক্ক, করতে> কত্তে, মারল> মালল, করলাম> কল্লাম ।

১৭. হ- কার লোপ : (আধুনিক চলিত বাংলায় প্রচলিত) অনেক সময় দুইটি স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'হ' ধ্বনি বা 'হ- কার' লোপ পায়। একে হ- কার লোপ বলে। যেমন, 'গাহিল' (গ+আ+হ+ই+ল+অ)- এর 'আ' ও 'ই' স্বরধ্বনি দুটির মধ্যবর্তী 'হ' লোপ পেয়ে হয়েছে 'গাইল'। এরকম, পুরোহিত> পুরুত, চাহে> চায়, সাধু> সাহু> সাউ, আল্লাহ> আল্লা, শাহ> শা

১৮. অ- শ্রুতি ও ব- শ্রুতি : পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে, এবং সেই দুটি স্বরধ্বনি মিলে কোন যৌগিক স্বর তৈরি না করলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য মাঝে একটি অন্তঃস্থ 'য়' বা অন্তঃস্ত 'ব' উচ্চারিত হয়। একে অ- শ্রুতি ও ব- শ্রুতি বলে। যেমন, 'যা+আ', এখানে পরপর দুটি 'আ' স্বরধ্বনি আছে। দুটি যুক্ত হয়ে কোন যৌগিক স্বর তৈরি করছে না। তাই এখানে মাঝখানে একটি অন্তঃস্থ 'য়' উচ্চারিত হয়ে হবে 'যাওয়া'। এরকম, নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া।

শব্দ

শব্দ ভাষার ঐশ্বর্যময় সম্ভার। এই ঐশ্বর্যময় শব্দসম্ভারে অর্থবোধক শব্দই হচ্ছে বস্তু, ভাব বা অনুভূতির প্রতীক। এই প্রতীকের সাহায্যে রচিত হয় বাক্য। শব্দের অর্থ বৈচিত্র্যের জন্য তার রূপ ও রূপান্তর সাধন করা হয়। এভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার জন্য শব্দ তৈরী করার প্রক্রিয়াকে এক কথায় শব্দ গঠন বলা হয়।

অতএব, যেসব রীতিতে সাধিত শব্দ গঠিত হয় সেসব রীতিকে শব্দ গঠন রীতি বলে।

শব্দ গঠন:

বিভিন্ন ভাবে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার গড়ে উঠেছে। গঠন পদ্ধতির দিক থেকে প্রধানত ৪ ভাগে বাংলা শব্দ গঠিত হয়। যেমন:

ক. উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন,
খ. প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন,
গ. সমাসের মাধ্যমে শব্দ গঠন,
ঘ. সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন।

- **উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন:**

যেসব অব্যয় কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে সে শব্দগুলোর অর্থের প্রসার, সংকোচন বা নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে তাদের উপসর্গ বলে। উপসর্গ স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না এবং এগুলো নিজের কোন অর্থ প্রকাশ করতে পরে না। উপসর্গ অন্য শব্দের পূর্বে বসে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ প্রকাশ করে। যার জন্য একই উপসর্গ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। সে জন্য বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা ভাষার উপসর্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১. সংস্কৃত উপসর্গ, ২. খাঁটি বাংলা উপসর্গ এবং ৩. বিদেশী উপসর্গ।

১. সংস্কৃত উপসর্গঃ অনেক সংস্কৃত শব্দ পরিবর্তিত না হয়ে অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এগুলোকে সংস্কৃত উপসর্গ বলে। সংস্কৃত উপসর্গ মোট ২০টি। যথা: প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির, দুর, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ ইত্যাদি।

সংস্কৃত উপসর্গ যোগে শব্দ গঠনঃ

প্র	প্রকার, প্রগতি, প্রজন্ম, প্রণাম, প্রতাপ, প্রদক্ষিণ, প্রত্যেক, প্রকৃষ্ট, প্রয়োগ, প্রভাব ইত্যাদি।
পরা	পরাজয়, পরাভব, পরাধীন, পরাকাষ্ঠা, পরাগ, পরামর্শ, পরাজিত, পরাবর্তিত, পরাক্রম, পরাহত ইত্যাদি
অপ	অপকার, অপব্যয়, অপমৃত্যু, অপকর্ম, অপঘাত, অপরাত, অপগত, অপচয়, অপবাদ, অপলাপ, ইত্যাদি।
সম্	সম্মতি, সম্প্রতি, সম্ভাষণ, সংগীত, সংস্কার, সম্পদান, সংকেশ, সংগ্রহ, সঞ্চার, সংঙ্গা, সংবাদ, সম্মান ।
অনু	অনুসার, অনুপাত, অনুরাগ, অনুকার, অনুরোধ, অনুগ্রহ, অনুক্রম, অনুঙ্গা, অনুপাত, অনুমান, অনুবাদ।
অব	অবস্থা. অবতার, অবদান, অবগত, অবনত, অবলম্বন, অবসর, অবজ্ঞা, অবরোধ, অবকাশ, অবহেলা।
নির	রিপরাধ, নিরন্তন, নিরভিমান, নিরতিশয়, নির্গম, নির্দেশ, নির্দয়, নির্জন, নির্মল, নির্ভয়,

	নির্ণয় ইত্যাদি।
দুর	দুর্জয়, দুর্ভাগ্য, দুর্লভ, দুর্জন, দুরাশা, দুর্ভিক্ষ, দুর্দিন, দুর্ব্যবহার, দুর্গম, দুর্গতি, দুর্বার, দুর্নীতি ইত্যাদি।
অভি	অভিমুখ, অভুত্থান, অভিযোগ, অভিসার, অভিশাপ, অভিনয়, অভিধান, অভিভূত ইত্যাদি।
বি	বিয়োগ, বিজয়, বিজন, বিনয়, বিষম, বিস্মৃত, বিখ্যাত, বিতৃষ্ণা, বিকাশ, বিগ্রহ, বিচার, বিধান।
অধি	অধিপতি, অধীশ্বর, অধিগত, অধ্যাত্ম, অধ্যাস, অধিষ্ঠান, অধিনায়ক, অধিকার, অধিবাস, অধিবেশন।
সু	সুন্দর, সুচারু, সুপেয়, সুশ্রী, সুকোমল, সুফলা, সুনাম, সুগম, সুতীক্ষè, সুস্থ, সুভা, সুভাষ, সুলভ, সুদিন।
উৎ	উৎকন্ঠা, উৎকর্ণ, উৎসর্গ, উৎপাদন, উৎকর্ষ, উৎকোচ, উৎক্ষেপ, উদ্দেশ্য, উৎপন্ন, উৎসব, উচ্চারণ।
অতি	অতিমানব, অতিক্রম, অতিকায়, অত্যল্প, অতীন্দ্রিয়, অত্যাচার, অতিশয়, অত্যন্ত, অতিরিক্ত ইত্যাদি।
নি	নিকৃষ্ট, নিবৃত্তিনিবাস, নির্গম, নিশ্চয়, নিবারণ, নিরোগ, নিকট, নিমজ্জন, নিচয়, নিদান, নিপাত, নিয়োগ ।
প্রতি	প্রতিকার, প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া, প্রতীক্ষা, প্রতিনিধি, প্রতীক, প্রতিফল, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ইত্যাদি।
পরি	পরিধান, পরিহাস, পরিণত, পরিচয়, পরিপূর্ণ, পরিপাক, পরিবর্তন, পরিশিষ্ট, পরিণাম ইত্যাদি।
অপি	অপিনিহিতি, অপিধান, অপিনদ্ধ, অপিচ ইত্যাদি।
উপ	উপকথা, উপক্রম, উপনদী, উপসাগর, উপত্যকা, উপগ্রহ, উপজাত, উপদেশ, উপনিবেশ, উপকার ।
আ	আক্রমন, আগমন, আবেশ, আদেশ, আরম্ভ, আদান, আকন্ঠ, আকর, আকার, আতপ, আসমুদ্র, আশ্চর্য ।

২. খাঁটি বাংলা উপসর্গঃ সংস্কৃতে যেমন ২০টি উপাদান আছে, বাংলাতেও তেমনি বেশ কয়েকটি উপসর্গের প্রচলন দেখা যায়। তবে সংস্কৃত উপসর্গে সাথে বাংলা উপসর্গের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সংস্কৃত উপসর্গ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বদলে দেয়। তাই শব্দের অর্থও বদলে যায়। কিন্তু বাংলা উপসর্গগুলো সরাসরি শব্দের আগে বসে এবং নতুন শব্দ গঠন করে। বাংলা উপসর্গ অ- তৎসম শব্দের আগে বসে। খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি। যথা: অ, অজ, অঘা, অনা, আ, আন, আড়, আব, ইতি, ঊন, কুম কুদ, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন:

অ	**অমিল, অকাজ, অবেলা, অপয়া, অজানা, অচিন, অঝোর, অঘোর, অমানুষ, অথই, অতল, অসীম, অসুন্দর, অবেলা, অশান্তি, অফুরন্ত, অদেখা, অযাত্রা, অব্যয়, অপাত্র, অযথা, অসুবিধা , অবাঙালি, অনড়, অস্থি, অপয়া, অকেজো, অনামী ইত্যাদি।**
অজ	অজমূর্খ, অজপাড়াগাঁ ইত্যাদি।
অঘা	অঘাচী, অঘারাম ইত্যাদি।
অনা	অনাবৃষ্টি, অনামুখো, অনাসৃষ্টি, অনাদায়, অনাদর ইত্যাদি।
আ	আকাটা, আধোয়া, আসিদ্ধ, আভাজা, আঘাটা, আকাল, আগাছা, আলুনি, আমূল, আভাঙ্গা, আকাঁড়া।

আন	আনমনা, আনকোরা, আনচান, আনসেলাই ইত্যাদি।
আড়	আড়নয়ন, আড়চোখ, আড়পাগল, আড়মোড়া ইত্যাদি।
আব	আবডাল, আবছায়া ইত্যাদি।
ইতি	ইতিহাস, ইতিকথা, ইতিকর্তব্য ইত্যাদি।
ঊন	ঊনপাঁজুরে, ঊনবিংশ, ঊনভাত, ঊনবর্ষা ইত্যাদি।
কু	কুকথা, কুচিন্তা, কুমুক্তি, কুঅভ্যাস, কুজন ইত্যাদি।
কদ	কদাকার, কদবেল, কর্দয, কদাচার ইত্যাদি।
নি	নিখরচা, নিখাদ, নির্জলা, নির্ভেজাল, নির্ভরসা, নিভাঁজ, নিটোল, নিখুঁত, নিলাজ, নিষ্ফল, নিস্তার, নিবাস।
পাতি	পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিলেবু, পাতিকুয়া ইত্যাদি।
বি	বিদেশ, বিকাল, বিফল, বিকল, বিসদৃশ, বিজন, বিয়োগ, বিরূপ, বিদেশী, বিজোড়, বিপথ, বিভূঁই ইত্যাদি।
ভর	ভরসাঁঝ, ভরদিন, ভরদুপুর, ভরবেলা, ভরপেট, ভরসন্ধ্যা ইত্যাদি।
রাম	রামছাগল, রাপদা, রামশিখা, রামপাঁঠা, রামকেলী, রামশালীক, রামদোলাই ইত্যাদি।
স	সবল, সলাজ, সরব, সঠিক, সুপত্র, সস্ত্রীক, সজল, সটাল, সদেখ, সকাতর, সক্ষম ইত্যাদি।
সা	সাজোয়ান, সামরিক, সমান্ত, সামর্থ, সামগ্রী ইত্যাদি
সু	সুসময়, সুনজর, সুখবর. শুদিন, সুলভ ইত্যাদি।
হা	হা- ঘরে, হাভাতে, হাহুতাশ, হাহাকার, হাপিতোশ ইত্যাদি।

৩. বিদেশী উপসর্গঃ বাংলা উপসর্গের মত বিদেশী উপসর্গগুলোও শব্দের আগে বসে। যেমন:

ফি	**ফিবার, ফিরোজ, ফিদিন, ফিবছর, ফিষিন ইত্যাদি।**
হর	হররোজ, হরদিন, হরসাল, হরবেলা ইত্যাদি।
গর	গরহজম, গররাজি, গরহাজির, হরমিল ইত্যাদি।
হেড	হেড- চাপরাশী, হেড- প- িত, হেড- অফিস, হেড- মিস্ত্রী ইত্যাদি।
না	নাবালক, নামঞ্জুর, নারাজ, নাকাল, নাচার, নাছোড়বান্দা ইত্যাদি।
ব	বকলম, বনাম, বমাল ইত্যাদি।
বদ	বদরাগী, বজ্জাত, বদমেজাজী, বদমাইস, বদনাম, বদনসিব, বদগন্ধ, বদখেয়াল, বদভ্যাস।
ফুল	ফুলহাতা, ফুলটিকিট, ফুলশার্ট, ফুলপ্যান্ট, ফুলটাইম, ফুলবাবু ইত্যাদি।
হাফ	হাফ- হাতা, হাফ- টাইম, হাফ- শার্ট, হাফ- প্যান্ট, হাফ- নেতা ইত্যাদি।
সাব	সাব- জজ, সাব- রেজিস্ট্রার, সাব- অফিস ইত্যাদি।
নিম	নিমরাজী, নিমমুখ, নিম- হাকিম, নিম- মোল্লা ইত্যাদি।
বর	বরখাস্ত, বরবাদ, বরদাস্ত, বরখেলাপ ইত্যাদি।
কার	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারদানি ইত্যাদি।
খাস	খাসকামরা, খাসমহল ইত্যাদি।
খোস	খোসগল্প, খোসমেজাজ, খোসগন্ধ ইত্যাদি।
দর	দরখাস্ত, দরপত্তনী, দরদালান, দরপাট্টা ইত্যাদি।

■ **প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন**

বাংলা ভাষায় বহু শব্দের ও ধাতু (ক্রিয়ার মূল) ব্যবহার আছে। কিন্তু একই মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে কোন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। অতএব, যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দ বা ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে। যেমন:

ক. শব্দের শেষেঃ হাত + উড়ি (প্রত্যয়) = হাতুড়ি; ঢাকা + আই (প্রত্যয়) = ঢাকাই ইত্যাদি।

খ. ধাতুর শেষেঃ কৃ (ধাতু) + তব্য (প্রত্যয়) = কর্তব্য; চল্ (ধাতু) + অন্ত (প্রত্যয়) = চলন্ত ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা: ১. কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয় এবং ২. তদ্ধিত প্রত্যয় বা শব্দ প্রত্যয়।

১. কৃৎ প্রত্যয়ঃ ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন: র্ক + আ = করা, চল্ + অন্ত = চলন্ত, মাত্ + আল = মাতাল ইত্যাদি।

২.বাংলা কৃৎপ্রত্যয়ঃ বাংলা ভাষায় অনেক ধাতু রয়েছে, যেগুলো প্রকৃত ভাষা থেকে এসেছে। এসব ধাতুর সাথে প্রাকৃত ভাষা থেকে আগত কিছু প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয় বলে।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনঃ

‘০’ শূন্য প্রত্যয়ঃ ধাতুর উত্তর যে- কোন প্রত্যয় না হয়ে অর্থ ‘অ’ বা শূন্য প্রত্যয় যোগে নাম শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন: √ঝুল + অ = ঝুল, র্মা + ০ = র্মা।

√কাদ্ + অ = কাঁদ	**‘অ’ প্রত্যয়ঃ**
√পড়্ + অ = পড়	
মুড়্ + অক = মোড়ক	**‘অক’ প্রত্যয়ঃ**
ফাট্ + অক = ফাটক	
বৈঠ্ + অক = বৈঠক	
চড়্ + অক = চড়ক	
সড়্ + অক = সড়ক	
চট্ + অক = চটক	
র্ফি + অত = ফেরত	**‘অত’ প্রত্যয়ঃ**
বস্ + অত = বসত	
মান্ + অত = মানত	
জান্ + অত = ঝানত	
হাজ্ + অত = হাজত	
√চল্ + অন = চলন	**‘অন’ প্রত্যয়ঃ**
√বাঁধ + অন = বাঁধন	
মাজ + অন = মাজন	
বেল + অন = বেলন	
ঝুল + অন = ঝুলন	
গা + অন = গাওনা	
যা + অন = যাওনা	
দে + অনা = দেনা	**‘অনা’ প্রত্যয়ঃ**
গা + অনা = গাওনা	
বাট্ + অনা = বাটনা	

দোল্ + অনা = দোলনা	
রাঁধ্ + অনা = রান্না	
গাহ্ + অনা = গাওনা	
যাচ্ + আই = যাচাই	**‘আই’ প্রত্যয়ঃ**
বড়্ + আই = বড়াই	
মিঠ্ + আই = মিঠাই	
বাছ + আই = বাছাই	
লড়্ + আই = লড়াই	
চড়্ + আও = চড়াও	**‘আও’ প্রত্যয়ঃ**
পাকড় + আও = পাকড়াও	
ঘিঁ + আও = ঘেরাও	
দোল্ + আও = দোলাও	
মান্ + আন = মানান	**‘আন’ প্রত্যয়ঃ**
জান্ + আন = জানন	
ভাস্ + আন = ভাসান	
চাল্ + আন = চালান	
পড়্ + ই = পড়ি	**‘ই’ প্রত্যয়ঃ**
হাস্ + ই = হাসি	
খা + ই = খাই	
যা + ই = যাই	
ডুব্ + আরি =ডুবারি	**‘আরি’ প্রত্যয়**
কাট্ + আরি = কাটারি	
ধনু + আরি = ধুনারি	
পূজ + আরি = পূজারি	
সাঁত + আরু = সাঁতারু	**‘আরু’ প্রত্যয়ঃ**
ডুব্ + আরু = ডুবারু	
খুঁজ্ + আরু = খোঁজারু	
ভোজ্ + আরু = ভোজারু	
√রাখ্ + আল = রাখাল	**‘আল’ প্রত্যয়ঃ**
√মাত্ + আল = মাতাল	
√মিশ + আল = মিশাল	
মিশ + আল = মিশালী	**‘আলি’ প্রত্যয়ঃ**
রাখ্ + আল = রাখালি	
‘ইয়া > ইয়ে’ প্রত্যয়ঃ	
কহ্ + ইয়া = কহ্ইয়া > কইয়ে	
কাঁদন + ইয়া = কাঁদনিয়া > কাঁদুনে	
বাজ্ + ইয়ে = বাজিয়ে	
খাট্ + অনি =খাটনি	**‘অনি’ প্রত্যয়ঃ**
ঢাক্ + অনি = ঢাকনি	
জ্বল + অনি = জ্বলনি	
বাঁধ + অনি = বাঁধনি	

ছাক্ + অনি = ছাকনি	
চাহ্ + অনি = চাহনি	
কাঁপ্ + অনি = কাঁপনি	
গাঁথ + অনি = গাঁথনি	
√চল্ + অন্ত = চলন্ত	**‘অন্ত’ প্রত্যয়ঃ**
√জীব্ + অন্ত = জীবন্ত	
√ফুট্ + অন্ত = ফুটন্ত	
√ভাস্ + অন্ত = ভাসন্ত	
√উঠ্ + অন্ত = উঠন্ত	
√বাড়্ + অন্ত = বাড়ন্ত	
√পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত	
√ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত	
পিছ্ + অল = পিছল	**‘অল’ প্রত্যয়ঃ**
ফাট্ + অল = ফাটল	
জি + অল = জিঅল	
হি + অল = হিজল	
র্ধ + আ = ধরা	**‘আ’ প্রত্যয়ঃ**
দেখ্ + আ =দেখা	
কাট্ + আ = কাটা	
হাস্ + আ = হাসা	
বাধ্ + আ = বাধা	
√ডাক্ + উ = ডাকু	**‘উ’ প্রত্যয়ঃ**
√উড়্ + উ = উড়–	
√ঝড়্ + উ = ঝড়–	
খাড়্ + উ = খাড়–	
মিশ্ + উক = মিশুক	**‘উক’ প্রত্যয়ঃ**
হিংসা + উক = হিংসুক	
চুম্ + উক = চুমুক	
পড়্ + উক = পড়–ক	
ডুব্ + উরী =ডুবুরী	**‘উরী’ প্রত্যয়ঃ**
ধন্ + উরী = ধনুরী	
পড়্ + উয়া = পড়ুয়া	**‘উয়া’ প্রত্যয়ঃ**
চল্ + উয়া = চলুয়া	
সাজ্ + উয়া = সাজুয়া	
খা+ উয়া = খাওয়া	
খট্ + কা = খটকা	**‘কা’ প্রত্যয়ঃ**
হেঁচ্ + কা = হেঁচকা	
কেঁচ্ + কা = কেঁচকা	
মট্ + কা = মটকা	
মুড়্ + কি = মুড়িক	**‘কি’ প্রত্যয়ঃ**
সড়্ + কি = সড়কি	

মুচ্ + কি = মুচকি	
ফির্ + তা = ফিরতা	**‘তা’ প্রত্যয়ঃ**
জান্ + তা = জানতা	
পড়্ + তা = পড়তা	
ধর্ + তা = ধরতা	
চল্ + তি = চলতি	**‘তি’ প্রত্যয়ঃ**
উঠ্ + তি = উঠতি	
কম্ + তি = কমতি	
বাড়্ + তি = বাড়তি	
বাট্ + না = বাটনা	**‘না’ প্রত্যয়:**
ঢাক্ + না = ঢাকনা	
শুক্ + না = শুকনা	
রাঁধ্ + না = রান্না	
কাদ্ + না = কান্না	

খ. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়: বাংলা ভাষায় সংস্কৃত থেকে আগত বহু শব্দ আছে। এসব শব্দ সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে। সাধুর সাথে যেসব প্রত্যয় যোগ হয় সেগুলোকে সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় বলে। সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় পরিবর্তিত রূপ পেয়েছে। সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় যোগ হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন:

√গম্ + অনীয় = গমনীয়	**‘অনীয়’ প্রত্যয়ঃ**
√দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়	
বর + অনীয় = বরণীয়	
√কৃ + অনীয় = করণীয়	
স্মর + অনীয় = স্মরণীয়	
√কৃ + তব্য = কর্তব্য	**‘তব্য’ প্রত্যয়ঃ**
মন্ + তব্য = মন্তব্য	
গম্ + তব্য = গন্তব্য	
বক্ + তব্য = বক্তব্য	
দা + তব্য = দাতব্য	
ভবি + তব্য = ভবিতব্য	
বস্ + অ = বাস	**‘অ’ প্রত্যয়ঃ**
লাভ্ + অ = লাভ	
দহ্ + অ = দাহ	
নশ্ + অ = নাশ	
পৃ + অ = পার	
যগ্ + অ = যাগ	
ভ্রম্ + তি = ভ্রান্তি	**‘তি’ প্রত্যয়ঃ**
শম্ + তি = শান্তি	
ভজ্ + তি = ভক্তি	
যুত্ + তি = যুক্তি	
মুচ্ + তি = মুক্তি	
বচ্ + তি = উক্তি	
দীপ্ + তি = দীপ্তি	

দৃশ্ + তি = দৃষ্টি	
জ্ঞ + তি = জ্ঞাতি	
কৃ + তি = কৃতি	
শক্ + তি = শক্তি	
গম্ + তি = গতি	
মন্ + তি = মতি	
হা + তি = হাতি	
জন্ + অক = জনক	**'অক' প্রত্যয়ঃ**
গৈ + অক = গায়ক	
পোষ্ + অক = পোষক	
নৈ + অক = নায়ক	
কৃ + অক = কারক	
নৃত্ + অক = নর্তক	
পাল্ + অক = পালক	
পাঠ্ + অক = পাঠক	
ভক্ষ + অক = ভক্ষক	
সাধ্ + অক = সাধক	
ভজ্ + অন = ভজন	**'অন' প্রত্যয়ঃ**
র্ক + অন = করণ	
গম্ + অন = গমন	
শী + অন = শয়ন	
দা + অন = দান	
পা + অন = পান	
বি + ধা + তা = বিধাতা	**'তা' প্রত্যয়ঃ**
নী + তা = নেতা	
শ্রু + তা = শ্রোতা	
কৃ + তা = কর্তা	
দা + তা = দাতা	
জি + তা = জেতা	
বচ্ + তা = বক্তা	
দৃশ্ + তা = দ্রষ্টা	
হন্ + তা = হন্তা	
মৃ + ত = মৃত	**'ত' প্রত্যয়ঃ**
ভী + ত = ভীত	
গম্ + ত = গত	
ভূ + ত = ভূত	
দৃশ্ + ত = দৃষ্ট	
মুচ্ + ত = মুক্ত	
পূজ্ + ত = পূজিত	
উৎ + নস্ + ত = উন্নত	
কৃ + ত = কৃত	

ক্ষুধ + ত = ক্ষুধিত	
মুহ্ + ত = মুগ্ধ	
শী + ত = শায়িত	
সুন্ + ত = সুপ্ত	
ভিদ্ + ত = ভিন্ন	
গণ + ত = গণিত	
ভিদ্ + ত = ভিন্ন	

৩. **তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ** শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন: ঢাকা + আই = ঢাকাই, লাঠি + আল = লাঠিয়াল, জেঠা + আমি = জেঠামি ইত্যাদি।

তদ্ধিত প্রত্যয়কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা: ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়, খ. সংস্কৃত তদ্ভিত প্রত্যয় এবং গ. বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়।

ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়: সংস্কৃত ও বিদেশী প্রত্যয়ের বাইরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নিজস্ব তদ্ধিত প্রত্যয়গুলোকে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। এ প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। যেমন:

'অই' প্রত্যয়ঃ	
পাঁচ + অই = পাঁচই	দশ্ + অই = দশই
'অক' প্রত্যয়ঃ	
দোল্ + অক দোলক	চড়্ + অক =চড়ক
সড়্ + অক =সড়ক	ঢোল্ + অক = ঢোলক
নোল্ + অক = নোলক	
'অট' প্রত্যয়ঃ	
সাপ + অট্ = সাপট	র্ভ + অট্ = ভরাট
জমা + অট্ = জমাট	মলা + অট্ = মলাট
দাপ্ + অট্ = দাপট	তুল্ + অট = তুলট
'আন'/ 'অনো' প্রত্যয়ঃ	
হাত্ + আন = হাতান	জুতা + আন = জুতান
পেঁচ্ + আনো = পেঁচানো	
'আমি' প্রত্যয়	
র্ঘ + আমি = ঘরামি	বাঁদর + আমি = বাঁদরামি
ছেলে + আমি = ছেলেমি	
'অড়' প্রত্যয়ঃ	
পাক্ + অড় = পাকড়	তুখ্ + অড় = তুখড়
চাপ্ + অড় = চাপড়	ভাঙ + অড় = ভাঙ্গাড়
'আর'/ 'আরি' প্রত্যয়	
ছুতা + আর = ছুতার	কাঁস্ + আরি = কাঁসারি
লোহ্ + আর = লোহার	শাঁখ্ + আরি = শাঁখারি
সোন্ + আর = সোনার	ভিখ্ + আরি = ভিখারি
পূজা + আরি = পূজারি	
'অন' প্রত্যয়ঃ	
দাঁত + অন = দাঁতন	নানা + অন = নানান

মাজ + অন = মাজন	মত্ + অন = মতন
পাঁচ + অন = পাঁচন	পিছ্ + অন = পিছন
‘আল’/ ‘আলি’ প্রত্যয়ঃ	
পাঁক + আল = পাঁকাল	মিতা + আলি = মিতালি
ধাঁ + আল = ধারাল	সোন্ + আলি = সোনালি
দুধ্ + আল = দুধাল	মেয়ে + আলি = মেয়েলি
তেজ্ + আল = তেজাল	
‘অল’ প্রত্যয়ঃ	
আদ্ + অল = আদল	বাউ + অল = বাউল
তাত্ + অল = তাতল	দীঘ্ + অল = দীঘল
বাদ্ + অল = বাদল	হাত্ + অল = হাতল
‘ই’ প্রত্যয়ঃ	
চালাক্ + ই = চালাকি	বড় মানুষ + ই = বড় মানুষি
আর্মি + ই = আমিরি	ডাকাত + ই = ডাকাতি
নবাব + ই = নবাবি	বাহাদুর + ই = বাহাদুরি
‘আ’ প্রত্যয়ঃ	
গোঁ + আ = গোরা	বাঘ্ + আ = বাঘা
কাল্ + আ = কালা	রাম্ + আ = রামা
ফাঁক + আ = ফাঁকা	শ্যাম + আ = শ্যামা
বাঁক + আ = বাঁকা	চাষ্ + আ = চাষা
খাল + আ = খালা	চীন্ + আ = চীনা
‘ঈ’ প্রত্যয় ঃ	
কাজ্ + ঈ = কাজী	হিসাব + ঈ = হিসাবী
দরদ্ + ঈ = দরদি	আলাপ + ঈ = আলাপী
দাম্ + ঈ = দামী	
‘আই’ প্রত্যয়ঃ	
চাটা + আই = চাটাই	কান্ + আই = কানাই
মাল + আই = মালাই	মোগ্ল + আই = মোগলাই
মিঠ + আই = মিঠাই	চোঁ + আই = চোরাই
রাম্ + আই = রামাই	পাটনা + আই = পাটনাই
ঢাকা + আই = ঢাকাই	লড়া + আই = লড়াই
‘জাত’ প্রত্যয়ঃ	
গৃহ + জাত = গৃহজাত	বাজার + জাত = বাজারজাত
গোলা + জাত = গোলাজাত	
‘পনা’ প্রত্যয়ঃ	
গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা	সতী + পনা = সতীপনা
‘পিছু’ প্রত্যয়ঃ	
ঘর + পিছ = ঘরপিছ	মাথা + পিছ = মাথাপিছু
‘ময়’ প্রত্যয়ঃ	
বাড়ি + ময় = বাড়িময়	দেশ + ময় = দেশময়
‘সই’ প্রত্যয়	

মানান্ + সই = মানানসই	যুৎ + সই = যুৎসই
‘আচ’ প্রত্যয়ঃ	
ছা + আচ = ছাঁচ	কানা + আচ = কানাচ
ছোঁয়া + আচ = ছোঁয়াচ	মানা + আচ = মানাচ
‘আচি’ প্রত্যয়:	
বেঙ+ আচি = বেঙাচি	ঠেং + আচি = ঠেঙাচি

খ. সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সাথে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন:

‘অ (ষ্ণ) প্রত্যয়ঃ	
কুরু + ষ্ণ = কৌরব	স্মৃতি + ষ্ণ = স্মার্ত
পুত্র + ষ্ণ = পৌত্র	ব্যাকরণ + ষ্ণ = বৈয়াকরণ
বিষ্ণু + ষ্ণ = বৈষ্ণব	তিল + ষ্ণ = তৈল
দেব + ষ্ণ = দৈব	গুরু + ষ্ণ = গৌরব
পশু + ষ্ণ = পাশব	শিশু + ষ্ণ = শৈশব
মধুর + ষ্ণ = মাধুর	বন্ধু + ষ্ণ = বান্ধব
‘ইত’ প্রত্যয়ঃ	
ফল্ + ইত = ফলিত	ক্ষুধা + ইত = ক্ষুধিত
দুঃখ + ইত = দুঃখিত	
‘ইল’ প্রত্যয়ঃ	
জটা + ইল = জটিল	ফেন্ + ইল = ফেনিল
পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল	
‘ইন’ প্রত্যয়ঃ	
সুখ্ + ইন = সুখিন	পাপ্ + ইন = পাপী
ধন + ইন = ধনী	বল্ + ইন = বলী
জ্ঞান + ইন = জ্ঞানী	
‘বিন’ প্রত্যয়ঃ	
মেধা + বিন = মেধাবী	তাপস + বিন = তপস্বী
তেজস + বিন = তেজস্বী	
ই (ষ্ণি) প্রত্যয়ঃ	
দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি	সুমিত্রা + ষ্ণি = সৌমিত্রি
রাবণ + ষ্ণি = রাবণি	
‘ইষ্ঠ’ প্রত্যয়ঃ	
গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ	লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ট
য (ষ্ণ্য) প্রত্যয়ঃ	
দিতি + ষ্ণ্য = দৈত্য	প্রাচী + ষ্ণ্য = প্রাচ্য
আদিতি + ষ্ণ্য = আদিত্য	গ্রাম + ষ্ণ্য = গ্রাম্য
কবি + ষ্ণ্য = কাব্য	গো + ষ্ণ্য = গব্য
সুন্দর + ষ্ণ্য = সৌন্দর্য	বণিক + ষ্ণ্য = বাণিজ্য
ঈশ্বর + ষ্ণ্য = ঐশ্বর্য	সভা + ষ্ণ্য = সভ্য
বীর + ষ্ণ্য = বীর্য	সেনা + ষ্ণ্য = সৈন্য

'তর' প্রত্যয়ঃ	
লঘু + তর = লঘুতর	মহৎ + তর = মহত্তর
গুরু + তর = গুরুতর	বৃহ + তর = বৃহত্তর
'তম' প্রত্যয়ঃ	
লঘু + তম = লঘুতম	ক্ষুদ্র + তম = ক্ষুদ্রতম
'ময়' প্রত্যয়ঃ	
স্বর্ণ + ময় = স্বর্ণময়	বাক্ + ময় = বাঙময়
ধাতু + ময় = ধাতুময়	চি + ময় = চিন্ময়
জল + ময় = জলময়	
এয় (ষ্ণেয়) প্রত্যয়ঃ	
ভগিনী + ষ্ণেয় = ভাগিনেয়	অতিথি + ষ্ণেয় = আতিথেয়
গঙ্গা + ষ্ণেয় = গাঙ্গেয়	অগ্নি + ষ্ণেয় = আগ্নেয়
মতুপ (মৎ), বতুপ (বৎ) প্রত্যয়ঃ	
ভক্তি + মতুপ = ভক্তিমান	জ্ঞান + বতুপ = জ্ঞানবান
'তন' প্রত্যয়ঃ	
পুরা + তন = পুরাতন	চির + তন = চিরন্তন
পূর্ব + তন = পূর্বতন	
ঈয় (ষ্ণীয়) প্রত্যয়ঃ	
শাস্ত্র + ষ্ণীয় = শাস্ত্রীয়	স্বর্গ + ষ্ণীয় = স্বর্গীয়
আত্মা + ষ্ণীয় = আত্মীয়	জাত + ষ্ণীয় = জাতীয়
'তা' প্রত্যয়ঃ	
চিতুর + তা = চতুরতা	কাতর + তা = কাতরতা
সৎ + তা = সত্তা	মধুর + তা = মধুরতা
ঈন প্রত্যয়ঃ	
পূর্বকাল + ঈন = পূর্বকালীন	সম্মুখ + ঈন = সম্মুখীন
ষ্ণিয় (ইক) প্রত্যয়ঃ	
দিন + ষ্ণিয় = দৈনিক	দর্শন + ষ্ণিয় = দার্শনিক
লোক্ + ষ্ণিয় = লৌকিক	তর্ক + ষ্ণিয় = তার্কিক
দেব + ষ্ণিয় = বৈদিক	
'ইমন্' প্রত্যয়ঃ	
প্রিয় + ইমন = প্রেমন্ (প্রেম)	গুরু + ইমন্ = গরিমা
মহৎ + ইমন্ = মহিমা	লঘু + ইমন্ = ষঘিমা
নীল + ইমন্ = নীলিমা	
'শালিন, প্রত্যয়ঃ	
ধন + শালিন্ = ধনশীল	শক্তি + শালিন্ = শক্তিশালী
'ল' প্রত্যয়ঃ	
কুশ + ল = কুশল	শ্যাম + ল = শ্যামল
মাংস + ল = মাংসল	শীত + ল = শীতল
'শস্' প্রত্যয়ঃ	
ক্রম + শস্ = ক্রমশ	প্রায় + শস্ = প্রায়শ
'য, প্রত্যয়ঃ	

ধন + য = ধন্য	অতিথি + য = অতিথ্য
ন্যায় + য = ন্যায্য	
‘বৎ’ প্রত্যয়	
পিতৃ + বৎ = পিতৃবৎ	ভ্রাতৃ + বৎ = ভ্রাতৃবৎ
আত্ম + বৎ = আত্মবৎ	বিষ + বৎ = বিষবৎ
জল + বৎ = জলবৎ	

গ. বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়: শব্দের সঙ্গে যেসব বিদেশী প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন:

‘আনা/আনি’ প্রত্যয়ঃ	
বাবু + আনা = বাবুয়ানা	মুন্সি + আনা = মুন্সিয়ানা
হিন্দু + আনি = হিন্দু	গরিব + আনা = গরিবানা
‘দান/দানি’ প্রত্যয়ঃ	
বাতি + দান = বাতিদান	কলম + দানি = কলমদানি
আনি কন্যা + দান = কন্যাদান	নিমক + দান = নিমকদানি
ছাই + দানি = ছাইদানি	ফুল + দান = ফুলদান
পিক + দানি = পিকদানি	ধূপ + দানি = ধূপদান
‘ওয়ান’ প্রত্যয়ঃ	
গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান	দার + ওয়ান = দারোয়ান
কোচ্ + ওয়ান = কোচোয়ান	
‘খানা’ প্রত্যয়ঃ	
ছাপা + খানা = ছাপাখানা	বৈঠক + খানা = বৈঠকখানা
মুদি + খানা = মুদীখানা	কার + খানা = কারখানা
ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা	পিল + খানা = পিলখানা
‘চা/চি’ প্রত্যয়ঃ	
বাগ্ + চ = বাগিচা	ডেগু + চি = ডেগচি
মশাল +চি = মশালচি	ব্যাঙ + চি = ব্যাঙাচি
‘সই’ প্রত্যয়ঃ	
মান্ + সই = মানসই	জুত + সই = জুতসই
প্রমাণ + সই = প্রমাণসই	টেক + সই = টেকসই
চলন + সই = চলনসই	মানান + সই = মানানসই
‘খোর’ প্রত্যয়ঃ	
সুদ + খোর = সুদখোর	ঘুষ + খোর =ঘুষখোর
নেশা + খোর = নেশাখোর	গাঁজা + খোর = গাঁজাখোর
হারাম + খোর = হারামখোর	গুলি + খোর = গুলিখোর
‘নবিশ’ প্রত্যয়ঃ	
পত্র + নবিশ = পত্রনবিশ	শিক্ষা + নবিশ = শিক্ষানবিশ
নকল + নবিশ = নকলনবিশ	হিসাব + নবিশ = হিসাবনবিশ
‘গিরি’ প্রত্যয়ঃ	
বাবু + গিরি = বাবুগিরি	পন্ডিত + গিরি = পন্ডিতগিরি
কেরানী + গিরি = কেরানীগিরি	মাঝি + গিরি = মাঝিগিরি

দাদা + গিরি = দাদাগিরি	সর্দার + গিরি = সর্দারগিরি
নেতা + গিরি = নেতাগিরি	হাকিম + গিরি = হাকিমগিরি
'বন্দী' প্রত্যয়ঃ	
জনাব + বন্দী = জবাববন্দী	বাক্স + বন্দী = বাক্সবন্দী
'স্তান' প্রত্যয়ঃ	
বেলুচ + স্তান = বেলুচিস্তান	তুর্কি + স্তান = তুর্কিস্তান
কুর্দি + স্তান = কুর্দিস্তান	পাকি + স্তান = পাকিস্তান
'বাজ/বাজী' প্রত্যয়ঃ	
চাল্ + বাজ = চালবাজ	গলা + বাজি = গলাবাজ

■ **সমাসের মাধ্যমে শব্দ গঠন:**ভাষা ব্যবহার করতে দুই বা অধিক সংখ্যক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দসমষ্টিকে প্রায় ব্যবহার করতে হয়। এসব শব্দ সমষ্টি সমাস হিসেবে পরিচিত। সুতরাং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। সমাসের যে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, রাজার পুত্র = রাজপুত্র ইত্যাদি।

'সমাস' শব্দের প্রকৃত অর্থ একত্র অবস্থান বা সংক্ষেপণ। সুতরাং বাংলা ভাষায় সমাসের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা। সেজন্য বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ সমাসের সাহায্যে নতুন নতুন শব্দ তৈরী হয়ে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। সমাস অল্প কথায় অধিক ব্যঞ্জনা দান করে। সমাস ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, সংক্ষেপণ ও শ্রুতিমাধুর্য আনয়ন করে ভাষাকে গতিময়তা দান করে। সুতরাং বাংলা শব্দ গঠনে সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা: ১. দ্বন্দ্ব সমাস, ২. দ্বিগু সমাস, ৩. কর্মধারয় সমাস, ৪. তৎপুরুষ সমাস, ৫. অব্যয়ীভাব সমাস এবং ৬. বহুব্রীহি সমাস।

সমাসযোগে শব্দ গঠনের উদাহরণঃ

১.দ্বন্দ্ব সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠনঃ

ভাল ও মন্দ = ভালমন্দ	হাট ও বাজার = হাটবাজার
মাতা ও পিতা = মাতাপিতা	ছোট ও বড় = ছোটবড়
গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য	সোনা ও রুপা = সোনারুপা
ছেলে ও মেয়ে = ছেলেমেয়ে	কোলে ও পিঠে = কোলেপিঠে
বৃক্ষ ও লতা = বৃক্ষলতা	জমা ও খরচ = জমাখরচ
হাতি ও ঘোড়া = হাতিঘোড়া	গান ও বাজনা = গানবাজনা

২.দ্বিগু সমাস যোগে শব্দ গঠনঃ

ত্রি (তিন) ভুজের সমাহার = ত্রিভুজ	চৌ (চার) রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা
সাত সমুদ্রের সমাহার = সাতসমুদ্র	পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ
শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী	তিন মাথার সমাহার = তেমাথা
সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ	

৩. কর্মধারয় সমাস যোগে শব্দ গঠনঃ

মহান যে ঋষি = মহর্ষি	নীল যে উৎপল = নীলোৎপল
পূর্ণ যে চন্দ্র = পূর্ণচন্দ্র	রাজা অথচ ঋষি = রাজর্ষি
আগে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত	পন্ডিত হয়ে মূর্খ = পন্ডিতমূর্খ

বীর যে পুরুষ = বীরপুরুষ	যিনি দেব তিনি ঋষি = দেবর্ষি
মহৎ যে জন = মহাজন	কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা
রক্ত যে চন্দন = রক্তচন্দন	যে হৃষ্ট সেই পুষ্টি = হৃষ্টপুষ্টি
ঘরে পালিত জামাই = ঘরজামাই	শোক রূপ অনল = শোকানল

৪. তৎপুরুষ সমাস যোগে শব্দ গঠনঃ

ছেলেকে ভুলানো = ছেলে ভুলানো	পদ দ্বারা দলিত = পদদলিত
ভ্রম হতে অন্ধ = ভ্রমান্ধ	পথের রাজা = রাজপথ
পুরুষের উত্তম = পুরুষোত্তম	হংসের রাজা = রাজহংস
বিলাত হতে ফিরত = বিলাতফেরত	বিয়ের জন্য পাগল = বিয়েপাগল
বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন	ধামা ধরে যে = ধামাধরা

৫.অব্যয়ীভাব সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠনঃ

কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ	বনের সদৃশ্য = উপবন
ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ	মিলের অভাব = গরমিল
দিনে দিনে = প্রতিদিন	পা হতে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক
ভাতের অভাব = হাভাতে	কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ
অক্ষীর সমীপে = প্রত্যক্ষ	হায়ার অভাব = বেহায়া

৬. বহুব্রীহি সমাস যোগে শব্দ গঠনঃ

শূল পাণিতে যার = শূলপাণি	পীত অম্বর যার = পীতাম্বর
অহংকার নাই যার = নিরহংকারী	উর্ণ নাভিতে যার =উর্ণনাভ
লাঠিতে লাঠিতে যুদ্ধ = লাঠালাঠি	মৃগের মত নয়ন যার = মৃগনয়না
নেই তার যার = বেতার	সমান তীর্থ (গুরু) যার = সতীর্থ
আশীতে বিষ যার = আশীবিষ	নদী মাতা যার = নদীমাতৃক
পাপে মতি যার = পাপমতি	নেই বোধ যার = অবোধ
জলের সাথে বিদ্যমান = সজল	চাঁদের মত মুখ যার = চাঁদমুখ

- **সন্ধির যোগে শব্দ গঠন**

অতি নিকটবর্তী দুটি শব্দের পরস্পর মিলনের ফলে একটি নতুন সংমিশ্রনের সৃষ্টি হয়। এ সংমিশ্রনের নাম সন্ধি। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। অতএব, দুটি বর্ণ পরস্পর অত্যন্ত পরস্পর সন্নিহিত হলে যুগপৎ উচ্চারণের ফলে ধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে সন্ধি বলে।

সন্ধির ফলে পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলন ঘটে এবং তাতে উচ্চারণ খুব সহজ, শ্রুতিমধুর ও কম সময় সাপেক্ষ হয়। সন্ধির ফলে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয় এবং তাতে ভাষার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। সুতরাং বলা যায় ভাষাকে সহজ, সমৃদ্ধ, শ্রুতিমধুর এবং গতিশীল করার জন্য সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরীসিম।

তিনভাবে সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন করা যায়। যথা:
১. স্বরসন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন,
২. ব্যঞ্জনসন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন এবং
৩. বিসর্গ সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন।

১.স্বরসন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠনঃ

এক + উন = একোন	পরি + কার = পরিষ্কার
সম + গম = সংগম	নর + অধম = নরাধম
নব + অন্ন = নবান্ন	মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য
নব + উঢ়া = নবোঢ়া	সম + জীবনী = সঞ্জীবনী
উৎ + স্থান = উত্থান	হিম + আলয় = হিমালয়
শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক	পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়
উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ	ষট্ + মাস = ষন্মাস
সম + কার = সংস্কার	সিংহ + আসন = সিংহাসন
অন্য + অন্য = অন্যান্য	নৈ + অক = নায়ক
তথা + এবচ = তথৈবচ	শম + কর = শঙ্কর

২. ব্যঞ্জনসন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠনঃ

উৎ + হত = উদ্ধত
মহিমা + অন্বিত = মহিমান্বিত
দিক্ + অন্ত = দিগন্তষষ + থ = ষষ্ঠ
রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র
ষট্ + আনন = ষড়ানন

৩. বিসর্গ সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠনঃ

গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র	উৎ + লেখ = উল্লেখ
জীবৎ + দশা = জীবদ্দশা	অধঃ + গতি = অধোগতি
নিঃ + চয় = নিশ্চয়	ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী
যতী + ইন্দ্র = যতীন্দ্র	চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্দ	আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব
পৃথ্বি + ঈশ = প্রথ্বিশ	নর + উত্তম = নরোত্তম
বিপদ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা	মৃৎ + ময় = মৃন্ময়
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ	আশীঃ + বাদ = আর্শীবাদ
নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র	ফল + উদয় = ফলোদয়
বিপদ + জনক = বিপজ্জনক	উদ + মত্ত = উন্মত্ত
ইতঃ + তত = ইতস্তত	অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা
শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা	চল + উর্মি = চলোর্মি
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা	সম + দর্শন = সন্দর্শন
মনঃ + যোগ = মনোযোগ	নিঃ + অবধি = নিরবধি
অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা	সম + তান = সন্তান

সংখ্যাবাচক শব্দ:

সংখ্যাবাচক শব্দ : সংখ্যা বলতে গণনার ধারণা বোঝায়।

যে সব শব্দ কোন বিশেষ্য পদ, অর্থাৎ কোন ব্যাক্তি বা বস্তু বা কোন কিছুর সংখ্যার ধারণা প্রকাশ করে, তাকে সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। যেমন- এক টাকা, দশটা আম, ইত্যাদি।

প্রকারভেদ : সংখ্যাবাচক শব্দ ৪ প্রকার-

১. অঙ্কবাচক সংখ্যা
২. পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা
৩. ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা
৪. তারিখবাচক সংখ্যা

১. **অঙ্কবাচক সংখ্যা** : কোন কিছুর সংখ্যা বা পরিমাণ অঙ্কে বা সংখ্যায় লিখলে তাকে বলে অঙ্কবাচক সংখ্যা। যেমন- ১ টাকা, ১০টি গরু।
অর্থাৎ, অঙ্কবাচক সংখ্যা হলো- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ইত্যাদি।

২. **পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা :** কোন কিছুর সংখ্যা বা পরিমাণ অঙ্কে না লিখে ভাষায় লিখলে তাকে পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা বলে। যেমন- এক টাকা, দশটি গরু।
অর্থাৎ, **পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা** হলো- এক, দই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বার, ইত্যাদি।
পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা নিচে দেখানো হলো-
এক গুণ = এক্কে। যেমন- সাতেক্কে সাত
দুই গুণ = দু গুণে। যেমন- পাঁচ দু গুণে দশ
তিন গুণ = তিরিক্কে। যেমন- তিন তিরিক্কে নয়

পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য বাচক 'সংখ্যা শব্দ' : পূর্ণসংখ্যার চেয়েও কম বা বেশি বোঝাতে কিছু সংখ্যাবাচক শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলোও সংখ্যার নির্দিষ্ট ধারণাকে বোঝায়। এবং কোন সংখ্যার সাহায্যে না লিখে এগুলোকে ভাষায় ব্যবহার করা হয় বলে এগুলোও পরিমাণ বা গণনাবাচক শব্দ। যেমন-
(ক) ন্যূনতা বাচক সংখ্যা শব্দ
চৌথা, সিকি বা পোয়া = এক এককের চারভাগের এক ভাগ
তেহাই = এক এককের তিনভাগের এক ভাগ
অর্ধ বা আধা = এক এককের দুইভাগের এক ভাগ
আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাংশ = এক এককের আটভাগের এক ভাগ
এরকম, চার ভাগের তিন বা তিন চতুর্থাংশ, পাঁচ ভাগের এক বা এক পঞ্চমাংশ, ইত্যাদি।
পোয়া = কোন এককের চার ভাগের তিন অংশকে তার পরবর্তী এককের পোয়া অংশ বলে। অর্থাৎ,
(খ) আধিক্যবাচক সংখ্যা শব্দ
সওয়া -
দেড় - আধা কম দুই -
আড়াই - আধা কম তিন -
৩. **ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ** : একই সারি, দল বা শ্রেণীতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ বলে। যেমন- প্রথম ছেলে, দশম গরু।
অর্থাৎ, ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ হলো- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, ইত্যাদি।
৪. **তারিখবাচক শব্দ** : বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাদের তারিখবাচক শব্দ বলে। যেমন- পহেলা বৈশাখ, চৌদ্দই ফাল্গুন।
বাংলা তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি (১- ৪) হিন্দি নিয়মে গঠিত। বাকিগুলো অবশ্য বাংলার নিজস্ব নিয়মেই গঠিত হয়েছে।

নিচে একটি ছকের মাধ্যমে অঙ্কবাচক, পরিমাণ বা গণনাবাচক, ক্রম বা পূরণবাচক ও তারিখবাচক শব্দগুলো দেখানো হলো-

অঙ্ক বা সংখ্যা বাচক শব্দ	পরিমাণ বা গণনা বাচক শব্দ	ক্রম বা পূরণ বাচক শব্দ	তারিখবাচক শব্দ
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তেসরা
৪	চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছউই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নউই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগার	একাদশ	এগারই
১২	বার	দ্বাদশ	বারই
১৩	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনের	পঞ্চদশ	পনেরই
১৬	ষোল	ষষ্ঠদশ	ষোলই
১৭	সতের	সপ্তদশ	সতেরই
১৮	আঠার	অষ্টাদশ	আঠারই
১৯	উনিশ	ঊনবিংশ	উনিশই
২০	বিশ	বিংশ	বিশে
২১	একুশে	একবিংশ	একুশে

* ছকটা ভালো করে দেখে কোনটি কোন শব্দ তা মনে রাখা জরুরি।

বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার

ভাষার অন্যতম মৌলিক উপাদান শব্দ। বিশেষ বা স্বতন্ত্র পদার্থ বা ভাবকে প্রকাশ করে, মানব- মুখনিঃসৃত এমন একটি ধ্বনিকে বা একাধিক ধ্বনির সমষ্টিকে শব্দ বলে। এক বা একাধিক ধ্বনির অবলম্বনে শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন: এ, এই, শোন, মা, কে, তুই, চাঁদ, হাত, আলো ইত্যাদি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে।"

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, " অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ বলে। কোন বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থবোধক ধ্বনিই হচ্ছে, সেই সমাজের নরনারীর ভাষার শব্দ।"

অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরী অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে শব্দ বলা হয়।"

যে ভাষার শব্দভান্ডার যতো বেশি সমৃদ্ধ সে ভাষা ততো উন্নত। ভাষা ব্যবহারের মাধ্যেমে শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। প্রতিটি জীবন্ত ভাষার রয়েছে অসংখ্য শব্দ। ভাষা- বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিটি জীবন ভাষা দৈনন্দিন জীবন থেকে স্বাভাবিক নিয়মে আহরণ করে নতুন নতুন শব্দ। এ সব শব্দ পুরনো শব্দের সঙ্গে ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া যে কোন ভাষার সৃজনশীল কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় নতুন নতুন শব্দ সৃজন করে নিজস্ব ভাষাশৈলী গঠন করেন, পরবর্তীকালে ঐ সকল শব্দ ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়। নতুন ভাষা সৃজন মুহূর্তেও কোন ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় কখনও সরাসরি কখনও পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: ইংরেজি ভাষার অনেক শব্দই ফারসি ও জার্মান, ল্যাটিন ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে অনেক শব্দ। এভাবে ভাষার ভান্ডারে নিত্য- নতুন শব্দের জন্ম হয়।

আমাদের বাংলা ভাষাও দেশী- বিদেশী অসংখ্য শব্দ আহরণ করে সমৃদ্ধশালী ভাষার পরিণত হয়েছে। ইন্দো- ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন ভারতীয় আর্য শাখার ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা বর্তমানে রূপ লাভ করেছে। তাই এ ভাষায় দেশী- বিদেশী অসংখ্য শব্দের উপস্থিতি বিদ্যমান। আর্যরা এদেশে আগমনের পূর্বে যেসব আদিম অধিবাসি এখানে বসবাস করত তারাও কিছু শব্দ দান করেছে। বিদেশীরা ব্যবসা- বাণিজ্য, ধর্ম প্রচার, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে এদেশে এসেছে এবং বসবাস করেছে। তাদের ভাষার শব্দ সমূহ এদেশের ভাষার ওপর প্রভাব ফেলেছে। এভাবে মৌচাকে মধু সঞ্চয়ের পদ্ধতিতে, বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সম্ভার গৃহীত হয়ে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষা। বিভিন্ন ভাষার প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষার সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর পরিচয় বের করাও কষ্টকর হয়ে পরে।

■ শব্দের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ক. উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ, খ. অর্থানুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ এবং গ. গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ।

■ **উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ**

উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. তৎসম শব্দঃ ‘তৎ’ অর্থ তার (সংস্কৃতের) আর ‘সম’ অর্থ সমান। অর্থাৎ ‘তৎসম’ শব্দটির অর্থ হলো সংস্কৃতের সমান। যেসব সংস্কৃত শব্দ কোন প্রকার বিকৃত না হয়ে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়ে আসছে, সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। ড. হুমায়ুন আজাদের মতে, “প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার বেশ কিছু শব্দ বেশ অটল- অবিচল। তারা বদলাতে চায় না। শতকের পর শতক তারা অক্ষয় হয়ে থাকে। এমন বহু শব্দ, অকষর অবিনশ্বর শব্দ, এসেছে বাংলায়। এগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ।”

তৎসম শব্দ গাম্ভীরর্যপূর্ণ। তাই গুরুগম্ভীর ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। প্রচীনকাল থেকে এদেশের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষয় চলতে থাকায় বাংলা ভাষার প্রয়োজন মত বহু সংস্কৃত শব্দ গ্রহন করেছে। দেশের খ্যাতনামা পন্ডিতদের মতে বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের প্রচলন রয়েছে শতকরা পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মত। যেমন: চন্দ্র, মস্তক, গৃহিণী, পঙ্কজ, পত্র, নক্ষত্র, বৃক্ষ, মৃত্যু, অঞ্চল, হস্ত, চরণ, সূর্য, মনুষ্য, ভক্তি, আতিথ্য, মঞ্জুর, গমন, ফল, ফুল, লতা, ধর্ম, কর্ম, লাভ, ক্ষতি, শয়ন, গমন, ভোজন, সিংহ, লবণ, দ- , জিহ্বা, চর্ম, অদ্য, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, নীর, নারী, ব্যক্তি, দস্যু, দাস, সভা, শ্বশুর, ধন, ঋণ, বন্ধু, আগমন, শক্তি, মুক্তি, জয়, পরাজয়, সন্ধ্যা, পুষ্প, কৃষ্ণ, নিমন্ত্রণ, শ্রাদ্ধ, স্পর্শ, ঘর্ষণ, জ্ঞান, জ্ঞাপন, যত্ন, রত্ন, জ্যোৎস্না, তমশা, কর্ণ, কান্না, বৎস, কাক, কল্য, কাংস্য, কঙ্কন, কেশর, শরীর, জন্ম, পর্বত, রাত্রি, জীবিকা, শয়ন, চক্ষু, জনক, সাগর, প্রবেশ, গগন, জলধি, ছাত্র, শিক্ষা, রাজা, মানব, বৎস, সন্তান, জননী, স্মৃতি, নদ, নদী, পদ্ম, প্রশ্ন, নৃত্য, বর্ষা, গ্রাম, বন, কন্যা,

অস্ত্র, রণ, যুদ্ধ, জীবন, অমৃত, রবি, শশী, প্রস্তুত, পথ, ভূমি, সঞ্চয়, সমর, নতুন, নির্গমন, সিন্ধু, ঢাল, তাপস, জল, বণিক, ব্রাক্ষণ, নৌকা, কৃপণ, ক্ষমতা, ক্ষমা, দীক্ষিত, বধূ, পণ, প্রস্থান ইত্যাদি।

ততসম বা সংস্কৃত শব্দের মনে রাখার কৌশল:
হস্তে যদি থাকে শক্তি
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র করবে ভক্তি
ভবনের পত্র ধর্ম
লাভ ক্ষতি মনুষ্য পর্বতের কর্ম
সন্ধায় করোনা ভোজন শয়ন গমন।

২. অর্ধ- তৎসম শব্দঃ যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দরূপে অবিকৃত নেই; অথচ পূর্ণ তদ্ভব রূপও প্রাপত হয়নি, লোকের মুখে শৃঙ্খলাহীনভাবে ভেঙ্গে খুব সহজে উচ্চারিত হয়, সেগুলোকে অর্ধ- তৎসম শব্দ বলা হয়। 'কৃষ্ণ' একটি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ। এটি প্রকৃত বা অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে বাংলায় তদ্ভবশব্দরূপে কান্হাই, কানাই বা কানু রূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এটি আবার লোক মুখে বিকৃত হয়ে অর্ধ- তৎসম শব্দ কেষ্ট হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শতকরা ৫ ভাগশব্দই অর্ধ- তৎসম শব্দ। যেমন: গতর (তৎসম- গাত্র, তদ্ভব- গা), নেমন্তন্ন (তৎসম- নিমন্ত্রণ), ছেরাদ্দ (তৎসম- শ্রাদ্ধ), বেরাক্ষণ (তৎসম- ব্রাক্ষণ), আদা (তৎসম- আদ্রক), ক্ষিদে (তৎসম- ক্ষুধা), গিন্নী (তৎসম- গৃহিণী), মচ্ছব (তৎসম- মহোৎসব), পুরুত (তৎসম- পুরোহিত), বোষ্টম (তৎসম- বৈষ্ণব), মাগগী (তৎসম- মহার্ঘ), আঁধার (তৎসম- অন্ধকার), হাঁস (তৎসম- হংস), কুমার (তৎসম- কুম্ভকার), কামার (তৎসম- কর্মকার), সোনা (তৎসম- স্বর্ণ), লোহা (তৎসম- লৌহ), চোখ (তৎসম- চক্ষু), জোছনা (তৎসম- জ্যোৎস্না), ঘেন্না (তৎসম- ঘৃণা), পেন্নাম (তৎসম- প্রণাম), ছাতা (তৎসম- ছত্র), গাধা (তৎসম- গর্দভ), সত্যি (তৎসম- সত্য), গেরস্থ (তৎসম- গৃহস্থ), যতন (তৎসম- য়ত্ন), চামার (তৎসম- চর্মকার), রাত্তির (তৎসম- রাত্রি), বিষ্টি (তৎসম- বৃষ্টি), সূয্যি (তৎসম- সূর্য), গতর (তৎসম- গাত্র), মিষ্টি (তৎসম- মিষ্ট), রতন (তৎসম- রত্ন), রোদ্দুর (তৎসম- রৌদ্র), বিচ্ছির (তৎসম- বিশ্রী), পিঠ (তৎসম- পৃষ্ট), কুচ্ছিত (তৎসম- কুৎসিত), কিচ্ছু (তৎসম- কিছু), বাতি (তৎসম- বার্তিকা), সোয়াদ (তৎসম- স্বাদ), মন্তর (তৎসম- মন্ত্র), সক্কল (তৎসম- সকল), প্ররান (তৎসম- প্রাণ), পরশ (তৎসম- স্পর্শ), পীরিত (তৎসম- প্রীতি), তেষ্টা (তৎসম- তৃষ্ণা), বাদ্যি (তৎসম- বাদ্য) ইত্যাদি।

কিছু অর্ধ ততসম শব্দের মনে রাখার কৌশল:
গিন্নী জ্যোছনা কুচ্ছিত গতরে বোষ্টমের বাড়িতে নেমন্তন খেতে যান,
পুরুত ও কেষ্ট খিদে পেয়ে আদা খান।

৩. তদ্ভব শব্দঃ যেসব শব্দ মূল সংস্কৃত অথচ কালক্রমে প্রকৃত ভাষার মধ্যে পড়ে লোকের মুখে বিকৃতপ্রাপ্ত হয়ে রূপ পরিবর্তিত হয়েছে, সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, "যেসব শব্দ মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ।"

তদ্ভব কথাটির অর্থ তৎ (তা) থেকে ভব (উৎপন্ন) , অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ থেকে উৎপন্ন। বাংলা ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে এগুলো গ্রহন করেছে। ড, এনামুল হকের মতে খ্যাতনামা লেখকদের রচনায় শতকরা ষাট ভাগই তদ্ভব শ্রেণীর অর্ন্তগত। শরীরের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের যাবতীয় নাম, পেশাবাচক শব্দ, পশু- পাখি ও প্রাকৃতিক বস্তুর নাম, ঘর- সংসারের জিনিসপত্র, সংখ্যাবাচক শব্দ, তারিখ, ক্রিয়াবাচক শব্দ, অব্যয় ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ তদ্ভব শ্রেণীভূক্ত। এ শব্দগুলো বর্ণবিন্যাসে, বাহ্য আকৃতিতে, উচ্চারণে এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থের দিক থেকে এমনভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে যে এগুলো এখন আর সংস্কৃত শব্দ বলে মনে হয় না। যেমন: কর্ণ সংস্কৃত শব্দের প্রকৃত রূপ হচ্ছে কন্ন। এ 'কন্ন' শব্দ থেকেই 'কান' তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। নিচে তদ্ভব শব্দের পরিবর্তন ধারার কতিপয় নমুনা দেওয়া হল:

সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা(তদ্ভব)	সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা(তদ্ভব)	সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা(তদ্ভব)
সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ	হস্ত > হথ >	সর্ব > সব > সব

Written By: Mozahidul Islam, fb: Dream-Catcher Mozahid, My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

	হাত	
মৃত্তিকা > মিত্তিকা > মাটি	ভ্রান্ত > ভুল্ল > ভুল	পত্র > পত্ত > পাত
ঘটিকা > ঘড়িআ > ঘড়ি	বঙ্ক > বংক > বাঁক	তঙ্ক > টঙ্কা > টাকা
চন্দ্র > চন্দ্র > চাঁদ	অদ্য > অজ্জ > আজ	মাতা > মাআ > মা
দধি > দহি > দই	পাদ > পাতা > পা	সন্তার > সংতার > সাঁতার
বক্ষঃ > বুকখ > বুক	ঘাত > ঘাঅ > ঘা	অঞ্চল > অংচল > আঁচল
বাটী > বাড়ী > বাড়ি	ভদ্র > ভল্ল > ভাল	ঘিত > ঘিঅ > ঘি
চলিত > চলই > চলে	দ- > দান্ত > দাঁত	অর্ধ > অদ্ধ > আধ
বধূ > বহু > বউ	গাত্র > গাআ > গা	কার্য > কজ্জ > কাজ
সীতা > সীথা > সিঁথি	সখি > সহি > সই	চক্র > চক > চাক
পাষাণ > পাবন> পাহাড়	বৃদ্ধ > বুড্ড > বুড়া	অক্ষি > অকিখ > আঁখি
গট্ট > ঘট্ট > ঘাট	অভ্যন্তর> ভীতর > ভিতর	সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ
কর্ণ > কন্ন > কান	নৃত্য > নাচ্চা > নাচ	মধু > মহু > মৌ
কার্য > কজ্জ > কাজ	মৎস্য > মচ্ছ > মাছ	সর্ব > সব্ব > সব
ভক্ত > ভত্ত > ভাত	মাতৃ > মাই > মা	তৈল > তেল্ল > তেল

তদ্ভব শব্দের কিছু উদাহরণঃ গোয়াল, গরু, ঘোড়া, উট, হাতি, গাধা, সাপ, সোনা, রুপা, আম, ছাতা, লাঠি, বাতি, হাত, পা, চোখ, কান, এক, দুই, তিন, পোয়া, সাড়ে, দেড়, আধ, মা, বাপ, ভাই, বোন, মামা, জ্যাঠা, কামার, বাঁদর, ভাত, ভাপ, মেয়ে, মড়ক, মাস, রাখাল. শিউলি, কুমার, পয়লা, দোসরা, পাঁচই, আমি, তুমি, তিনি, চলে, হয়, নাচে, কাল, ভালো, হালকা, পাতলা, বাছুর, বাঁঝা (বাঁজা), আজ, আলতা, আটপৌরে, দেউলিয়া, দেউটি, উনুন, এয়ো, ওঝা, চিড়া, ছুতা, ছাতা, জট, ঝি ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দের মনে রাখার কৌশল:

আখি আজ করেছে কাজ
মৌ পরেছে বিয়ের সাজ
বৌমা এনেছে ভাত মাছ
মাথায় হাত কানে দাত
চাদ সই করা তদ্ভবের কাজ।

৪. খাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশী শব্দঃ যেসব শব্দ অতি প্রাচীনকাল হতেই এদেশে প্রচলিত হয়ে আসছে, আর্য সভ্যতার প্রভাবে লোপ পায় নি বা বিকৃত ঘটে নি, বর্তমান সময়ের প্রচলিত আছে, সেগুলোকে দেশী শব্দ বলে। যেসব শব্দ দ্রাবিড়, কোন অথবা এদেশের আদিম অধিবাসী অর্নাযদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে সেগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশী শব্দ বলে।

খাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশী শব্দ সম্পর্কে মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেছেন, "বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের যেমন: কোল, মুন্ডা প্রভৃতি ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত আছে। এসব শব্দকে দেশী শব্দ নামে অবহিত করা হয়। অনেক শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন: কুড়ি (বিশ)- কোল ভাষা, পেট (উদর)- তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)- মুন্ডারী ভাষা।"

ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, “বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর মূলনির্ণয় করতে পারেন নি ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তবে মনে করা হয়েছে যে, উদ্ভবের আগে যে- সব ভাষা ছিল আমাদের দেশে, সে- সব ভাষা থেকেই এসেছে ঐ শব্দগুলো। এমন শব্দকে বলা হয় ‘দেশী শব্দ’। এগুলোকে কেউ কেউ বিদেশী বা ভিন্ন ভাষার শব্দের মতই বিচার করেন। কিন্তু এগুলোকে গ্রহন করা উচিত বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবেই। ডাব, ডিঙ্গা, ঢোল, ডাঙ্গা, ঝোল, ঢেউ এমন শব্দ। এগুলোকে কী করে বিদেশী বলি।”

এদেশে আর্যরা আগমনের পূর্বে কোল, মুন্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি অর্নায জাতির বসবাস ছিল। আর্যদের প্রভাবে তারা প্রভাবান্বিত হলেও কিছু শব্দ তারা আর্যদের উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা ভাষায় শতকরা দুইটি শব্দ এ উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। দেশী শব্দের মধ্যে কিছু অর্নায শব্দ এবং কিছু অজ্ঞাত শব্দও রয়েছে যার মূল জানা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়েনি। বাংলার পূর্ববর্তী প্রাকৃত ভাষায় এগুলো প্রবেশ করে এবং পরে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে।কতিপয় দেশী শব্দ: **ঢেঁকি, ঢোল, কাঁটা, খোঁপা, ডিঙি, কুলা, টোপর, খোকা, খুকি, বাখারি, কড়ি, ঝিঙা, কয়লা, কাকা, খবর, খাতা, কামড়, কলা, গয়লা, চঙ্গ, চাউল, ছাই, ঝাল, ঝোল, ঠাটা, ডাগর, ডাহা, ঢিল, পয়লা, চুলা, আড্ডা, ঝানু, ঝোঁপ, ডাঁসা, ডাব, ডাঙর, খোঁড়া, চোঙা, ছাল, ঢিল, ঝিঙা, মাঠ, মুড়ি, কালা, বউ, চাটাই, খোঁজ, চিংড়ি, কাতলা, ঝিনুক, মেকি, নেড়া, কুলা, ঝাটা, মই, বাদুর, বক, কুকুর, তেঁতুল, গাঁদা, শিকড়, খেয়া, লাঠি, ডাল, কলাকে, ঝাপসা, কচি, ছুটি, ঘুম, দর, গোড়া, ইতি, যাঁতা, চোঙা, খড়, পেট, কুড়ি, দোয়েল, খবর, খোঁচা, গলা, গোড়া, গঞ্জ, ধুতি, নেকা, বোবা, একটা ইত্যাদি।**

দেশি শব্দ মনে রাখার কৌশল:
এক **গঞ্জের কুড়ি ডাগড় টোপর মাথায়** দিয়ে **চোঙ্গা** হাতে **পেটের জ্বালায় চুলা কুলা ডাব ও ডিংগা** নিয়ে **টং** এর **মাচায়** উঠল।

অথবা, ইমন **মাঠ** থেকে **টোপরে** করে **ঝিঙে** তুলে **চোঙাওয়ালা ডিঙ্গায়** করে **গঞ্জে** যায়। সেখান থেকে **কুড়ি** টাকায় **কুলা, পাতিল, হাড়ি, মই, ঢেঁকি, ঝাঁটা, ডাব, ছাই** কিনে বাড়ি ফিরে।

৫.বিদেশী শব্দঃ যেসব শব্দ সংস্কৃত ছাড়া বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলা হয়।

এদেশের সাথে বিদেশী ভাষাভাষীদের বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচুর বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারের সাথে যুক্ত হয়ে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। মুসলমান শাসকেরা বহুদিন যাবত এদেশে শাসন করেছেন। তাঁরা ছিলেন বহিরাগত। তাঁদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি, রাজভাষা ছিল ফারসি এবং ঘরোয়া ভাষা ছিল তুর্কি। তাঁদের প্রভাবে এ তিন জাতের বহু শব্দ বাংলা ভাষার শব্দের সাথে যোগ হয়েছে। ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রায় আড়াই হাজারের মত ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে।

এর পরে এসেছে পর্তুগিজ ও ইংরেজরা। বহুদিনব্যাপি তারা এদেশ শাসন করেছে। ফলে প্রচুর পর্তুগিজ ও ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে। তাছাড়া ইংরেজি শব্দের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দও বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। নিচে বিদেশী শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

১. আরবি শব্দঃ অন্দর, অছিলা, অজুহাত, আতর, আজব, আখের, আদত, আক্কেল, আকবর, আবির, আমল, আমলা, আদাব- কয়দা, আমিন, আমানত, আয়েশ, আরক, আরশ, আসবাব, আলবত, আলাদা, আসামী, আসল, আলখাল্লা, আলোয়ান, ইজারা, ইজ্জত, ইনাব, ইনকিলাব, ইশারা, ইশতিএার, ইসলাম, ইহুদি, ইন্তিকাল, এলাকা, এজমালি, এজলাস, এক্তিয়ার, ওমরা, ওকালত, ওজন, ওয়াসিল, ওয়ারিশ, ওয়াস্তে, কসুর, কসাই, কলাই, কলপ, কাফন, কাফের, কামাল, কামিজ, কায়দা, কালিয়া, কায়েম, কাহিল, কিস্তি, কুলুপ, কুদরত, কুমকুম, কেতাব, কেত, কেরামতি, কেল্লাফতে, ক্রোক, খতম, খবর, খয়রাত, খতিয়ান, খাদিম, খাতির, খসড়া, খাজনা, খারাপ, খারিজ, খালি, খাসা, খেতাব, খেয়াল, খেসারত, খেলাপ, খোলা, গজল, গলদ, গড়গড়া, গোসা, গায়ের, গর, গরিব, গলদ, ছবি,

ছাদ, জনাব, জহর, জবাব, জমা, জমান, জামায়েত, জলদি, জলসা, জরিপ, জরিমানা, জল্লাদ, জাহাজ, জালিয়াত, জাহির, জিনিস, জিজিরা, জেরা, জেরাফ, জুলুম, জ্বালাতন, জৌলুস, তওবা, তকদির, তদবির, তকলিফ, তছরুফ, তহবিল, তলব, তফসিল, তবিয়ত, তফাৎ, তমশুক, তামাদি, তরফ, তর্জমা, তখত, তাগিদ, তাজিয়া, তালাক, তাজ্জব, তানপুরা, তারিফ, তামাম, তালু, তালিকা, তামিল, তুফান, তুলকামাল, তৈয়ার, তোড়া, তোয়াক্কা, দখল, দজ্জাল, দফা, দলিল, দফারফা, দাখিল. দাওয়াই, দায়রা, দালাল, দেনা, দোয়া, দুনিয়া, দোয়াল, দৌলত, নকসা, নকল, নবাব, নজির, নহবত, নাকাত, নাগাল, নেহাত, নিশা, নূর, নিকাশ, নিবা, নায়ের, নাজির, ফকির, ফক্কর, ফতে, ফতুর, ফতোয়া, ফরাস, ফসল, ফসকা, ফর্দ, ফায়দা, ফানুস, ফালার, ফাঁক, ফি, ফুরসত, ফেরার, ফোয়ার, ফৌজ, বহি, বই, বকেয়া, বন্দুক, বদর, বয়ান, বহর, বদল, বাতিল, বিলকুল, বাদে, বাবদ, বেসাতি, বিলাত, মকতব, বোরাক, মজবুত, মক্কেল, মজুদ, মঞ্জুর, মঞ্জিল, মদদ, মনি, মফস্বল, মলম, মর্জি, ময়দান, মশাল, মাশলা, মশগুল, মসজিদ, মসনদ, মহড়া, মহকুম, মস্করা, মহল্লা, মহব্বত, মহাফেজ, মাতব্বর, মাদ্রাসা, মাফ, মাফিক, মামলা, মারফত, মামুলি, মাল, মালিক, মাল্লা, মাসহারা, মিনার, মিছরি, মিসর, মুনশী, মুনাফা, মুনসেফ, মুরব্বী, মুলতবী, মুলুক, মুসলিম, মুসাফির, মুসাবিদা, মুশকিল, মুহুরি, মেজাজ, মেরামত, মোকদ্দমা, মেহনত, মোসাহেব, মোক্ষম, মৌলবী, মোতায়েন, মোকাবিলা, মোক্তার, মোলায়েম, মোল্লা, মৌসুমি, রদ, রপ্ত, রফা, রাশি, রায়ত, রিপু, রুজু, রেওয়াজ, রোয়াক, লহমা, লাখেরাজ, লায়েক, লেপ, লেফাফা, লেবু, লোকসান, শরবত, শখ, শয়তান, শরাব, শারিক, শহীদ, শুরু, শর্ত, সই, সড়কি, সদর, সন, সফর, সনদ, সবুর, সহিস, সাকিন, সাফ, সাবেক, সামাল, সিকি, সিন্দুক, সুলতান, হক, হজম, হদ্দ, হরফ, হরকত, হাওলাত, হাজত, হাকিম, হামলা, হারাম, হাল, হালত, হাসিল, হালুয়া, হিকমত- হিম্মত, হিসাব- নিকাশ, হুকুম, হুজ্জত, হুলিয়া, হেফাজত ইত্যাদি।

নিচে আমার দুটি কবিতা শেয়ার করলাম আরবি শব্দ মনে রাখার জন্য:

ধর্মসংক্রান্ত কিছু শব্দ মনে রাখার কৌশল:
ওযু গোসল করে পড়ি **হাদিস কোরআন**
মেনে চলি আরো যত **হালাল হারাম**
হজ্ব, যাকাত, তসবি আর **কোরবানি** করি
আল্লাহর কাছে আরো **তওবা** পড়ি
ঈমান রাখি **কেয়ামত, জান্নাত, জাহান্নামে**
তাতেই পূর্ণতা **ইসলামে**.. ।

কিছু প্রশাসনিক শব্দ মনে রাখার কৌশল:
'আজ **নগদ**, কাল **বাকি**'
তবুও **মহকুমা মোক্তারের** অনুরোধ রাখি
মুন্সেফকে **দোয়াত- কলম- কিতাব** দিলেন বাকি
গায়েব হইল **মুন্সেফ মোক্তার** পড়িলেন বিপাকে
আলেম, এলেম নিয়ে গেলেন খুজিতে তাকে
হল না কিছুই **ওজর এজলাস কানুন কেচ্ছা**তে
উকিল ধরে শেষে **রায়** পেলেন **আদালতে**..।

২. ফারসি ও ফরাসি শব্দঃ মূলত আরবি, তুর্কি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ হিসেবে পরিচিত। যেমন:
ফারসি ও আরবি মিশ্রণঃ আজগুবি, আবহাওয়া, খামখেয়াল, কুচকাওয়াজ, খুনখানাপ, খোশমেজাজ, খোদাতালা, জবরদখল, গরম মশ্লা, দস্তখত, দহরম- মহরম, নাবালক, নাদাবি, নাহক, নারাজ, নেক, নজর, নিমকহারাম, বেয়াকুব, বে- কসুর, বাজিমাত, বেহদ্দ, বেফাঁস ইত্যাদি।

ফারসি ভাষা থেকে আগত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দ:
আন্দাজ, আওয়াজ, আফসোস, আবহাওয়া, অজুহাত, আবাদ, আদমি, আমদানি, আমেজ, আয়না, আরাম, আসমান, আস্তানা, আশকারা, ইয়ার, ওস্তাদ, কামাই, কারখানা, কারবার, কারিগর, কিনারা, কিশমিশ, কুস্তি, কোমর, খাতা, খরচ, খঞ্জর, খরগোশ, খুব, খোদা, কম, বেশি, জোড়, তোপ, চশমা, জবানবন্দি, মোকদ্দমা, মালিক, সিপাহী, গুনাহ, গোলাপ, রোজ, গোয়েন্দা, চাকরি, চাঁদা, চাকর, চালাক, চেহারা, জবাব, দরজা, তীর (বাণ), তৈয়ার, তারিখ, দরবার,দোকান,দরিয়া, দারোয়ান, বস্তা, বাজি, বান্দা, বাদশাহ, বেগম, দস্তখত, দৌলত, দোযখ, নামাজ, নালিশ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা, মজুর, ময়দা, মোরগ, মাহিনা, মিহি, মেথর, রপ্তানি, রাস্তা, রসদ, রুমাল, রেশম, লাশ, শহর, শায়েস্তা, শিরনামা, সওদা, সবজি, সবুজ, সরকার, সর্দি, সাজা, সাদা, সানাই, সে (তিন), হপ্তা, হাজার, হিন্দু, হাঙ্গামা, কার্তুজ, কাফে, কুপন, রেস্তোরা, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ইত্যাদি।

কিছু ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশল:
চশমার দোকানদার ও **কারখানার মেথর রোজার** দিনে **নামায** না পড়ায় **বেগম বাদশার** কাছে **নালিশ** করলেন। তাই শুনে **বাদশা** তাদেরকে **দরবারে** ডেকে **দস্তখত** নিয়ে **জানোয়ার ও বদমাশ** বলে **দোজখে** পাঠালেন।

ফরাসী(ফ্রান্স) শব্দ মনে রাখার কৌশল:
গেরেজে কার্তুজের ডিপোতে বুর্জোয়া ইংরেজ ওলন্দাজদের রেস্তোরার কুপন আছে।

আরবি- তুর্কি মিশ্রণঃ খাজাঞ্চি।

৩. তুর্কি শব্দঃ ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলায় তুর্কি শব্দ চল্লিশটির বেশী হবে না। আলখাল্লা, কুলি, কোর্মা, খাতুম, বেগম, লাশ, বাবা, বাবু, চাকু, বোচকা, দারোগা, ফিরিঙ্গি, ফালতো ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ শব্দ মনে রাখার কৌশল:
বিবি বেগম কোর্মা খায়
বাবা বাহাদুর দেশ চালায়।
দারোগা বাবু তাকিয়ে দেখে
গালিচায় কুলির **লাশ**।
চাকু হাতে **বাবুর্চি** তাই দেখে হতবাক।

অথবা, **উজবুক দারোগা চাকর, কুলি ও বাবুর্চিদের চকমক চাকু কাঁচি দিয়ে লাশ** কাটতে আদেশ দিলেন।

৪. ইংরেজী শব্দঃ অফিস, আর্ট, আস্তাবল, এনামেল, এজেন্ট, ইঞ্জিন, কংগ্রেস, কনস্টেবল, কফি, কমা, ক্যাপ্টেন, কার্নিশ, কলেজ, কেক, কেটলি, কেয়ার, কোরেসিন, কেস, কোর্ট, কোট, কোম্পানি, ক্যামাবিস, কামেরা, ক্রীশ্চান, ক্লাব, ক্লার্ক, গার্জেন, গেজেন্ট, গেঞ্জি, গেট, গেলাস, চেক, চেয়ার, চেন, জেটি, জেল, জ্যাকেট, টাইপ, টিকিট, টিফিন, টিন, টেবিল, টেলিগ্রাম, ট্যাক্সি, ট্রাম, ট্রেন, ডক, ডজন, ডাক্তার, ডিপো, ড্রাম, ড্রেন, থিয়েটার, নম্বর, নিব, পকেট, প্যাকেট, পাউডার, পাস, পার্শ্বেল, পালিশ, পিয়ন, পুলিশ, পেট্রোল, পেন, পেনসিল, পেনসন, ফোন, ফটো, ক্রক, বাক্স, ফ্যাশন, ফ্লাট, বোনাস, মাস্টার, মাইল, মিটার, মেস, ম্যানেজার, সার্কাস, সার্জন, সিগ্যানাল, সেমিকোলন, সিনেমা, সেমিজ, হল, শার্ট, স্টেশন, হাইকোর্ট ইত্যাদি।

৫. পর্তুগিজ শব্দঃ ক্রুশ, পাদ্রি, গির্জা, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, কামরাঙা, কপি, বাতাবি, তামাক, আতা, চাবি, তোয়ালে, বোতল, বালতি, গামলা, গুদাম, বারান্দা, ফিতা, পেরেক, কামরা, টুপি, আলকাতরা, কামিজ, বোতাম, মিস্ত্রি, আচার, বাসন, পাচার, আয়া, আলপিন, কেদারা, কোরানি, গরাদ, জানালা, পারদ, পাউরুটি, পিস্তল, বেহালা, বোমা, মার্কা, মাস্তুল, সাবান, গুদাম, সাগু ইত্যাদি।

পর্তুগীজ শব্দ মনে রাখার কৌশল:
গীর্জার **পাদ্রী চাবি** দিয়ে **গুদামে**র **আলমারি** খুলে তাতে **আনারস পেঁপে পেয়ারা আলপিন** ও **আলকাতরা** রাখলেন। **কেরানি** দিয়ে **কামরা** পরিষ্কার করে **জানালা** খুলে দিলেন। তারপর **পেরেক ইস্ত্রি ইস্পাত ও পিস্তল** বের করে **বালতি**তে রেখে **বোমা** বানালেন।

অথবা, [এইটা কিন্তু আমি লিখি নাই .. হাহা] **বিস্তি সাবান, বালতি ও তোয়ালে** নিয়ে **কামরায়** ঢুকিল। সে ঝর্ণা ছাড়িয়া তার **কামিজের বোতাম ও ফিতা** খুলিতে লাগিল। এমন সময় **আতা জানালায় টোকা** মারিল। **কেরানী বারান্দার কেদারায়** বসিয়া ইহা দেখিয়া ফেলিল। **আয়া পেপে , পেয়ারা, পাউরুটি, আচার, সাগু ও সালসা** নিয়ে **বারান্দায়** আসিল। তারা **ফালতো মস্করা** করে একটি গান গাইল - স্বামী আর **ইস্তিরি**
পেরেক মারে **মিস্ত্রি।**

৬. ওলন্দাজ শব্দঃ ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, টেক্কা, তুরুপ, চিরাতন, ইস্কুল ইত্যাদি।

ওলন্দাজ শব্দ মনে রাখার কৌশল: ওলন্দাজরা ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন দিয়ে তাস খেলে।

৭. হিন্দি শব্দঃ জঙ্গল, কুত্তা, আচ্ছা, সঙ্গ, ঠান্ডা, ভরসা, বাচ্চা, চানাচুর, চেহারা, খিল, ঝুট, চিজ, পানি, কমলা, খানাপিনা, চরকা, চাহিদা, কাহিনী, চামেলি, তাহড়া, আন্দাজ, সাথী ইত্যাদি।

৮. চীনা শব্দঃ চা, চিনি, লিচু, এলাচি, সিঁদুর, টাইফুন, হোয়াংহো, সার্টিন, গুলাচি (ফুল) ইত্যাদি।

৯. জাপানি শব্দঃ রিকশা, সাম্পান, প্যাগোডা, হারিকিরি, হাস্নাহেনা, নিম্পন ইত্যাদি।
[টেকনিক: **হাস্নাহেনা হারিকিরি রিক্সায়** চড়ে **ক্যারাটে, প্যাগোড়া** ও **সুনামী** ;) দেখতে গেল।
১০. ইতালি শব্দঃ গেজেট, ম্যালেরিয়া, ম্যাজেন্টা, রোম ইত্যাদি।
১১. ইন্দোনেশীয় শব্দঃ বর্তমান, বাতাবি ইত্যাদি।
১২. বর্মী শব্দঃ ফুল, ফুঙ্গি, লুঙ্গি, লামা, নাপ্পি, আরাকান ইত্যাদি।
১৩. মারাঠি শব্দঃ যৌথ, বর্গী ইত্যাদি।
১৪. রুশ শব্দঃ সোভিয়েত, বলশেভিক, কমিউন, স্পুৎনিক ইত্যাদি।
১৫. গুজরাটি শব্দঃ হরতাল, জয়ন্ত্রী, খদ্দর ইত্যাদি।
১৬. মালয়: কাকাতুয়া, গুদা, কিরিচ, সাগু।
১৭. জার্মানি : ফ্যুরার
১৮. পেরু : কু ইনাইন
১৯. অস্ট্রেলিয়া : ক্যাঙ্গারু
২০. ইতালি: ম্যাজেন্টা;
২১. রুশ : বলশেভিক;
২২. সিংহল : বেরিবেরি।
২৩. গ্রিক : কেন্দ্র, দাম, সুরঙ্গ।
২৪. সাঁওতালি : বোঙ্গা, হাঁড়িয়া।
২৫. তামিল : চেট্টি।
২৬. পাঞ্জাবি: তরকা।
২৭. তিববতি: লামা;
২৮. মারাঠি : বরগি।
২৯. দক্ষিণ আফ্রিকা: জেব্রা;

■ অর্থানুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ:

অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দ সমূহকে তিনভাগে ভগা করা হয়েছে। যেমন:
১. যৌগিক শব্দ, ২. রূঢ় বা রুঢ়ি শব্দ ও ৩. যোগরূঢ় শব্দ

১. যৌগিক শব্দঃ যেসব শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে গঠিত হয় এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে যেসব শব্দের ব্যবহারিক অর্থের সাথে অভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।
যেমন: কৃ + তব্য = **কর্তব্য** (যা করা উচিত); [ব্যবহারিক অর্থও একই ।]
গৈ + অক = **গায়ক** (গান করে যে)।
টেকনিক: **মধুর গায়ক কর্তব্য** না করে **বাবুয়ানা** ভাব করে **দৌহিত্রকে** নিয়ে **চিকামারতে** গেল।

২. রূঢ় বা রুঢ়ি শব্দঃ যেসব প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ উহার প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ না করে জন সমাজে প্রচলিত পৃথক অর্থ বুঝায়, অর্থাৎ অন্য কোন বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, সেসব শব্দকে রূঢ় শব্দ বা রুঢ়ি শব্দ বলে। যেমন হস্তী (হস্ত + ইন) অর্থাৎ হস্ত বা হাত আছে যার। কিন্তু প্রচলিত অর্থে হস্তী বলতে বিশেষ পশু শ্রেণীকে নির্দেশ করে। অনুরূভাবে:

রূঢ়	ব্যুপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
দুহিতা	যে দোহন করে	কন্যা
রাখাল	যে রক্ষা করে	যে গবাদিপশু চরায়
অতিথি	যার স্থিতি নেই	মেহমান
হরিণ	যে হরণ করে	পশুবিশেষ
পাঞ্জাবী	পাঞ্জাব দেশের অধিবাসী	জামা বিশেষ
গবাক্ষ	গরুর চোখ	জানালা
কুশল	যে কুশ আহরণ করে	নিপুণ
বাঁশি	বাঁশের তৈরি	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
স্বতন্ত্র	যার নিজের তন্ত্র আছে	দলভুক্ত নয়
অর্ধাঙ্গিনী	অর্থ অঙ্গের অধিকারী	স্ত্রী
শুশ্রুষা	শোনার ইচ্ছা	রোগীর সেবা করা
প্রবীণ	প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি	বয়স্ক ব্যক্তি
গো	যে গমন করে	গরু
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন

টেকনিক: তেলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে **প্রবীণ** ব্যক্তি **অর্ধাঙ্গিনী** নিয়ে **গবেষণা** সম্পন্ন করে **হস্তীর** পিঠে চড়ে **রাখালের স্বতন্ত্র বাঁশি** শুনতে গেল।

৩. যোগরূঢ় শব্দঃ সমাস নিষ্পন্ন যেসব শব্দ পূর্ণভাবে সমাস্যমান পদসমূহের অর্থের অনুগামী না হয়ে কোন নির্দিষ্ট অর্থপ্রকাশ করে, তাদেরকে যোগরূঢ় শব্দ বলে।

যেমন- পঙ্কে জন্মে যা = **পঙ্কজ**। পঙ্কে বা পুকুরে অনেক কিছু জন্মালেও পঙ্কজ বলতে শুধুমাত্র পদ্মফুলকে বুঝায়।
অনুরূপভাবে:

যোগরূঢ়	ব্যুপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
সারোজ	সরোবরে জন্মে যে	পদ্ম
জলদ	জল দেয় যা	মেঘ
অন্ন	খাদ্য দ্রব্য	ভাত

অসুখ	সুখের অভাব	অসুস্থতা
বলদ	যে বল দান করে	গুরু
বৈবাহিক	বিবাহের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত	পুত্র বা কন্যার শ্বশুর
সুহৃদ	সুখের হৃদয় যার	বন্ধু
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা	মৃত্যু
জলধি	জল ধারণ করে যে	সমুদ্র

টেকনিক: পঙ্কজ রাজপুত বলদ নিয়ে **মহাযাত্রা** করে তার **অসুখী সুহৃদ জলদি**র পরিবারের সাথে দেখা করে।

■ গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ:

শব্দ গঠনের দিক থেকে বিচার করলে বাংলা ভাষার সকল শব্দকেই প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন: ১. মৌলিক শব্দ ও ২. সাধিত শব্দ বা যৌগিক শব্দ।

১.মৌলিক শব্দঃ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙ্গা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। তাই মৌলিক শব্দ হচ্ছে ভাষার অবিভাজ্য স্পষ্ট অর্থযুক্ত শব্দ। যেমন- মা, বাবা, বই, খাতা, বল, কলম, ভাই, বোন, হাত, পা, মুখ, কান ইত্যাদি। এসব শব্দকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলেও কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব শব্দ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে বলে এদেরকে স্বয়ংসিদ্ধ শব্দও বলা হয়।

মৌলিক শব্দগুলোকে ভাঙা যায় না বলে এগুলোকে প্রকৃতিও বলা হয়। প্রকৃতি দুই প্রকার। যেমন: ক, নাম প্রকৃতি ও খ. ক্রিয়া প্রকৃতি।

ক. নাম প্রকৃতিঃ যেসব শব্দ দ্বারা বস্তু, জাতি, প্রাণী, জাতি, স্থান, গুণ বা দোষের নাম বুঝায়, তাকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন: বই, পাথর, লাল, কাল, ঢাকা ইত্যাদি।

খ. ক্রিয়া প্রকৃতিঃ ক্রিয়ার মূলকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু। যেমন: র্ক, র্ধ, র্ম ইত্যাদি।

২. সাধিত শব্দ বা যৌগিক শব্দঃ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যে সব শব্দকে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙ্গা যায় এবং শব্দের ভগ্ন অংশ থেকেও তার পুরোপুরি অর্থ বোধগম্য হয়, সেই বিভাজ্য শব্দকে সাধিত শব্দ বলা হয়। যেমন: মেঘ + লা = মেঘলা, হাত + পাখা = হাতপাখা, বাবু + গিরি = বাবুগিরি, দ্বি + ধা = দ্বিধা, হাত + ল = হাতল ইত্যাদি।

সাধিত শব্দকে গঠন প্রকৃতির দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ক. কৃদন্ত শব্দ, খ. তদ্ধিতান্ত শব্দ ও গ. সমাসবদ্ধ শব্দ।

ক. কৃদন্ত শব্দঃ ধাতুর সাথে কৃৎপ্রত্যয় যোগে যে শব্দ গঠিত হয়, তাকে কৃদন্ত শব্দ বলে। যেমন: √লড় + আই = লড়াই, √ঘুম + অন্ত = ঘুমন্ত, √রাখ + আল = রাখাল ইত্যাদি।

খ. তদ্ধিতান্ত শব্দঃ মৌলিক শব্দের সাথে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যেশব্দ গঠিত হয়, তাকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। যেমন: রূপা + আলি = রূপালি, ঢাকা + আই = ঢাকাই, ছাপা + আনা = ছাপাখানা, দুষ্ট + আমি = দুষ্টামি ইত্যাদি।

গ. সমাসবদ্ধ শব্দঃ সমাসের নিয়মে একাধিক শব্দ সহযোগে যেসব শব্দ গঠিত হয়, তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। যেমন: নদী মাতা যার = নদীমাতৃক, সিংহ চিহ্নিত যে আসন = সিংহাসন, চাঁদের ন্যায় মুখ = চাঁদমুখ ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও নানা পদ্ধতিতে শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন:

১. **উপসর্গযোগেঃ** উপসর্গের নিজস্ব বা আলাদা কোন অর্থ নেই। মূল শব্দের পূর্বে উপসর্গ প্র, পরা, পরি, সু ইত্যাদি বসে নতুন শব্দ গঠন করে। শব্দ আদিতে প্র:যোগেঃ প্রধান, প্রচার, প্রগতি, প্রসিদ্ধ ইত্যাদি। অ:যোগেঃ অদেখা, অচেনা, অবেলা ইত্যাদি।

২. **বিভক্তিযোগেঃ** ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির। এখানে ডাঙ্গা + য় = ডাঙ্গায় এবং জল + এ = জলে, যথাক্রমে 'য়' ও 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

৩. **সন্ধির সাহায্যেঃ** পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা, যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট, সম্ + লাপ = সংলাপ, অতি + আচার = অত্যাচার, বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, নে + অন = নয়ন, গৈ + অক = গায়ক ইত্যাদি।

৪. **পদের দ্বিরুক্তিতেঃ** গ্রামে: গ্রামে, ভালোয়: ভালোয়, ভাইয়ে: ভাইয়ে ইত্যাদি।

৫. **পদ পরিবর্তনের সাহায্যেঃ** লোক:লৌকিক, মুখ:মৌখিক, জাতি:জাতীয়, ভদ্র:ভদ্রতা, বিবাহ:বিবাহিত, মেধা:মেধাবী ইত্যাদি।

৬. **সমাস নিষ্পন্ন দ্বারাঃ** পঙ্কে জন্মে যা ঃ পঙ্কজ, গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গয়ে হলুদ, চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা ইত্যাদি।

৭. **সংখ্যাবাচক শব্দযোগেঃ** এগার, এগারই, একাদশ, একত্রিশ, একত্রিংশ, একত্রিশে ইত্যাদি।

■ **বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মিশ্র শব্দ**

বাংলা ভাষায় নানা জাতের শব্দের সমাবেশে এর ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের মধ্যে পারস্পারিক মিল সাজশে তথা শব্দ বা প্রত্যয়যোগে যেসব নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে সেগুলোকে মিশ্র বা শংকর শব্দ বলা হয়। যেমন:

বিদেশী- দেশী শব্দযোগেঃ রাজাউজীর, হাটবাজার, ধনদৌলত, মাস্টারমশাই, পাইরুটি, ডাক্তারবাবু, ফুলহাতা, হেডপ- িত ইত্যাদি।

বিদেশী- বিদেশীঃ হেডমৌলবী, পুলিশসাহেব ইত্যাদি।

প্রত্যয়যোগে মিশ্র শব্দঃ ডেপুটিগিরি, প- িতি, মাস্টারি, গৃহিণীপনা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মোট সোয়া লক্ষের মত শব্দ রয়েছে। এর মধ্যে তৎসম শব্দের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার, আরবি- ফারসি আড়াই হাজার, তুর্কি ও ইংরেজি শব্দ প্রায় আটশ এবং শ দেড়েক শব্দ রয়েছে পর্তুগীজ ও ফারসি। এছাড়া বিদেশী কিছু সংখ্যক শব্দও রয়েছে। অন্যান্য শব্দ তদ্ভব ও দেশী।

দ্বিরুক্ত শব্দ:

দ্বিরুক্ত শব্দ: দ্বিরুক্ত শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'দ্বি+উক্ত'। অর্থাৎ, যা দুইবার বলা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ বা পদ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে অন্য একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। কোন শব্দ বা পদ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন- 'আমার জ্বর জ্বর লাগছে।' এখানে 'জ্বর জ্বর' দ্বিরুক্ত শব্দটি ঠিক 'জ্বর' অর্থ প্রকাশ করছে না। জ্বরের ভাব প্রকাশ করছে।

দ্বিরুক্ত শব্দ ৩ প্রকার- শব্দের দ্বিরুক্তি, পদের দ্বিরুক্তি ও অনুকার দ্বিরুক্তি।

(ক) শব্দের দ্বিরুক্তি

১. একই শব্দ অবিকৃতভাবে দুইবার ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- ভাল ভাল বই, ফোঁটা ফোঁটা জল, বড় বড় বাড়ি, ইত্যাদি।

২. সহচর শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হতে পারে। দুটি সম্পর্কিত শব্দকে সহচর শব্দ বলা যায়। যেমন, 'কাপড়-চোপড়' সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ। 'কাপড়' অর্থ গা ঢাকার জন্য যেসব পরা হয়। আর কাপড়ের সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে যেগুলো পরা হয় সেগুলোই 'চোপড়'। অর্থাৎ, এই দুটি শব্দ পরস্পর সম্পর্কিত। তাই এই দুটি শব্দ সহচর শব্দ। এরকম- লালন- পালন, খোঁজ- খবর, ইত্যাদি।

৩. একই শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে পরেরবার একটু পরিবর্তিত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ হতে পারে। যেমন- মিট- মাট, ফিট-ফাট, বকা- ঝকা, তোড়- জোড়, গল্প- সল্প, রকম- সকম, ইত্যাদি।

৪. সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ হতে পারে। যেমন- ধন- দৌলত, বলা- কওয়া, টাকা- পয়সা, ইত্যাদি।

৫. বিপরীতার্থক শব্দযোগেও দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন- লেন- দেন, দেনা- পাওনা, ধনী- গরিব, আসা-যাওয়া, ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিরুক্তি/ পদাত্মক দ্বিরুক্তি

পদ বা বিভক্তিযুক্ত শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে পদের দ্বিরুক্তি বা পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হতে পারে-

১. একই পদ অবিকৃতভাবে পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে। যেমন- ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো। মনে মনে আমিও এ কথাই ভাবছিলাম।

২. দ্বিতীয় পদ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে। তবে এক্ষেত্রেও পদ- বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ, মূল শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন- আমরা হাতে- নাতে চোরটাকে ধরেছি।

৩. সহচর, সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ একই বিভক্তি যুক্ত হয়ে পরপর ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- আমার সমত্মান যেন থাকে দুধে- ভাতে। দেশে বিদেশে বইটি লিখেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী, আর পথে- প্রবাসে লিখেছেন মুহম্মদ এনামুল হক।

<u>#পদাত্মক দ্বিরুক্তির প্রয়োগ</u>

#বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি:

(উল্লেখ্য, বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি হলে সেগুলো বিশেষণ পদের মত কাজ/ আচরণ করে। অর্থাৎ, বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি হলে সেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।)

১. আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান

২. সামান্য বোঝাতে : আমার জ্বর জ্বর লাগছে। কবি কবি ভাব।

৩. পরম্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। ওরা বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলছে।

৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।

৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে : তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
৬. আগ্রহ বোঝাতে : ও দাদা দাদা বলে ডাকছে।

#বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি

১. আধিক্য বোঝাতে : ভাল ভাল আম। ছোট ছোট ডাল।
২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপী। নরম নরম হাত।
৩. সামান্যতা বোঝাতে : উড়ু উড়ু ভাব। কাল কাল চেহারা।

 # সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি

১. বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : সে সে লোক কোথায় গেল? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।

 # ক্রিয়াপদের/ ক্রিয়াবাচক পদের দ্বিরুক্তি

১. বিশেষণ রূপে : রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব আর গেল না।

২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে এল।
৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যাও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কিভাবে?
৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেছি।

 # অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি এত খারাপ!

২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।
বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ
সতর্কতা বোঝাতে : ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো।

ভাবের প্রগাঢ়তা বোঝাতে : ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা।
কালের বিসত্মার বোঝাতে : থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে।
আধিক্য বোঝাতে : লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান।
: খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।

পদ

পদ : বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে।

বাক্যে যখন শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়। এগুলোকে বলে বিভক্তি। যে সব শব্দে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোন বিভক্তি যুক্ত হয়নি, সে সব শব্দেও একটি বিভক্তি যুক্ত হয়। একে প্রথমা বিভক্তি বা শূণ্য বিভক্তি বলে। ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে তাতে বিভক্তি যুক্ত হতে হয়। আর তাই কোন শব্দ বাক্যে বিভক্তি না নিয়ে ব্যবহৃত হলেও তার সঙ্গে একটি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তাকে শূণ্য বিভক্তি বলা হয়।

অর্থাৎ, **বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলে**।

পদের প্রকারভেদ : পদ প্রধানত ২ প্রকার- সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ আবার ৪ প্রকার- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া।

অর্থাৎ, **পদ মোট ৫ প্রকার**-

১. বিশেষ্য
২. বিশেষণ
৩. সর্বনাম
৪. ক্রিয়া
৫. অব্যয়

[শব্দের শ্রেণীবিভাগ হলো- তৎসম, অর্ধ- তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি। অন্যদিকে পদের শ্রেণীবিভাগ হলো- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। দুইটিই ৫ প্রকার।]

যখন পর্যন্ত কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তখনো সেটি কোন পদ নয়। কোন শব্দ কোন পদ হবে তা নির্ভর করে বাক্যে কিভাবে ব্যবহৃত হলো তার উপর। তাই কোন শব্দকে আগেই বিশেষ্য বা বিশেষণ বলে দেয়া ঠিক নয়। যেমন-

তোমার <u>হাতে</u> কি?

ডাকাত আমার সব <u>হাতিয়ে</u> নিয়েছে।

জঙ্গীরা <u>হাত</u> বোমা মেরে পালিয়ে গেলো।

প্রথম বাক্যে হাত শব্দটি বিশেষ্য। আবার দ্বিতীয় বাক্যে এই হাত শব্দটিই একটু পরিবর্তিত হয়ে ক্রিয়া হয়ে গেছে। আবার তৃতীয় বাক্যেই আবার হাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ হিসেবে।

[তবে প্রশ্নে শুধু শব্দ দিয়ে সেটি কোন পদ জিজ্ঞেস করলে সাধারণত শব্দটি যে পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটি দিতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি শব্দই সাধারণত একেক পদ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় একেক রূপ নেয়। যেমন, 'হাত' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে কোন বিভক্তি নেয়নি, কিন্তু বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় বিভক্তি নিয়েছে। আবার ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় প্রত্যয় নিয়েছে। এভাবে **প্রশ্নের শব্দটিকে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করে কোন পদ নির্ণয় করা যেতে পারে**।]

বিশেষ্য পদ

কোন কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে।

যে পদ কোন ব্যক্তি, বস্ত্ত, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য পদ ৬ প্রকার-

১. নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য

(ক) ব্যাক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল

(খ) ভৌগোলিক স্থানের নাম : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা

(গ) ভৌগোলিক নাম (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদির নাম) : মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর

(ঘ) গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, দেশেবিদেশে, বিশ্বনবী

২. জাতিবাচক বিশেষ্য : (এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের নাম) মানুষ, গরু, গাছ, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ

৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য : বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবন, পানি

৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি) : সভা, জনতা, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব বা কাজের নাম বোঝায়) : গমন, শয়ন, দর্শন, ভোজন. দেখা, শোনা, যাওয়া, শোয়া
৬. গুণবাচক বিশেষ্য : মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ

বিশেষণ পদ

যে পদ বাক্যের অন্য কোন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।
অর্থাৎ, বিশেষণ পদ অন্য কোন পদ সম্পর্কে তথ্য বা ধারণা প্রকাশ করে, বা অন্য পদকে বিশেষায়িত করে।
[কিছু বিশেষণ পদ : ('একটি ফটোগ্রাফ' কবিতা থেকে)
সফেদ দেয়াল
শান্ত ফটোগ্রাফ
জিজ্ঞাসু অতিথি
ছোট ছেলে
নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর
তিনটি বছর (সংখ্যাবাচক বিশেষণ)
রুক্ষ চর
প্রশ্নাকুল চোখ
ক্ষীয়মাণ শোক
সহজে হয়ে গেল বলা (ক্রিয়া বিশেষণ)]

[বিশেষণ শব্দ; ভাষা অনুশীলন; একটি ফটোগ্রাফ]

বিশেষণ পদ ২ প্রকার- নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।
নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন-

- বিশেষ্যের বিশেষণ : নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে একটি ছোট্ট পাখি উড়ে যাচ্ছে।
- সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।

ভাব বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ছাড়া অন্য কোন পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার-

- ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে বায়ু বয়। পরে এক বার এসো।
- বিশেষণের বিশেষণ (কোন বিশেষণ যদি অন্য একটি বিশেষণকেও বিশেষায়িত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে) :
- নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।
- ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ : রকেটি অতি দ্রুত চলে।
- অব্যয়ের বিশেষণ (অব্যয় পদ বা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষায়িত করে) : ধিক তারে, শত ধিক নির্লজ্জ যে জন।
- বাক্যের বিশেষণ (কোন পদকে বিশেষায়িত না করে সম্পূর্ণ বাক্যটিকেই বিশেষায়িত করে) : দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

[না- বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :
নি-

- এখনো দেখ **নি** তুমি?
- ফুল কি ফোটে **নি** শাখে?
- পুষ্পারতি লভে **নি** কি ঋতুর রাজন? রাখি **নি** সন্ধান
- রহে **নি**, সে ভুলে **নি** তো

না-

- বসন্তে বরিয়া তুমি লবে **না** কি তব বন্দনায়?
- রচিয়া লহ **না** আজও গীতি।
- ভুলিতে পারি **না** কোন মতে।

নাই-

- শুনি **নাই**, রাখি নি সন্ধান
- **নাই** হল, না হোক এবারে
- করে **নাই** অর্ঘ্য বিরুন?]

নির্ধারক বিশেষণ : দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন-

রাশি রাশি ভারা ভারা ধান
লাল লাল কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে।
নববর্ষ উপলক্ষে ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেছে।
এত ছোট ছোট উত্তর লিখলে হবে না।

[বিশেষণবাচক 'কী'
কী- শব্দটির একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে বিশেষণ হিসেবে এর ব্যবহার।
যেমন, 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় :
এই যে আসুন, তারপর **কী** খবর?
নিজেই চমকে, **কী** নিস্পৃহ, কেমন শীতল।
কী সহজে হয়ে গেল বলা। (ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ/ বিশেষণের বিশেষণ)]

[বিশেষণ সম্বন্ধ
পাথরের টুকরো
আমাদের গ্রামের পুকুর
গ্রীষ্মের পুকুর
শোকের নদী
আমার সন্তান]

বিশেষণের অতিশায়ন (degr ee)

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মধ্যে তুলনা বোঝায়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের একরকম অতিশায়ন প্রচলিত আছে, আবার তৎসম শব্দে সংস্কৃত ভাষার অতিশায়নের নিয়মও প্রচলিত আছে।

ক) বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের অতিশায়ন

১. দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন বোঝাতে দুইটি বিশেষ্য বা সর্বনামের মাঝে চাইতে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই প্রথম বিশেষ্যটির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) যুক্ত হয়। যেমন-
গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।
বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।
ব্যতিক্রম : কখনো কখনো প্রথম বিশেষ্যের শেষের ষষ্ঠী বিভক্তিই হতে, থেকে, চেয়ে- র কাজ করে। যেমন-
এ মাটি সোনার বাড়া। (সোনার চেয়েও বাড়া)

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সর্বাপেক্ষা, সবথেকে, সবচেয়ে, সর্বাধিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন-
তোমাদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান।
পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে গেলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম অধিকতর, ইত্যাদি শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন-

পদ্মফুল গোলাপের চাইতে <u>বেশি</u> সুন্দর।
ঘিয়ের চেয়ে দুধ <u>বেশি</u> উপকারী।
কমলার চাইতে পাতিলেবু <u>অল্প</u> ছোট।
খ) তৎসম শব্দের অতিশায়ন
১. দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তর' যোগ হয়
বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তম' যোগ হয়। যেমন-
গুরু- গুরুতর- গুরুতম
দীর্ঘ- দীর্ঘতর- দীর্ঘতম
[তবে কোনো বিশেষণের শেষে 'তর' যোগ করলে সেটা যদি আবার শ্রচতিকটু হয়ে যায়, শুনতে খারাপ লাগে, তখন বিশেষণটির শেষে 'তর' যোগ না করে বিশেষণের আগে 'অধিকতর' শব্দটি যোগ করা হয়। যেমন- 'অধিকতর সুশ্রী'।]
২. আবার, দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ঈয়স' প্রত্যয় যুক্ত হয়
বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-
লঘু- লঘীয়ান- লঘিষ্ঠ
অল্প- কনীয়ান- কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ- জ্যায়ান- জ্যেষ্ঠ
শ্রেয়- শ্রেয়ান- শ্রেষ্ঠ
[দুয়ের তুলনায় এই নিয়মের ব্যবহার বাংলায় হয় না। অর্থাৎ, বাংলায় লঘীয়ান, কনীয়ান, জ্যায়ান, শ্রেয়ান, ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রচলন নেই। তবে 'ঈয়স' প্রত্যয়যুক্ত কতোগুলো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন- ভূয়সী প্রশংসা।]

সর্বনাম পদ

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকেই সর্বনাম পদ বলে।
অনুচ্ছেদে বা প্যারাগ্রাফে একই বিশেষ্য পদ বারবার আসতে পারে। সেক্ষেত্রে একই পদ বারবার ব্যবহার করলে তা শুনতে খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। এই পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য বিশেষ্য পদের পরিবর্তে অনুচ্ছেদে যে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে সেই বিশেষ্য পদকেই বোঝানো হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।
[সর্বনাম পদগুলো সব বিশেষ্য বা নামের পরিবর্তে বসতে পারে বলে এদেরকে 'সর্বনাম' বলে।]
<u>'বাংলাদেশ</u> অত্যন্ত সুন্দর একটি দেশ। <u>এই দেশ</u>টি যেমন সুন্দর, <u>এই দেশের মানুষ</u>গুলোও তেমনি ভালো। <u>তারা</u> এতোটাই ভদ্র ও মার্জিত যে, <u>তাদের</u> কাছে ভিখারি ভিক্ষা চাইতে আসলে <u>তারা</u> <u>তাদের</u> বিতাড়িত করে না। বরং মার্জিতভাবে বলে, মাফ করেন।'
উপরের অনুচ্ছেদে মূলত ৩টি বিশেষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশের মানুষ' ও 'ভিখারি'। এবং প্রথমবার উল্লেখের পর দ্বিতীয়বার কোন বিশেষ্যই আর উল্লেখ করা হয়নি। পরের বার থেকে 'বাংলাদেশ'- র বদলে 'এই দেশ'; 'বাংলাদেশের (এই দেশের) মানুষ'- র বদলে 'তারা' ও 'তাদের' এবং 'ভিখারি'- র বদলে 'তাদের' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ্য পদের বদলে ব্যবহৃত এই শব্দগুলোই হলো সর্বনাম পদ।
সর্বনাম পদগুলোকে মূলত ১০ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা
২. আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি
৩. সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি
৪. দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব, সব
৫. সাকল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ
৬. প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে
৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু
৮. ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর
৯. সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা
১০. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর

সাপেক্ষ সর্বনাম : কখনও কখনও পর্সপর সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সাপেক্ষ সর্বনাম। যেমন-

যত চাও তত লও (সোনার তরী)
যত চেষ্টা করবে ততই সাফল্যের সম্ভাবনা।
যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।
যত গর্জে তত বর্ষে না।
যেই কথা সেই কাজ।
যেমন কর্ম তেমন ফল।
যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

[সাপেক্ষ সর্বনাম; ভাষা অনুশীলন; সোনার তরী]

সর্বনামের পুরুষ [PERSON]

[বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পুরুষভেদে ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিশেষণ ও অব্যয় পদের কোন পুরুষভেদ নেই।]
পুরুষ ৩ প্রকার। সুতরাং, সর্বনাম পদের পুরুষও ৩টি-

উত্তম পুরুষ : বাক্যের বক্তাই উত্তম পুরুষ। অর্থাৎ, যেই ব্যক্তি বাক্যটি বলেছে, সেই উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ : বাক্যের উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। অর্থাৎ, উত্তম পুরুষ যাকে উদ্দেশ্য করে বাক্যটি বলে, এবং পাশাপাশি বাক্যেও উল্লেখ করে, তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। মধ্যম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনাদের, ইত্যাদি।

নামপুরুষ : বাক্যে বক্তা অনুপস্থিত যেসব ব্যক্তি, বস্ত বা প্রাণীর উল্লেখ করেন, তাদের নামপুরুষ বলে। অর্থাৎ, বক্তার সামনে নেই এমন যা কিছুর কথা বক্তা বাক্যে বলেন, সবগুলোই নামপুরুষ। নাম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের, ইত্যাদি।]
[সমস্ত বিশেষ্য পদই নামপুরুষ।]

অব্যয় পদ

অব্যয় শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'ন ব্যয়', অর্থাৎ যার কোন ব্যয় নেই।

যে পদের কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। অর্থাৎ, যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে, যার সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না এবং পুরুষ বা বচন বা লিঙ্গ ভেদে যে পদের রূপের বা চেহারারও কোন পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে।

অব্যয় পদ বাক্যে কোন পরিবর্তন ছাড়াই ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে কখনো বাক্যকে আরো শ্রচতিমধুর করে, কখনো একাধিক পদ বা বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

বাংলা ভাষায় ৩ ধরনের অব্যয় **শব্দ** ব্যবহৃত হয়-

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হাঁ, না

২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তত। 'এবং' ও 'সুতরাং' এই দুটি অব্যয় শব্দও তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। তবে এ দুটি অব্যয় শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় এসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংস্কৃতে 'এবং = এমন' আর 'সুতরাং = অত্যন্ত, অবশ্য'
বাংলায় 'এবং = ও' আর 'সুতরাং = অতএব'

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় পদ মূলত ৪ প্রকার-

১. সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনটিই হতে পারে। একে সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলে।

সংযোজক অব্যয় : উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। (উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা- দুটোই চায়)

তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। (তাই অব্যয়টি 'তিনি সৎ' ও 'সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে' বাক্য দুটির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে।

এরকম- ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং, ইত্যাদি।
বিয়োজক অব্যয় : আবুল কিংবা আব্দুল এই কাজ করেছে। (আবুল, আব্দুল- এদের একজন করেছে, আরেকজন করেনি। সম্পর্কটি বিয়োগাত্মক, একজন করলে অন্যজন করেনি।)
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ('মন্ত্রের সাধন' আর 'শরীর পাতন' বাক্যাংশ দুটির একটি সত্য হবে, অন্যটি মিথ্যা হবে।)
এরকম- কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, ইত্যাদি।
সংকোচক অব্যয় : তিনি শিক্ষিত, কিন্তু অসৎ। (এখানে 'শিক্ষিত' ও 'অসৎ' দুটোই সত্য, কিন্তু শব্দগুলোর মধ্যে সংযোগ ঘটেনি। কারণ, বৈশিষ্ট্য দুটো একরকম নয়, বরং বিপরীতধর্মী। ফলে তিনি অসৎ বলে তিনি শিক্ষিত বাক্যাংশটির ভাবের সংকোচ ঘটেছে।)
এরকম- কিন্তু, বরং, তথাপি, যদ্যপি, ইত্যাদি।

২. অনন্বয়ী অব্যয় : যে সব অব্যয় পদ নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করে, তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। এগুলো বাক্যের অন্য কোন পদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

উচ্ছ্বাস প্রকাশে	: মরি মরি! কী সুন্দর সকাল!
স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশে	: হ্যা, আমি যাব। না, তুমি যাবে না।
সম্মতি প্রকাশে	: আমি আজ নিশ্চয়ই যাব।
অনুমোদন প্রকাশে	: এতো করে যখন বললে, বেশ তো আমি আসবো।
সমর্থন প্রকাশে	: আপনি তো ঠিকই বলছেন।
যন্ত্রণা প্রকাশে	: উঃ! বড্ড লেগেছে।
ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে	: ছি ছি, তুমি এতো খারাপ!
সম্বোধন প্রকাশে	: ওগো, তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।
সম্ভাবনা প্রকাশে	: সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/ পাছে লোকে কিছু বলে।
বাক্যালংকার হিসেবে	: কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজ মনে।
	: হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যেসব অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির কাজ করে, এবং কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। অর্থাৎ, যেই অব্যয় অনুসর্গের মতো ব্যবহৃত হয়, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন- ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (এখানে 'দিয়ে' তৃতীয়া বিভক্তির মতো কাজ করেছে, এবং 'ওকে' যে কর্ম কারক, তা নির্দেশ করেছে। এই 'দিয়ে' হলো অনুসর্গ অব্যয়।)
[কারক ও বিভক্তি] [অনুসর্গ]

৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : বিভিন্ন শব্দ বা প্রাণীর ডাককে অনুকরণ করে যেসব অব্যয় পদ তৈরি করা হয়েছে, তাদেরকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে।
মানুষ আদিকাল থেকেই অনুকরণ প্রিয়। তারা বিভিন্ন ধরনের শব্দ, প্রাকৃতিক শব্দ, পশুপাখির ডাক, যেগুলো তারা উচ্চারণ করতে পারে না, সেগুলোও উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছে। এবং তা করতে গিয়ে সে সকল শব্দের কাছাকাছি কিছু শব্দ তৈরি করেছে। বাংলা ভাষার এ সকল শব্দকে বলা হয় অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। যেমন-
বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়
তুমুল বৃষ্টির শব্দ- ঝম ঝম
স্রোতের ধ্বনি- কল কল
বাতাসের শব্দ- শন শন
নূপুরের আওয়াজ- রুম ঝুম
সিংহের গর্জন- গর গর
ঘোড়ার ডাক- চিঁহি চিঁহি
কোকিলের ডাক- কুহু কুহু
চুড়ির শব্দ- টুং টাং
শুধু বিভিন্ন শব্দই না, মানুষ তাদের বিভিন্ন অনুভূতিকেও শব্দের আকারে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি প্রকাশের জন্য তারা বিভিন্ন শব্দ তৈরি করেছে। এগুলোও অনুকার অব্যয়। যেমন-

Written By: Mozahidul Islam, fb: Dream-Catcher Mozahid, My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতা)
খাঁ খাঁ (শূণ্যতা)
কচ কচ
কট কট
টল মল
ঝল মল
চক চক
ছম ছম
টন টন
খট খট
কিছু বিশেষ অব্যয়
১. অব্যয় বিশেষণ : কোন অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষণের কাজ করলে, তাকে অব্যয় বিশেষণ বলে।
নাম বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
ক্রিয়া বিশেষণ : আবার যেতে হবে।
বিশেষণীয় বিশেষণ : রকেট অতি দ্রূত চলে।
২. নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ : কিছু কিছু যুগ্ম অব্যয় আছে, যারা বাক্যে একসাথে ব্যবহৃত হয়, এবং তাদের একটির অর্থ আরেকটির উপর নির্ভর করে। এদের নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ বলে। যেমন- যথা- তথা, যত- তত, যখন- তখন, যেমন- তেমন, যে রূপ- সে রূপ, ইত্যাদি। উদাহরণ-
যত গর্জে তত বর্ষে না।
যেমন কর্ম তেমন ফল।
৩. ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ : ত প্রত্যয়ান্ত কিছু তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃততে প্রত্যয়টি ছিল ‘তস্’, বাংলায় তা হয়েছে ‘ত’। যেমন- ধর্মত, দুর্ভাগ্যবশত, অন্তত, জ্ঞানত, ইত্যাদি।
ক্রিয়া পদ

বাক্য :

বাক্য : কতোগুলো পদ সুবিন্যস্ত হয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে।

বাক্যে কতোগুলো পদ থাকে। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে পদ বলে। এই বিভক্তি যুক্ত হয়ে শব্দগুলো পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে বাক্য গঠন করে। নয়তো বাক্য তৈরি হয় না। যেমন- আমা মা আমা অনেক আদর করে। এখানে মূল শব্দগুলো বিভক্তি ছাড়া সঠিক ক্রমে (ড়ৎফবৎ) সাজানো হলেও একটির সঙ্গে আরেকটি শব্দের কোন সম্পর্ক তৈরি হয়নি। শব্দগুলোতে বিভক্তি যুক্ত করলে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি হবে- আমার মা আমাকে অনেক আদর করে।

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য, বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ। আর ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি।

ভাষার বিচারে/ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি সার্থক বাক্যের ৩টি গুণ থাকতেই হবে/আবশ্যক- আকাঙক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা।

আকাঙক্ষা : বাক্যে সম্পূর্ণ একটি মনোভাব থাকতে হবে। বাক্যের ভাব বা বক্তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকলে সেটি বাক্য হবে না। যেমন- মা আমাকে অনেক...

বা মা আমাকে অনেক আদর...

উপরের কোন বাক্যই বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে না। দুটি বাক্য শেষ হওয়ার পরও আরো কিছু শোনার আকাঙক্ষা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, কোন বাক্যেরই আকাঙক্ষা গুণটি নেই। তাই কোনটিই বাক্য নয়। সম্পূর্ণ বাক্যটি হবে-

মা আমাকে অনেক আদর করে।

এটি শোনার পর আর কিছু শোনার আগ্রহ বাকি থাকছে না। সুতরাং এটি আকাঙক্ষা গুণ সম্পন্ন একটি সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, শ্রোতার সম্পূর্ণ বাক্য শোনার আগ্রহ- ই আকাঙ্ক্ষা।

আসত্তি : বাক্যের পদগুলোকে সঠিক ক্রমে/ অর্ডারে না সাজালে সেটি বাক্য হয় না। উপরের বাক্যের পদগুলো অন্যভাবে সাজালে সেটি বাক্য নাও হতে পারে। যেমন, উপরের বাক্যকে যদি এভাবে সাজানো হয়-

আমার অনেক মা আদর আমাকে করে।

এখানে বাক্যের প্রকৃত অর্থ যেমন বিকৃত হয়ে গেছে, তেমনি বিকৃত অর্থও পরিস্কার ভাবে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং, বাক্যের পদগুলোকেও সঠিক ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে। বাক্যের এই বিন্যাসকেই আসত্তি বলে। উপরের বাক্যটিকে সঠিক ক্রমে সাজালে হবে-

আমার মা আমাকে অনেক আদর করে।

এখানে বাক্যের পদগুলোর বিন্যাস বাক্যটির অর্থ সঠিক ও পরিস্কারভাবে প্রকাশ করছে। সুতরাং এটি আসত্তি গুণ সম্পন্ন একটি সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, বাক্যের পদগুলোকে সঠিক ক্রমে (Order) বিন্যস্ত করে বক্তার মনোভাব সঠিক ও পরিস্কার করে বোঝানোর কৌশলই আসত্তি গুণ।

যোগ্যতা : বাক্যের অর্থ সঠিক ও পরিস্কার করে বোঝাতে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি গুণ ছাড়াও আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। বাক্যের পদগুলো যদি পরস্পর অর্থগত ও ভাবগত দিক দিয়ে সম্পর্কিত না হয়, তাহলেও সেটি সার্থক বাক্য হয় না। যেমন-

গ্রীষ্মের বৃষ্টিতে পলাবনের সৃষ্টি হয়েছে।

বাক্যটিতে আকাঙ্ক্ষা গুণও যেমন আছে, তেমনি এতে আসত্তি গুণও আছে। কিন্তু বাক্যটি সার্থক বাক্য নয়। কারণ, গ্রীষ্মে বৃষ্টিই হয় না। সুতরাং, সেই বৃষ্টিতে পলাবনের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং, বাক্যের পদগুলোর মধ্যে অর্থগত এবং ভাবগত কোনই মিল নেই। বাক্যটি যদি এভাবে লেখা হয়-

বর্ষার বৃষ্টিতে পলাবনের সৃষ্টি হয়েছে।

তাহলে বাক্যটির পদগুলোর মধ্যে অর্থগত ও ভাবগত মিল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এটি একটি যোগ্যতা গুণ সম্পন্ন সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, বাক্যের শব্দগুলোর অর্থগত ও ভাবগত মিলকেই যোগ্যতা বলে।

বাক্যের যোগ্যতার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো জড়িত-

ক) গুরুচণ্ডালী দোষ : সংশিলষ্ট দুটি শব্দের একটি তৎসম ও একটি তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করলে সেটি বাক্যের যোগ্যতা গুণ নষ্ট করে। কারণ, তাতে পদগুলোর ভাবগত মিল নষ্ট হয়। একে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে।

যেমন- 'গরুর গাড়ি' শব্দদুটো সংশিলষ্ট শব্দ এবং দুটিই খাঁটি বাংলা শব্দ। আমরা যদি একে 'গরুর শকট' বলি, তা শুনতে যেমন বিশ্রী শোনায়, তেমনি শব্দদুটোর ভাবগত মিলও আর থাকে না। এটিই গুরুচণ্ডালী দোষ। এরকম- 'শবদাহ'কে 'মড়াদাহ' কিংবা 'শবপোড়া', 'মড়াপোড়া'কে 'শবপোড়া' বা 'মড়াদাহ', বললে তা গুরুচণ্ডালী দোষ হবে।

অর্থাৎ, বাক্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করলে তাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে।

খ) বাহুল্য দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করলে শব্দের অর্থগত যোগ্যতা নষ্ট হয়। ফলে বাক্যও যোগ্যতা গুণ হারায়।

শব্দকে বহুবচন করার সময় একাধিক বহুবচনবোধক শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করা একটি সাধারণ বাহুল্য দোষ। অধিক জোর দেয়ার জন্য অনেক সময় এই কৌশল প্রয়োগ করা হলেও সাধারণ ক্ষেত্রে একাধিক বহুবচনবোধক শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করলে শব্দটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট হয়। যেমন- 'সব মানুষেরা' বাহুল্য দোষে দুষ্ট শব্দ। যোগ্যতা গুণ সম্পন্ন বাক্যে 'সব মানুষ' বা 'মানুষেরা'- এই দুটির যে কোন একটি ব্যবহার করতে হবে।

গ) উপমার ভুল প্রয়োগ : উপমা- অলংকার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর প্রয়োগে কোন ভুল হলে বাক্য তার ভাবগত যোগ্যতা হারাবে। যেমন-

আমার হৃদয়- মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।

বাক্যটিতে উপমার ভুল প্রয়োগ হয়েছে। কারণ, বীজ মন্দিরে উপ্ত হয় না/ বপন করা হয় না। বীজ বপন করা হয় ক্ষেতে। সুতরাং বলতে হবে-

আমার হৃদয়- ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।

ঘ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগধারা ভাষার একটি ঐতিহ্য। বাংলা ভাষাতেও অসংখ্য বাগধারা প্রচলিত আছে। এসব বাগধারা ব্যবহার করার সময় এগুলোর কোন পরিবর্তন করলে বাগধারার ভাবগত যোগ্যতা নষ্ট হয়। ফলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়। সুতরাং, যোগ্যতা সম্পন্ন সার্থক বাক্য তৈরি করতে বাগধারা সঠিকভাবেই লিখতে হবে।

যেমন- যদি বলা হয়, 'অরণ্যে ক্রন্দন', তাহলে গুরুচণ্ডালী দোষও হয় না। কিন্তু বাগধারাটির শব্দ পরিবর্তন করার কারণে এটি তার ভাবগত যোগ্যতা হারিয়েছে। যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য গঠন করতে হলে প্রচলিত বাগধারাটিই লিখতে হবে। অর্থাৎ, 'অরণ্যে রোদন'ই লিখতে হবে।

ঙ) দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত কিংবা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়। এই ধরনের শব্দ বাক্যের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থগত মিলবন্ধন নষ্ট করে। যেমন- এ কী প্রপঞ্চ!

বাক্যটির প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত, একই সঙ্গে দুর্বোধ্য। তাই বাক্যটির অর্থ পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে বাক্যের পদগুলোর মধ্যের অর্থগত মিলবন্ধন বিনষ্ট হয়েছে। তাই এটি কোন যোগ্যতা সম্পন্ন সার্থক বাক্য হতে পারেনি।

চ) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : বাক্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, শব্দগুলো যাতে তাদের রীতিসিদ্ধ অর্থ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক বা রীতিসিদ্ধ অর্থ ভিন্ন হলে, অবশ্যই রীতিসিদ্ধ অর্থে শব্দ ব্যবহার করতে হবে। নয়তো শব্দটির সঙ্গে বাক্যের অন্য শব্দগুলোর অর্থগত মিলবন্ধন নষ্ট হবে। যেমন-

'বাধিত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'বাধাপ্রাপ্ত'। আর ব্যবহারিক বা রীতিসিদ্ধ অর্থ হলো 'কৃতজ্ঞ'। শব্দটি ব্যবহারের সময় কৃতজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। নয়তো তা অর্থ বিকৃত করবে। ফলে বাক্যটি যোগ্যতা গুণ হারাবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে- উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে।

বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাই বিধেয়।

যেমন- বইটি খুব ভালো।

বাক্যটিতে বইটি' সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং, এখানে 'বইটি' উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, 'বইটি' সম্পর্কে বলা হয়েছে 'খুব ভালো'। এই 'খুব ভালো' বাক্যটির বিধেয় অংশ।

উদ্দেশ্য অংশ একটি শব্দ না হয়ে একটি বাক্যাংশও হতে পারে। এবং সেই শব্দ বা বাক্যাংশটি শুধু বিশেষ্য- ই হবে, এমন কোন কথাও নেই। উদ্দেশ্য বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন বাক্যাংশ, এমনকি ক্রিয়াভাবাপন্ন বাক্যাংশও হতে পারে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়
সৎ হওয়া	খুব কঠিন। (এখানে ক্রিয়াভাবাপন্ন বাক্যাংশ উদ্দেশ্য)
সৎ লোকেরাই	প্রকৃত সুখী। (এখানে বিশেষণভাবাপন্ন বাক্যাংশ উদ্দেশ্য)

বাক্যের শ্রেণীবিভাগ

প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণীবিভাগ
বাক্যের প্রকাশভঙ্গির ভিত্তিতে বাক্যকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

বিবৃতিমূলক বাক্য : কোন কিছু সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয় যে বাক্যে, তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। বিবৃতিমূলক বাক্য ২ প্রকার।

ক) অস্তিবাচক বাক্য/ হ্যাঁ বাচক বাক্য : যে বাক্যে সমর্থনের মাধ্যমে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়, তাকে অস্তিবাচক বাক্য বা হ্যাঁ বাচক বলে।

যে বাক্যে হ্যাঁ বাচক শব্দ থাকে, তাকে হ্যাঁ বাচক বা অস্তিবাচক বাক্য বলে।
যেমন- তুমি কালকে আসবে।

আমি ঢাকা যাব।

[সদর্থক বা অস্তিবাচক বাক্য : এতে কোনো নির্দেশ, ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার সংবাদ থাকে। যেমন :

বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা জিতেছে।
আজ দোকানপাট বন্ধ থাকবে।
ভাষা অনুশীলন; হৈমন্তী]

খ) নেতিবাচক বাক্য/ না বাচক বাক্য : যে বাক্যে অসমর্থনের মাধ্যমে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বা না বাচক বলে।

যে বাক্যে না বাচক শব্দ থাকে, তাকে নেতিবাচক বাক্য বা না বাচক বাক্য বলে।
যেমন- তুমি কালকে আসবে না।

আমি ঢাকা যাব না।

[নেতিবাচক বা নঞর্থক বাক্য : এ ধরনের বাক্যে কোন কিছু হয় না বা ঘটছে না- নিষেধ, আকাঙ্ক্ষা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি সংবাদ কিংবা ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন :

আজ ট্রেন চলবে না।
আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

অস্তিবাচক- নেতিবাচক বাক্যের রূপান্তর

[**বাক্য রূপান্তর :** বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়। অর্থাৎ, বাক্য রূপান্তর করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, বাক্যের অর্থ যেন পাল্টে না যায়। বাক্যের অর্থ পাল্টে গেলে বাক্যটি অন্য বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাক্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতি তথা রূপ (For m) পরিবর্তন করতে হবে, বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না।]

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের কৌশল

ক) বিশেষণ পদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে অনেক অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-
অস্তিবাচক বাক্য : তুমি খুব ভাল।
নেতিবাচক বাক্য : তুমি মোটেও খারাপ নও। (ভাল- খারাপ)

খ) 'না করলেই নয়', 'না করে পারবো না' ইত্যাদি বাক্যাংশ যোগ করে অনেক অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন-

অস্তিবাচক বাক্য : তুমি কালকে আসবে।

নেতিবাচক বাক্য : তুমি কালকে না আসলেই নয়।

অস্তিবাচক বাক্য : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি এতো ভাল, তুমি আবার ঢুকবেই।
নেতিবাচক বাক্য : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি এতো ভাল, তুমি আবার না ঢুকে পারবেই না।

গ) নতুন কোন বিপরীতার্থক বা নঞর্থক (না বোধক) শব্দ যোগ করে। যেমন-

অস্তিবাচক বাক্য : সে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকল।
নেতিবাচক বাক্য : সে বইয়ের পাতা উল্টানো বন্ধ রাখলো না।

নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরের কৌশল

ক) বিশেষণ পদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে অনেক নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-
নেতিবাচক বাক্য : সে ক্লাশে উপস্থিত ছিল না।
অস্তিবাচক বাক্য : সে ক্লাশে অনুপস্থিত ছিল।

খ) নেতিবাচক বাক্যের না বোধক বাক্যাংশকে কোন বিপরীতার্থক বিশেষণে রূপান্তর করেও অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-
নেতিবাচক বাক্য : দেবার্চনার কথা তিনি কোনদিন চিন্তাও করেন নি।
অস্তিবাচক বাক্য : দেবার্চনার কথা তার কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল।
নেতিবাচক বাক্য : এসব কথা সে মুখেও আনতে পারত না।
অস্তিবাচক বাক্য : এসব কথা তার কাছে অকথ্য ছিল।

গ) নতুন কোন অস্তিবাচক বিপরীতার্থক শব্দ যোগ করে। যেমন-
নেতিবাচক বাক্য : মা জেগে দেখে খোকা তার পাশে নেই।
অস্তিবাচক বাক্য : মা জেগে দেখে খোকা তার পাশে অনুপস্থিত।

প্রশ্নসূচক বাক্য : যে বাক্যে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে।
যেমন- তুমি কেমন আছ?

প্রশ্নবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের কৌশল

মূলত প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক থেকে সরাসরি নেতিবাচক বাক্যে পরিণত করলেই নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেবল প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক হিসেবে কল্পনা করতে হয়। আর যেগুলো সরাসরি অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরিত হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে অস্তি- নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের নিয়মে নেতিবাচক করতে হয়। যেমন-

প্রশ্ন : তুমি কি কালকে স্কুলে এসেছিলে?
নেতি : তুমি কালকে স্কুলে আসোনি।

প্রশ্ন : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি কি পড়াশোনা করার জন্য খারাপ?
নেতি : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি পড়াশোনা করার জন্য খারাপ না।

প্রশ্ন : তুমি কি ছবিটা দেখোনি?
নেতি : তুমি ছবিটা না দেখে পারোনি।

প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

কিছু প্রশ্নবাচক বাক্যকে স্বাভাবিকভাবে সরাসরি অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নবাচকে রূপান্তরিত করা যায়। আর যেগুলো সরাসরি রূপান্তর করলে নেতিবাচক হয়, সেগুলোকে নেতি থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরের নিয়মে অস্তিবাচক করতে হয়। যেমন-

প্রশ্ন : তুমি কি ছবিটা দেখোনি?
অস্তি : তুমি ছবিটা দেখেছো।

প্রশ্ন : তুমি কি কালকে স্কুলে এসেছিলে?
অস্তি : তুমি কালকে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলে।

অস্তি- নেতিবাচক (বিবৃতিমূলক) বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর

বিবৃতিমূলক বাক্যে প্রশ্নসূচক অব্যয় যুক্ত করে সেগুলোকে বিপরীত বাক্যে (অস্তি হলে নেতি এবং নেতি হলে অস্তিবাচকে) সরাসরি রূপান্তর করলেই বাক্য রূপান্তর সম্পন্ন হয়। যেমন-

বিবৃতি : তুমি কালকে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলে।
প্রশ্নসূচক অব্যয় যুক্ত করে : তুমি কি কালকে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলে?
প্রশ্ন : তুমি কি কালকে স্কুলে উপস্থিত ছিলে?/ তুমি কি কালকে স্কুলে এসেছিলে?

বিবৃতি : তুমি ছবিটা দেখোনি।
প্রশ্নসূচক অব্যয় যুক্ত করে : তুমি কি ছবিটা দেখোনি?
প্রশ্ন : তুমি কি ছবিটা দেখেছো?

বিস্ময়সূচক বাক্য : যে বাক্যে আশ্চর্য হওয়ার অনুভূতি প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন-
সে কী ভীষণ ব্যাপার!

ইচ্ছাসূচক বাক্য : যে বাক্যে শুভেচ্ছা, প্রার্থণা, আশীর্বাদ, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন-
তোমার মঙ্গল হোক। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করচন। ভালো থেকো।
আদেশ বাচক বাক্য : যে বাক্যে আদেশ করা হয়, তাকে আদেশ সূচক বাক্য বলে। যেমন-
বের হয়ে যাও। ওখানে বসো। জানালা লাগাও। সবসময় দেশের কথা মাথায় রেখে কাজ করবে।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণীবিভাগ

গঠন অনুযায়ী বাক্য ৩ প্রকার- সরল বাক্য, জটিল বা মিশ্র বাক্য ও যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন-

পুকুরে পদ্ম ফোটে। (উদ্দেশ্য- পুকুরে, সমাপিকা ক্রিয়া- ফোটে)
মা শিশুকে ভালোবাসে। (উদ্দেশ্য- মা, সমাপিকা ক্রিয়া- ভালোবাসে)

ছেলেরা মাঠে খেলতে খেলতে হঠাৎ করে সবাই মিলে গাইতে শুরচ করলে বড়রা ওদেরকে আচ্ছামত বকে দিল। (উদ্দেশ্য- বড়রা, সমাপিকা ক্রিয়া- (বকে) দিল) (অন্য ক্রিয়াগুলোর সবগুলোই অসমাপিকা ক্রিয়া। তাই সেগুলো বাক্যের গঠনে কোনো প্রভাব ফেলে না।)

সরল বাক্য চেনার সহজ উপায় হলো, সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। কারণ, সরল বাক্যের ভেতরে কোন খণ্ডবাক্য বা একাধিক পূর্ণবাক্য থাকে না।

জটিল বা মিশ্র বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও তাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে।

জটিল বাক্যে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে। এদের মধ্যে একটি প্রধান থাকে, এবং অন্যগুলো সেই বাক্যের উপর নির্ভর করে। প্রতিটি খ- বাক্যের পরে কমা (,) বসে। যেমন-

যে পরিশ্রম করে, / সে- ই সুখ লাভ করে। (প্রথম অংশটি আশ্রিত খণ্ডবাক্য, দ্বিতীয়টি প্রধান খণ্ডবাক্য)
যত পড়বে, / তত শিখবে, / তত ভুলবে। (প্রথম দুটি অংশ আশ্রিত খণ্ডবাক্য, শেষ অংশটি প্রধান খণ্ডবাক্য)
জটিল বা মিশ্র বাক্য চেনার সহজ উপায় হল, এ ধরনের বাক্যে সাধারণত যে- সে, যত- তত, যারা- তারা, যাদের- তাদের, যখন- তখন - এ ধরনের সাপেক্ষ সর্বনাম পদ থাকে। দুইটি অব্যয় যদি অর্থ প্রকাশের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভর করে, তবে তাকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। আবার যদি- তবু, অথচ- তথাপি- এ রকম কিছু পরস্পর সাপেক্ষ সর্বনাম/অব্যয়ও জটিল/মিশ্র বাক্যে ব্যবহৃত হয়।তবে এ ধরনের অব্যয় ছাড়াও জটিল বা মিশ্র বাক্য হতে পারে।

যৌগিক বাক্য : একাধিক সরল বাক্য কোন অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন-

তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সরল বাক্য দুটি- তার বয়স হয়েছে, তার বুদ্ধি হয়নি)
সে খুব শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। (সরল বাক্য দুটি- সে খুব শক্তিশালী, সে খুব বুদ্ধিমান)
যৌগিক বাক্যে এবং, ও, আর, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি- এই অব্যয়গুলো দিয়ে দুটি সরল বাক্য যুক্ত হয়। এগুলো দেখে সহজেই যৌগিক বাক্যকে চেনা যেতে পারে। তবে কোন অব্যয় ছাড়াও দুটি সরল বাক্য একসঙ্গে হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করতে পারে।

[একাধিক বাক্য বা খণ্ড বাক্য নিয়ে কোনো বাক্য তৈরি হলে এবং খণ্ড বাক্যগুলোর মধ্যে েপরস্পর নির্ভরতা থাকলে ঐ ধরনের বাক্যকে জটিল বাক্য বলে।]

সরল- জটিল- যৌগিক বাক্যের রূপান্তর

[**বাক্য রূপান্তর :** বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়। অর্থাৎ, বাক্য রূপান্তর করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, বাক্যের অর্থ যেন পাল্টে না যায়। বাক্যের অর্থ পাল্টে গেলে বাক্যটি অন্য বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাক্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতি তথা রূপ (For m) পরিবর্তন করতে হবে, বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না।]

সরল থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর : সরল বাক্যের কোন একটি অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি খন্ডবাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং তার খণ্ডবাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত সাপেক্ষ সর্বনাম বা সাপেক্ষ অব্যয়গুলোর কোনটি ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

সরল বাক্য : ভাল ছেলেরা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।
জটিল বাক্য : যারা ভাল ছেলে, তারা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।

সরল বাক্য : ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।
জটিল বাক্য : যে ভিক্ষা চায়, তাকে ভিক্ষা দাও।

জটিল থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর : জটিল বাক্যটির অপ্রধান/ আশ্রিত খণ্ডবাক্যটিকে একটি শব্দ বা শব্দাংশে পরিণত করে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন-

জটিল বাক্য : যত দিন বেঁচে থাকব, এ কথা মনে রাখব।
সরল বাক্য : আজীবন এ কথা মনে রাখব।

জটিল বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।
সরল বাক্য : দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

সরল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর : সরল বাক্যের কোন অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি পূর্ণ বাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং পূর্ণ বাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হবে। যেমন-

সরল বাক্য : দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না

যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না। (এক্ষেত্রে 'তাহলে' অব্যয়টি ব্যবহার না করলেও চলতো)

সরল বাক্য : আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগিক বাক্য : আমি বহু কষ্ট করেছি এবং/ ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগক থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর : যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অন্যদিকে সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। তাই যৌগিক বাক্যের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে বাকিগুলোকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে। যৌগিক বাক্যে একাধিক পূর্ণ বাক্য থাকে এবং তাদের সংযোগ করার জন্য একটি অব্যয় পদ থাকে। সেই অব্যয়টি বাদ দিতে হবে। যেমন-

যৌগিক বাক্য : তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সমাপিকা ক্রিয়া- হয়েছে, হয়নি)

সরল বাক্য : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি। ('হয়েছে' সমাপিকা ক্রিয়াকে 'হলেও' অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে)

যৌগিক বাক্য : মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সমাপিকা ক্রিয়া- করে ও করে)

সরল বাক্য : মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। ('করে' সমাপিকা ক্রিয়াকে 'করলে' অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে)

[সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া; ক্রিয়াপদ]

জটিল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর : জটিল বাক্যে কয়েকটি খণ্ডবাক্য থাকে, এবং সেগুলো পরস্পর নির্ভরশীল থাকে। জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে এই খণ্ডবাক্যগুলোর পরস্পর নির্ভরতা মুছে দিয়ে স্বাধীন করে দিতে হবে। এজন্য সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলো তুলে দিয়ে যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয়গুলোর মধ্যে উপযুক্ত অব্যয়টি বসাতে হবে। পাশাপাশি ক্রিয়াপদের গঠনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন-

জটিল বাক্য : যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।

যৌগিক বাক্য : সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

জটিল বাক্য : যদিও তাঁর টাকা আছে, তবুও তিনি দান করেন না।

যৌগিক বাক্য : তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

যৌগিক থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর : যৌগিক বাক্যে দুইটি পূর্ণ বাক্য কোন অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই অব্যয়টি তুলে দিয়ে সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়ের প্রথমটি প্রথম বাক্যের পূর্বে ও দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বাক্যের পূর্বে বসালেই জটিল বাক্যে রূপান্তরিত হবে।

তবে, সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলোর পূর্ণ বাক্য দুটির প্রথমেই বসাতে হবে, এমন কথা নেই; উপযুক্ত যে কোন জায়গাতেই বসানো যেতে পারে। যেমন-

যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

জটিল বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য : তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।

জটিল বাক্য : যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তবুও তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।

যৌগিক বাক্য : এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।
জটিল বাক্য : এ গ্রামে যে দরগাহটি আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।

#) নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর
নেতি : এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না।

অস্তি : এ আশ্রমমৃগ, বধ করা থেকে বিরত হোন।
নেতি : আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে।

অস্তি : আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার অযোগ্য।
নেতি : না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই।

অস্তি : হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাইরে আছেন।
(বাক্যের শুরুতে 'না' শব্দটি না থাকলে 'তিনি আশ্রমে অনুপস্থিত' হতে পারতো। কিন্তু এক্ষেত্রে 'অনুপস্থিত' বলতে গেলে শুরুতে 'না' বলতে হবে। তখন বাক্যটি আর অস্তিবাচক হবে না, কারণ নেতিবাচক শব্দ 'না' বাক্যে থেকে যাবে। তাই এক্ষেত্রে সেটি সঠিক হবে না।)
নেতি : কেহ কহিয়া দিতেছে না।

অস্তি : সকলে নীরব থাকিতেছে।
নেতি : এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

অস্তি : আমার অন্তঃপুর এরূপ রূপবতী রমনী- বিবর্জিত।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

অস্তি : উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল।
নেতি : উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত না হইয়া পারিল না।
অস্তি : কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন।
নেতি : কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক না ভালোবাসিয়া পারেন না।

অস্তি : আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে।
নেতি : আমারও যে ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ নাই তাহা নহে।

অস্তি : এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা বলে।
নেতি : এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা না বলে পারে না।

অস্তি : প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।
নেতি : প্রিয়ংবাদ অযথার্থ কহে নাই।

জটিল থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর
জটিল : কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।
সরল : কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।

জটিল : শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন।
সরল : শরাসনে সংহিত শর আশু প্রতিসংহার করুন।

জটিল : যদি কার্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।
সরল : কার্যক্ষতি না হইলে তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।

জটিল : ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।
সরল : ইহাদের মতো রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

জটিল : তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।
সরল : তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা হওয়া সত্ত্বেও তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

সরল থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর

সরল : ফরিয়াদী প্রসন্ন গোয়ালিনী।
জটিল : যে ফরিয়াদী, সে প্রসন্ন গোয়ালিনী।

সরল : সাক্ষীটা কী একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে।
জটিল : যে সাক্ষী, সে একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে।

সরল : আমার নিবাস নাই।
জটিল : যা নিবাস, তা আমার নাই।

সরল : তোমার বাপের নাম কী?
জটিল : তোমার যিনি বাপ, তার নাম কী?

সরল : আমি এ সাক্ষী চাই না।
জটিল : যে সাক্ষী এ রকম, তাকে আমি চাই না।

সরল : কমলাকান্ত পিতার নাম বলল।
জটিল : যিনি কমলাকান্তের পিতা, সে তাঁর নাম বলল।

সরল : কোনো কথা গোপন করিব না।
জটিল : যাহা বলিব, তাহার মধ্যে কোনো কথা গোপন করিব না।

সরল : উকিলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।
জটিল : যিনি উকিলবাবু, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

অস্তি : বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
নেতি : বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যক ছিল না।

অস্তি : পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল।
নেতি : পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ রহিল না।

অস্তি : শ্বশুরের ও তাহার মনিবের উপর রাগ হইল।
নেতি : শ্বশুরের ও তাহার মনিবের উপর রাগ না হইয়া পারিলাম না।

অস্তি : আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া উঠিল।
নেতি : আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া না উঠিয়া পারিল না।

অস্তি : হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।
নেতি : হৈমন্তী কোনো কথা কহিতে পারিল না।

অস্তি : হৈম কিছু না বলিয়া একটু হাসিল।
নেতি : হৈম কিছু একটু হাসিল, কিছু বলিল না।

অস্তি : সে বাপকে যত চিঠি লিখিত আমাকে দেখাইত।
নেতি : সে বাপকে যত চিঠি লিখিত সেগুলি আমাকে না দেখাইয়া পারিত না।

অস্তি : তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।
নেতি : তাহার মন কাঠ না হইয়া পারিল না।

নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

নেতি : দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁহার আস্থা ছিল না।
অস্তি : দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁহার অনাস্থা ছিল।

নেতি : আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না।
অস্তি : আমার প্রণাম লইবার পূর্বেই প্রস্থান করিলেন।

নেতি : কিন্তু বরফ গলিল না।
অস্তি : কিন্তু বরফ অগলিত রহিল।
নেতি : হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।
অস্তি : হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে অক্ষম।

নেতি : দেবার্চনার কথা কোনদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই।
অস্তি : দেবার্চনার কথা তাঁর কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল।

নেতি : এসব কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।
অস্তি : এসব কথা তার মুখে আনারও যোগ্য ছিল না।

নেতি : বইগুলি হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।
অস্তি : বইগুলি হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া সম্ভব ছিল।

নেতি : দেখি, সে বিছানায় নাই।
অস্তি : দেখি, সে বিছানায় অনুপস্থিত।

যৌগিক থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
সরল : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিলেও বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

যৌগিক : আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
সরল : আমি বর ছিলাম বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

যৌগিক : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো।
সরল : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইলেও সেটা ছিল স্বভাবের ষোলো।

যৌগিক : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল।
সরল : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলেও তোমার হাতেই ও রহিল।

নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর
নেতি : তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।
প্রশ্ন : তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?

নেতি : এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না।
প্রশ্ন : এ খবর আমাদের কেহই কি জানিত?

নেতি : মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।
প্রশ্ন : মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?

নেতি : সরস্বতী বর দেবেন না।
প্রশ্ন : সরস্বতী বর দেবেন কি?

নেতি : তাদের সে জ্বালা নাই।
প্রশ্ন : তাদের সে জ্বালা আছে কি?

নেতি : তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনি নাই।
প্রশ্ন : তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনিয়াছি কি?

নেতি : একথা কোনো বাপ ভদ্রসমাজে কবুল করিতে চাহিত না।
প্রশ্ন : একথা কোনো বাপ ভদ্রসমাজে কবুল করিতে চাহিত কি?

নেতি : অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই।
প্রশ্ন : অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের কোনো দেখা আছে কি?

প্রশ্নবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর
প্রশ্ন : তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন?
অস্তি : তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন জানিতে চাই।
প্রশ্ন : কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কি?
অস্তি : কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী তা জানতে চাই।
প্রশ্ন : একলা যেতে ভয় করবে না তো?
অস্তি : একলা যেতে ভয় করবে কি না জানতে চাই।

প্রশ্নবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

প্রশ্ন : পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?
নেতি : পুলিশের লোক জানিবে না।

প্রশ্ন : তাহারা কি পাষাণ?
নেতি : তাহারা পাষাণ নয়।

প্রশ্ন : এতে দোষ কী?
নেতি : এতে দোষ নেই।

প্রশ্ন : তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ?
নেতি : তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের তো কিছু না। তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ তাহারা বুঝিবে। তাহাদের ঘরেও তো স্ত্রী আছে। তাহারা তো পাষাণ নয়।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

অস্তি : কোথাও তক্তা অদৃশ্য হয়ে যায়।
নেতি : কোথাও তক্তা অদৃশ্য না হয়ে যায় না।

অস্তি : কাঠের পুলের অবস্থাও ওরকম।
নেতি : কাঠের পুলের অবস্থাও অন্যরকম নয়।

অস্তি : ধান চালের দাম বাড়লে উপোস করতে হয়।
নেতি : ধান চালের দাম বাড়লে উপোস না করে চলে না।

অস্তি : যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন করি।
নেতি : যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন না করলেই নয়।

অস্তি : আজ ঐ গ্রামটাকে শায়েস্তা করতে হবে।
নেতি : আজ ঐ গ্রামটাকে শায়েস্তা না করলেই নয়।

অস্তি : আত্মরক্ষা করতে হবে।
নেতি : আত্মরক্ষা না করলেই নয়।

অস্তি : সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা দিতে হয়।
নেতি : সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা না দিলে চলে না।

অস্তি : একটি বাঁশও উধাও হয়ে গেছে
নেতি : একটি বাঁশও নেই।

নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

নেতি : এক পা দু পা করে না এগিয়ে পারে না।
অস্তি : এক পা দু পা করে এগিয়ে যেতেই হয়।

নেতি : তক্তাসুদ্ধই সে নিচে না পড়ে পারল না।
অস্তি : তক্তাসুদ্ধই সে নিচে পড়ে গেল।

নেতি : কলিমদ্দি সে সব জানে না।
অস্তি : কলিমদ্দির সে সব অজানা।

নেতি : সে গুলি চালানোয় অভ্যস্ত নয়।
অস্তি : সে গুলি চালানোয় অনভ্যস্ত।

নেতি : সে সাঁতার জানে না।
অস্তি : সে সাঁতার কাটতে অক্ষম।/সে সাঁতার সম্পর্কে অজ্ঞ।

নেতি : কলিমদ্দি কারো কাছে হাত পাতে না।
অস্তি : কলিমদ্দি কারো কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে।

নেতি : খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না।
অস্তি : খান সেনাদের কাছে সেটা রহস্যই থেকে যায়।

নেতি : আশেপাশে কোন শব্দ নেই।
অস্তি : চারপাশ নিঃশব্দ/শব্দহীন।

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর
অস্তি : সে কথাই এরা ভাবে।
নেতি : সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।

অস্তি : বাড়িটা তারা দখল করেছে।
নেতি : বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়ে না।

অস্তি : কথাটায় তার বিশ্বাস হয়।
নেতি : কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।

অস্তি : তবে নালিশটা অযৌক্তিক।
নেতি : তবে নালিশটা যৌক্তিক নয়।

অস্তি : সে তারস্বরে আর্তনাদ করে।
নেতি : সে তারস্বরে আর্তনাদ না করে পারে না।

নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর
নেতি : তারা যাবে না কোথাও।
অস্তি : তারা এখানেই থাকবে।

নেতি : কারো মুখে কোন কথা সরে না।
অস্তি : প্রত্যেকেই নীরব হয়ে থাকে।

নেতি : সেখানে কেউ নেই।
অস্তি : জায়গাটা নির্জন।

নেতি : কথাটা না মেনে উপায় নেই।
অস্তি : কথাটা মানতেই হয়।

নেতি : তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।
অস্তি : অচিরেই তাদের ভুল ভাঙে।

নেতি : সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটার যত্ন নিচ্ছে কেউ।
অস্তি : এটা নিশ্চিত যে তুলসী গাছটার যত্ন নিচ্ছে কেউ।

নেতি : সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।
অস্তি : তাকে একটু বিস্মিত হতেই হয়।

নেতি : গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না।
অস্তি : গাছটি উপড়াতে সবার হাত নিষ্ক্রিয় থাকে।/সবাই গাছটি উপড়াতে নিষ্ক্রিয় থাকে।

নেতি : হয়তো তার যাত্রা শেষ হয় নাই।
অস্তি : হয়তো তার যাত্রা এখনো চলছে।

নেতি : হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভাল জানা নেই।
অস্তি : হিন্দু রীতিনীতি এদের কাছে অনেকটাই অজানা।

নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

নেতি : ওকে চেনাই যায় না।
অস্তি : ওকে চিনতে আমরা অক্ষম।

নেতি : এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না।
অস্তি : এ অবস্থায় সবাই সবাইকে চিনতে অক্ষম।

নেতি : এ কথা ভুলেও ভাবি নি কোনদিন।
অস্তি : এ কথা সবসময়ই আমার ভাবনার অতীত ছিল।

নেতি : ওদের কাউকে পাওয়া যায় নি।
অস্তি : ওর সবাই নিখোঁজ।

নেতি : আমরা বাধা দিতে পারলাম না।
অস্তি : আমরা বাধা দিতে অক্ষম ছিলাম।

নেতি : আমরা নড়লাম না।
অস্তি : আমরা অনড় থাকলাম।

বাক্য সংকোচন/এক কথায় প্রকাশ:

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংকোচন, বাক্য সংক্ষেপণ বা এক কথায় প্রকাশ বলে । অর্থাৎ একটিমাত্র শব্দ দিয়ে যখন একাধিক পদ বা একটি বাক্যাংশের (উপবাক্য) অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বাক্য সংকোচন বলে ।

যেমন- হীরক দেশের রাজা- হীরকরাজ

এখানে হীরকরাজ- শব্দের মাধ্যমে হীরক দেশের রাজা- এই তিনটি পদের অর্থই সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে । এই তিনটি পদ একত্রে একটি বাক্যাংশ বা উপবাক্যও বটে । অর্থাৎ, হীরক দেশের রাজা- তিনটি পদ বা বাক্যাংশটির বাক্য সংকোচন হল- হীরকরাজ ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন/এক কথায় প্রকাশ

অকালে পেকেছে যে- অকালপক্ব
অক্ষির সম্মুখে বর্তমান- প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার- অনভিজ্ঞ
অহংকার নেই যার- নিরহংকার
অশ্বের ডাক- হ্রেষা
অতি কর্মনিপুণ ব্যক্তি- দক্ষ
অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা- অনুসন্ধিৎসা
অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক যে- অনুসন্ধিৎসু
অপকার করবার ইচ্ছা- অপচিকীর্ষা
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে- অবিমৃষ্যকারী
অতি শীতও নয়, অতি উষ্ণও নয়- নাতিশীতোষ্ণ
অবশ্য হবে/ঘটবে যা- অবশ্যম্ভাবী
অতি দীর্ঘ নয় যা- নাতিদীর্ঘ
অতিক্রম করা যায় না যা- অনতিক্রমনীয়/অনতিক্রম্য
যা সহজে অতিক্রম করা যায় না- দুরতিক্রমনীয়/দুরতিক্রম্য
অগ্রে জন্মেছে যে- অগ্রজ
অনুতে/পশ্চাতে/পরে জন্মেছে যে- অনুজ
অরিকে দমন করে যে- অরিন্দম
অন্য উপায় নেই যার- অনন্যোপায়
অনেকের মাঝে একজন- অন্যতম
অন্য গাছের ওপর জন্মে যে গাছ- পরগাছা
আচারে নিষ্ঠা আছে যার- আচারনিষ্ঠ
আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা যার- আত্মকেন্দ্রীক
আকাশে চরে যে- খেচর
আকাশে গমন করে যে- বিহগ, বিহঙ্গ
আট প্রহর যা পরা যায়- আটপৌরে
আপনার রং লুকায় যে/যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না- বর্ণচোরা
আয় অনুসারে ব্যয় করে যে- মিতব্যয়ী
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে- পণ্ডিতম্মন্য
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত- আদ্যন্ত
ইতিহাস রচনা করেন যিনি- ঐতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি- ইতিহাসবেত্তা
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে- ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে- জিতেন্দ্রিয়ি

Written By: Mozahidul Islam, fb: Dream-Catcher Mozahid, My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার- আস্তিক
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার- নাস্তিক
ঈষৎ আমিষ/আঁষ গন্ধ যার- আঁষটে
উপকার করবার ইচ্ছা- উপচিকীর্ষা
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে- কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে- অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে- কৃতঘ্ন
একই সময়ে বর্তমান- সমসাময়িক
একই মায়ের সন্তান- সহোদর
এক থেকে আরম্ভ করে- একাদিক্রমে
একই গুরুর শিষ্য- সতীর্থ
কথায় বর্ণনা যায় না যা- অনির্বচনীয়
কোনভাবেই নিবারণ করা যায় না যা- অনিবার্য
সহজে নিবারণ করা যায় না যা/কষ্টে নিবারণ করা যায় যা- দুর্নিবার
সহজে লাভ করা যায় না যা/কষ্টে লাভ করা যায় যা- দুর্লভ
কোন কিছুতেই ভয় নেই যার- নির্ভীক, অকুতোভয়
ক্ষমার যোগ্য- ক্ষমার্হ
কউ জানতে না পারে এমনভাবে- অজ্ঞাতসারে
গোপন করার ইচ্ছা- জুগুপ্সা
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত- চাক্ষুষ
চৈত্র মাসের ফসল- চৈতালি
জীবিত থেকেও যে মৃত- জীবন্মৃত
জানার ইচ্ছা- জিজ্ঞাসা
জানতে ইচ্ছুক- জিজ্ঞাসু
জ্বল জ্বল করছে যা- জাজ্বল্যমান
জয় করার ইচ্ছা- জিগীষা
জয় করতে ইচ্ছুক- জিগীষু
জানু পর্যন্ত লম্বিত- আজানুলম্বিত
তল স্পর্শ করা যায় না যার- অতলস্পর্শী
তীর ছোঁড়ে যে- তীরন্দাজ
দিনে যে একবার আহার করে- একাহারী
দীপ্তি পাচ্ছে যা- দীপ্যমান
দু'বার জন্মে যে- দ্বিজ
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার- নশ্বর
নদী মেখলা যে দেশের- নদীমেখলা
নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে- নাবিক
নিজেকে যে বড়ো মনে করে- হামবড়া
নূপুরের ধ্বনি- নিক্কণ
পা থেকে মাথা পর্যন্ত- আপাদমস্তক
প্রিয় বাক্য বলে যে নারী- প্রিয়ংবদা
পূর্বজন্ম স্মরণ করে যে- জাতিস্মর
পান করার যোগ্য- পেয়
পান করার ইচ্ছা- পিপাসা
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়- ওষধি

বিদেশে থাকে যে- প্রবাসী
বিশ্বজনের হিতকর- বিশ্বজনীন
ব্যাকরণ জানেন যিনি- বৈয়াকরণ
বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে গবেষণায় রত যিনি- বৈজ্ঞানিক
বেদ- বেদান্ত জানেন যিনি- বৈদান্তিক
বয়সে সবচেয়ে বড়ো যে- জ্যেষ্ঠ
বয়সে সবচেয়ে ছোটো যে- কনিষ্ঠ
ভোজন করার ইচ্ছা- বুভুক্ষা
মৃতের মত অবস্থা যার- মুমূর্ষু
মুষ্টি দিয়ে যা পরিমাপ করা যায়- মুষ্টিমেয়
মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত- মৃন্ময়
মর্মকে পীড়া দেয় যা- মর্মন্তুদ
মাটি ভেদ করে ওঠে যা- উদ্ভিদ
মৃত গবাদি পশু ফেলা হয় যেখানে- ভাগাড়
মন হরণ করে যা- মনোহর
মন হরণ করে যে নারী- মনোহারিণী
যা দমন করা যায় না- অদম্য
যা দমন করা কষ্টকর- দুর্দমনীয়
যা নিবারণ করা কষ্টকর- দুর্নিবার
যা পূর্বে ছিল এখন নেই- ভূতপূর্ব
যা বালকের মধ্যেই সুলভ- বালকসুলভ
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে- অযত্নলব্ধ
যা ঘুমিয়ে আছে- সুপ্ত
যা বার বার দুলছে- দোদুল্যমান
যা দীপ্তি পাচ্ছে- দেদীপ্যমান
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না- অনন্যসাধারণ
যা পূর্বে দেখা যায় নি- অদৃষ্টপূর্ব
যা কষ্টে জয় করা যায়- দুর্জয়
যা কষ্টে লাভ করা যায়- দুর্লভ
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে- অধীত
যা অনেক কষ্টে অধ্যয়ন করা যায়- দুরধ্যয়
যা জলে চরে- জলচর
যা স্থলে চরে- স্থলচর
যা জলে ও স্থলে চরে- উভচর
যা বলা হয় নি- অনুক্ত
যা কখনো নষ্ট হয় না- অবিনশ্বর
যা মর্ম স্পর্শ করে- মর্মস্পর্শী
যা বলার যোগ্য নয়- অকথ্য
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না- অজ্ঞাতকুলশীল
যা চিন্তা করা যায় না- অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু- বন্ধুর
যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়- ব্যয়বহুল
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়- নাতিশীতোষ্ণ
যার বিশেষ খ্যাতি আছে- বিখ্যাত

যা আঘাত পায় নি- অনাহত
যা উদিত হচ্ছে- উদীয়মান
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে- বর্ধিষ্ণু
যা পূর্বে শোনা যায় নি- অশ্রুতপূর্ব
যা সহজে ভাঙ্গে- ভঙ্গুর
যা সহজে জীর্ণ হয়- সুপাচ্য
যা খাওয়ার যোগ্য- খাদ্য
যা চিবিয়ে/চর্বণ করে খেতে হয়- চর্ব্য
যা চুষে খেতে হয়- চোষ্য
যা লেহন করে খেতে হয়/লেহন করার যোগ্য- লেহ্য
যা পান করতে হয়/পান করার যোগ্য- পেয়
যা পানের অযোগ্য- অপেয়
যা বপন করা হয়েছে- উপ্ত
যা বলা হয়েছে- উক্ত
যার অন্য উপায় নেই- অনন্যোপায়
যার কোন উপায় নেই- নিরুপায়
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে- প্রত্যুৎপন্নমতি
যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে- সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব
যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই- অকুতোভয়
যার আকার কুৎসিত- কদাকার
যার কোন শত্রু নেই/জন্মেনি- অজাতশত্রু
যার দাড়ি/শ্মশ্রু জন্মে নি- অজাতশ্মশ্রু
যার কিছু নেই- অকিঞ্চন
যে কোন বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে- বীতস্পৃহ
যে শুনেই মনে রাখতে পারে- শ্রুতিধর
যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে- উদ্বাস্তু
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়- স্বয়ংবরা
যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না- বনস্পতি
যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে- হাতুড়ে
যে নারীর সন্তান বাঁচে না/যে নারী মৃত সন্তান প্রসব করে- মৃতবৎসা
যে গাছ অন্য কোন কাজে লাগে না- আগাছা
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে- পরগাছা
যে পুরুষ বিয়ে করেছে- কৃতদার
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি- অনূঢ়া
যে ক্রমাগত রোদন করছে- রোরুদ্যমান (স্ত্রীলিঙ্গ- রোরুদ্যমানা)
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না- অপরিণামদর্শী
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে/অগ্র পশ্চাত বিবেচনা না করে কাজ করে যে- অবিমৃশ্যকারী
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক/বিসংবাদ নেই- অবিসংবাদী
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ- শ্বাপদসংকুল
যিনি বক্তৃতা দানে পটু- বাগ্মী
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়- সর্বংসহা
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে- বীরপ্রসূ
যে নারীর কোন সন্তান হয় না- বন্ধ্যা
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে- কাকবন্ধ্যা

যে নারীর স্বামী প্রবাসে আছে- প্রোষিতভর্তৃকা
যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে আছে- প্রোষিতপত্নীক
যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর- সুদর্শন (স্ত্রীলিঙ্গ- সুদর্শনা)
যে রব শুনে এসেছে- রবাহুত
যে লাফিয়ে চলে- প্লবগ
যে নারী কখনো সূর্য দেখেনি- অসূর্যম্পশ্যা
যে নারীর স্বামী মারা গেছে- বিধবা
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে- নবোঢ়া
লাভ করার ইচ্ছা- লিপ্সা
শুভ ক্ষণে জন্ম যার- ক্ষণজন্মা
শত্রুকে/অরিকে দমন করে যে- অরিন্দম
শত্রুকে বধ করে যে- শত্রুঘ্ন
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা- প্রত্যুদগমন
সকলের জন্য প্রযোজ্য- সর্বজনীন
সকলের জন্য হিতকর- সার্বজনীন
স্ত্রীর বশীভূত হয় যে- স্ত্রৈণ
সেবা করার ইচ্ছা- শুশ্রুষা
হনন/হত্যা করার ইচ্ছা- জিঘাংসা
হরিণের চামড়া- অজিন
হাতির ডাক- বৃংহতি

বাগধারা:

অ

বাগধারা	অর্থ	বাগধারা	অর্থ
অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ, অকেজো	অষ্টরম্ভা	ফাঁকি
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি	অকূল পাথার***	ভীষণ বিপদ
অর্ধচন্দ্র	গলা ধাক্কা	অন্ধকারে ঢিল মারা	আন্দাজে কাজ করা
অন্ধের যষ্ঠি	একমাত্র অবলম্বন	অমৃতে অরুচি	দামি জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা
অন্ধের নড়ি	একমাত্র অবলম্বন	অগস্ত্য যাত্রা	চির দিনের জন্য প্রস্থান
অগ্নিশর্মা	নিরতিশয় ক্রুদ্ধ	অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী	সামান্য বিদ্যার অহংকার
অগ্নিপরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা	অনধিকার চর্চা	সীমার বাইরে পদক্ষেপ
অগ্নিশর্মা	ক্ষিপ্ত	অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন
অগাধ জলের মাছ	খুব চালাক	অহি- নকুল সম্বন্ধ*	ভীষণ শত্রুতা
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চাতুর্যের পরিণাম	অন্ধকার দেখা	দিশেহারা হয়ে পড়া
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	লোভে ক্ষতি	অমাবস্যার চাঁদ**	দুর্লভ বস্তু
অদৃষ্টের পরিহাস	বিধির বিড়ম্বনা, ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা	অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরোধে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্মতি দেয়া

* সমার্থক বাগধারা : দা- কুমড়া সম্পর্ক
* * সমার্থক বাগধারা : ডুমুরের ফুল
* * * সমার্থক বাগধারা : সখাত সলিলে

আ

আকাশ কুসুম	অসম্ভব কল্পনা	আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি
আকাশ পাতাল	প্রভেদ, প্রচুর ব্যবধান	আদায় কাঁচকলায়	শত্রুতা
আকাশ থেকে পড়া	অপ্রত্যাশিত	আদা জল খেয়ে লাগা	প্রাণপণ চেষ্টা করা
আকাশের চাঁদ	আকাঙ্ক্ষিত বস্তু	আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত
আগুন নিয়ে খেলা	ভয়ঙ্কর বিপদ	আমড়া কাঠের ঢেঁকি	অপদার্থ
আগুনে ঘি ঢালা	রাগ বাড়ানো	আকাশ ভেঙে পড়া	ভীষণ বিপদে পড়া
আঙুল ফুলে কলাগাছ	অপ্রত্যাশিত ধনলাভ	আমতা আমতা করা	ইতস্তত করা, দ্বিধা করা
আঠার আনা	সমূহ সম্ভাবনা	আটকপালে*	হতভাগ্য
আদায় কাঁচকলায়	তিক্ত সম্পর্ক	আঠার মাসের বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
আহ্লাদে আটখানা	খুব খুশি	আলালের ঘরের দুলাল	অতি আদরে নষ্ট পুত্র
আক্কেল সেলামি	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড	আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা
আঙুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বড়লোক	আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি কেচ্ছা

সমার্থক বাগধারা : ইঁদুর কপালে

ই

ইঁদুর কপালে*	নিতান্ত মন্দভাগ্য	ইলশে গুঁড়ি	গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি
ইঁচড়ে পাকা	অকালপক্ব	ইতর বিশেষ	পার্থক্য

* সমার্থক বাগধারা : আটকপালে

উ

উত্তম মধ্যম	প্রহার	উড়ে এসে জুড়ে বসা	অনধিকারীর অধিকার
উড়নচন্ডী	অমিতব্যয়ী	উজানে কৈ	সহজলভ্য
উভয় সংকট*	দুই দিকেই বিপদ	উনপাঁজুড়ে	অপদার্থ
উলু বনে মুক্ত ছড়ানো	অপাত্রে/অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান	উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো
উড়ো চিঠি	বেনামি পত্র	উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি

* সমার্থক বাগধারা : জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, শাঁখের করাত

এ

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো	একই স্বভাবের	একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়)
এক চোখা	পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট	এক বনে দুই বাঘ	প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদ এক বারই আসে না, বার বার আসে	এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো	একই দলভুক্ত
এলোপাতাড়ি	বিশৃঙ্খলা	এলাহি কাণ্ড	বিরাট আয়োজন
এসপার ওসপার	মীমাংসা		

ও

ওজন বুঝে চলা	অবস্থা বুঝে চলা	ওষুধে ধরা	প্রার্থিত ফল পাওয়া

ক

কচুকাটা করা	নির্মমভাবে ধ্বংস করা	কেঁচো খুড়তে সাপ	বিপদজনক পরিস্থিতি
কচু পোড়া	অখাদ্য	কই মাছের প্রাণ*	যা সহজে মরে না
কচ্ছপের কামড়	যা সহজে ছাড়ে না	কুঁড়ের বাদশা	খুব অলস
কলম পেষা	কেরানিগিরি	কাক ভূষণ্ডী	দীর্ঘজীবী
কলুর বলদ	এক টানা খাটুনি	কেতা দুরস্ত	পরিপাটি
কথার কথা	গুরুত্বহীন কথা	কাছা আলগা	অসাবধান
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অসম্ভব বস্তু	কাঁচা পয়সা	নগদ উপার্জন

কপাল ফেরা	সৌভাগ্য লাভ	কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অসম্ভব বস্তু
কাকতাল	আকস্মিক/দৈব যোগাযোগজাত ঘটনা	কূপমণ্ডুক	সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন, ঘরকুনো
কত ধানে কত চাল	হিসেব করে চলা	কাঠের পুতুল	নির্জীব, অসার
কড়ায় গণ্ডায়	পুরোপুরি	কথায় চিঁড়ে ভেজা	ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন
কান খাড়া করা	মনোযোগী হওয়া	কান পাতলা	সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ
কানকাটা	নির্লজ্জ	কাছা ঢিলা	অসাবধান
কান ভাঙানো	কুপরামর্শ দান	কুল কাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
কান ভারি করা	কুপরামর্শ দান	কেঁচো খুড়তে সাপ	সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি
কাপুড়ে বাবু	বাহ্যিক সাজ	কেউ কেটা	সামান্য
কেউ কেটা	গণ্যমান্য	কেঁচে গণ্ডুষ	পুনরায় আরম্ভ
কেঁচে গণ্ডুষ	পুনরায় আরম্ভ	কৈ মাছের প্রাণ	যা সহজে মরে না

* একই রকম বাগধারা : পুঁটি মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে যায়)

খ

খয়ের খাঁ*	চাটুকার	খণ্ড প্রলয়	ভীষণ ব্যাপার
খাল কেটে কুমির আনা	বিপদ ডেকে আনা		

* সমার্থক বাগধারা : ঢাকের কাঠি

গ

গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ	গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো	কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা
গদাই লস্করি চাল	অতি ধীর গতি, আলসেমি	গুরু মারা বিদ্যা	যার কাছে শিক্ষা তারই উপর প্রয়োগ
গণেশ উল্টানো	উঠে যাওয়া, ফেল মারা	গোকুলের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী লোক
গলগ্রহ	পরের বোঝা স্বরূপ থাকা	গোঁয়ার গোবিন্দ	নির্বোধ অথচ হঠকারী
গরিবের ঘোড়া রোগ	অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা	গোল্লায় যাওয়া	নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া
গরমা গরম	টাটকা	গোবর গণেশ	মূর্খ
গরজ বড় বালাই	প্রয়োজনে গুরুত্ব	গোলক ধাঁধা	দিশেহারা
গরু খোঁজা	তন্ন তন্ন করে খোঁজা	গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
গরু মেরে জুতা দান	বড় ক্ষতি করে সামান্য ক্ষতিপূরণ	গোড়ায় গলদ	শুরুতে ভুল
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	প্রাপ্তির আগেই আয়োজন	গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা
গা ঢাকা দেওয়া	আত্মগোপন	গৌরীসেনের টাকা	বেহিসাবী অর্থ
গায়ে কাঁটা দেওয়া	রোমাঞ্চিত হওয়া	গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য
গাছে তুলে মই কাড়া	সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা		

ঘ

ঘোড়ার ডিম	অবাস্তব	ঘাটের মরা	অতি বৃদ্ধ
ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ	ঘটিরাম	আনাড়ি হাকিম
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা	ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	নিজ খরচে পরের বেগার খাটা
ঘোড়ার ঘাস কাটা	অকাজে সময় নষ্ট করা	ঘর ভাঙানো	সংসার বিনষ্ট করা

চ

চুনকালি দেওয়া	কলঙ্ক	চক্ষুদান করা	চুরি করা

চশমখোর	চক্ষুলজ্জাহীন	চক্ষুলজ্জা	সংকোচ
চর্বিত চর্বণ	পুনরাবৃত্তি	চোখের বালি	চক্ষুশূল
চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য	চোখের পর্দা	লজ্জা
চিনির বলদ	ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়	চোখ কপালে তোলা	বিস্মিত হওয়া
চামচিকের লাথি	নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি	চোখ টাটানো	ঈর্ষা করা
চিনির পুতুল	শ্রমকাতর	চোখে ধুলো দেওয়া	প্রতারণা করা
চুঁনোপুটি	নগণ্য	চোখের চামড়া	লজ্জা
চুলোয় যাওয়া	ধ্বংস	চোখের মণি	প্রিয়

চিনে/ছিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা)

ছ

ছ কড়া ন কড়া	সস্তা দর	ছক্কা পাঞ্জা	বড় বড় কথা বলা
ছা পোষা	অত্যন্ত গরিব	ছিঁচ কাদুনে	অল্পই কাঁদে এমন
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা	সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তি	ছিনিমিনি খেলা	নষ্ট করা
ছেলের হাতের মোয়া	সামান্য বস্তু	ছেলের হাতের মোয়া	সহজলভ্য বস্তু
ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা	নগণ্য স্বার্থে দুর্নাম অর্জন		

জ

জগাখিচুড়ি পাকানো	গোলমাল বাধানো	জলে কুমির ডাঙায় বাঘ*	উভয় সঙ্কট
জিলাপির প্যাঁচ	কুটিলতা		

* সমার্থক বাগধারা : উভয় সঙ্কট,   শাঁখের করাত

ঝ

ঝড়ো কাক	বিপর্যস্ত	ঝাঁকের কৈ	এক দলভুক্ত
ঝিকে মেরে বউকে বোঝানো	একজনের মাধ্যমে দিয়ে অন্যজনকে শিক্ষাদান	ঝোপ বুঝে কোপ মারা	সুযোগ মত কাজ করা

ট

টনক নড়া	চৈতন্যোদয় হওয়া	টেকে গোঁজা	আত্মসাৎ করা
টাকার কুমির	ধনী ব্যক্তি	টুপভুজঙ্গ	নেশায় বিভোর

ঠ

ঠাঁট বজায় রাখা	অভাব চাপা রাখা	ঠুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য
ঠোঁট কাটা	বেহায়া	ঠেলার নাম বাবাজি	চাপে পড়ে কাবু
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়	আদর্শহীনতার প্রাচুর্য		

ড

ডুমুরের ফুল	দুর্লভ বস্তু	ডান হাতের ব্যাপার*	খাওয়া
ডাকের সুন্দরী	খুবই সুন্দরী	ডামাডোল	গণ্ডগোল
ডুমুরের ফুল**	দুর্লভ		

* একই রকম বাগধারা : বাঁ হাতের ব্যাপার- ঘুষ গ্রহণ

* * সমার্থক বাগধারা : অমাবস্যার চাঁদ

ঢ

ঢাক ঢাক গুড় গুড়	গোপন রাখার চেষ্টা	ঢেঁকির কচকচি	বিরক্তিকর কথা
ঢাকের কাঠি*	মোসাহেব, চাটুকার	ঢি ঢি পড়া	কলঙ্ক প্রচার হওয়া
ঢাকের বাঁয়া	অপ্রয়োজনীয়	ঢিমে তেতালা	মন্থর

* সমার্থক বাগধারা : খয়ের খাঁ

ত

তালকানা	বেতাল হওয়া	তুলসী বনের বাঘ	ভণ্ড
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী	তুলা ধুনা করা	দুর্দশাগ্রস্ত করা
তামার বিষ	অর্থের কু প্রভাব	তুষের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসহ যন্ত্রণা
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী	তীর্থের কাক*	প্রতীক্ষারত
তিলকে তাল করা	বাড়িয়ে বলা		

* একই রকম বাগধারা : ভূশণ্ডির কাক- দীর্ঘজীবী

থ

থ বনে যাওয়া	স্তম্ভিত হওয়া	থরহরি কম্প	ভীতির আতিশয্যে কাঁপা

দ

দা- কুমড়া*	ভীষণ শত্রুতা	দেঁতো হাসি	কৃত্তিম হাসি
দহরম মহরম	ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক	দাদ নেওয়া	প্রতিশোধ নেয়া
দুধে ভাতে থাকা	খেয়ে- পড়ে সুখে থাকা	দুকান কাটা	বেহায়া
দিনকে রাত করা	সত্যকে মিথ্যা করা	দুধের মাছি	সু সময়ের বন্ধু
দু মুখো সাপ	দু জনকে দু রকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী		

* সমার্থক বাগধারা : অহি- নকুল সম্বন্ধ

ধ

ধরাকে সরা জ্ঞান করা	সকলকে তুচ্ছ ভাবা	ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	সত্য গোপন থাকে না
ধড়া- চূড়া	সাজপোশাক	ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী
ধরাকে সরা জ্ঞান করা	অহঙ্কারে সবকিছু তুচ্ছ মনে করা	ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কার্যাদ্ধার

ন

ননীর পুতুল	শ্রমবিমুখ	নামকাটা সেপাই*	কর্মচ্যুত ব্যক্তি
নয় ছয়	অপচয়	নথ নাড়া	গর্ব করা
নাটের গুরু	মূল নায়ক	নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে
নাড়ি নক্ষত্র	সব তথ্য	নগদ নারায়ণ	কাঁচা টাকা/ নগদ অর্থ
নিমক হারাম	অকৃতজ্ঞ	নেপোয় মারে দই	ধূর্ত লোকের ফল প্রাপ্তি
নিমরাজি	প্রায় রাজি		

* একই রকম বাগধারা : তালপাতার সেপাই- ক্ষীণজীবী

প

পটল তোলা	মারা যাওয়া	পুঁটি মাছের প্রাণ*	যা সহজে মরে যায়
পগার পার	আয়ত্তের বাইরে পালিয়ে যাওয়া	পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা	বড় রকমের চুরি
পটের বিবি	সুসজ্জিত	পুকুর চুরি	পুরোনো প্রসঙ্গে কটাক্ষ করা
পত্রপাঠ	অবিলম্বে/সঙ্গে সঙ্গে	পোঁ ধরা	অন্যকে দেখে একই কাজ করা
পালের গোদা	দলপতি	পোয়া বারো	অতিরিক্ত সৌভাগ্য
পাকা ধানে মই	অনিষ্ট করা	প্রমাদ গোণা	ভীত হওয়া
পাখিপড়া করা	বার বার শেখানো	পায়াভারি	অহঙ্কার
পাততাড়ি গুটানো	জিনিসপত্র গোটানো	পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা	অপরকে দিয়ে কাজ উদ্ধার
পাথরে পাঁচ কিল	সৌভাগ্য	পরের ধনে পোদ্দারি	অন্যের অর্থের যথেচ্ছ ব্যয়

* একই রকম বাগধারা : কৈ মাছের প্রাণ- যা সহজে মরে না

ফ

ফপর দালালি	অতিরিক্ত চালবাজি	ফুলের ঘাঁয়ে মূর্ছা যাওয়া	অল্পে কাতর
ফুলবাবু	বিলাসী	ফোড়ন দেওয়া	টিপ্পনী কাটা
ফেউ লাগা	আঠার মতো লেগে থাকা		

ব

বক ধার্মিক	ভণ্ড সাধু	বাজখাঁই গলা	অত্যন্ত কর্কশ ও উঁচু গলা
বইয়ের পোকা	খুব পড়ুয়া	বাড়া ভাতে ছাই	অনিষ্ট করা
বগল বাজানো	আনন্দ প্রকাশ করা	বায়াত্তরে ধরা	বার্ধক্যের কারণে কাণ্ডজ্ঞানহীন
বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো	সহজে খুলে যায় এমন	বিদ্যার জাহাজ	অতিশয় পণ্ডিত
বসন্তের কোকিল	সুদিনের বন্ধু	বিশ বাঁও জলে	সাফল্যের অতীত
বিড়াল তপস্বী	ভণ্ড সাধু	বিনা মেঘে বজ্রপাত	আকস্মিক বিপদ
বর্ণচোরা আম	কপট ব্যক্তি	বাঘের দুধ	দুঃসাধ্য বস্তু
বরাক্ষরে	অলক্ষুণে	বাঘের চোখ	দুঃসাধ্য বস্তু
বাজারে কাটা	বিক্রি হওয়া	বিসমিল্লায় গলদ	শুরুতেই ভুল
বালির বাঁধ	অস্থায়ী বস্তু	বুদ্ধির ঢেঁকি	নিরেট মূর্খ
বাঁ হাতের ব্যাপার*	ঘুষ গ্রহণ	ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
বাঁধা গৎ	নির্দিষ্ট আচরণ	ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা

* একই রকম বাগধারা : ডান হাতের ব্যাপার- খাওয়া

ভ

ভরাডুবি	সর্বনাশ	ভাঁড়ে ভবানী	নিঃস্ব অবস্থা
ভস্মে ঘি ঢালা	নিষ্ফল কাজ	ভূতের ব্যাগার	অযথা শ্রম
ভাদ্র মাসের তিল	প্রচণ্ড কিল	ভূঁই ফোড়	হঠাৎ গজিয়ে ওঠা
ভানুমতীর খেল	অবিশ্বাস্য ব্যাপার	ভিজে বিড়াল	কপটাচারী
ভাল্লুকের জ্বর	ক্ষণস্থায়ী জ্বর	ভূশণ্ডির কাক*	দীর্ঘজীবী

* একই রকম বাগধারা : তীর্থের কাক- প্রতীক্ষারত

ম

মগের মুল্লুক	অরাজক দেশ	মুখে দুধের গন্ধ	অতি কম বয়স
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন	মুস্কিল আসান	নিষ্কৃতি
মন না মতি	অস্থির মানব মন	মেনি মুখো	লাজুক
মড়াকান্না	উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ	মাকাল ফল	অন্তঃসারশূণ্য
মাছের মায়ের পুত্রশোক	কপট বেদনাবোধ	মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ
মশা মারতে কামান দাগা	সামান্য কাজে বিরাট আয়োজন	মুখে ফুল চন্দন পড়া	শুভ সংবাদের জন্য ধন্যবাদ
মুখ চুন হওয়া	লজ্জায় ম্লান হওয়া	মেছো হাটা	তুচ্ছ বিষয়ে মুখরিত

য

যক্ষের ধন	কৃপণের ধন	যমের অরুচি	যে সহজে মরে না

র

রত্নপ্রসবিনী	সুযোগ্য সন্তানের মা	রাবণের গুষ্টি	বড় পরিবার
রাঘব বোয়াল	সর্বগ্রাসী ক্ষমতাবান ব্যক্তি	রায় বাঘিনী	উগ্র স্বভাবের নারী
রাবণের চিতা	চির অশান্তি	রাজ যোটক	উপযুক্ত মিলন
রাশভারি	গম্ভীর প্রকৃতির	রাহুর দশা	দুঃসময়

রাই কুড়িয়ে বেল	ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ	রুই- কাতলা	পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি
রাজা উজির মারা	আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প		

ল

লগন চাঁদ	ভাগ্যবান	লাল বাতি জ্বালা	দেউলিয়া হওয়া
ললাটের লিখন	অমোঘ ভাগ্য	লাল হয়ে যাওয়া	ধনশালী হওয়া
লাল পানি	মদ	লেজে গোবরে	বিশৃঙ্খলা
লেফাফা দুরস্ত	বাইরের ঠাট বজার রেখে চলেন যিনি		

শ

শকুনি মামা	কুটিল ব্যক্তি	শিরে সংক্রান্তি	বিপদ মাথার ওপর
শাঁখের করাত*	দুই দিকেই বিপদ	শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া	আলস্যে সময় নষ্ট করা
শাপে বর	অনিষ্টে ইষ্ট লাভ	শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু
শিকায় ওঠা	স্থগিত	শত্রুর মুখে ছাই	কুদৃষ্টি এড়ানো
শিঙে ফোঁকা	মরা	শ্রীঘর	কারাগার
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র সন্তান		

* সমার্থক বাগধারা : উভয় সঙ্কট, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

ষ

ষোল কলা	পুরোপুরি	ষাঁড়ের গোবর	অযোগ্য
ষোল আনা			

স

সবুরে মেওয়া ফলে	ধৈর্যসুফল মিলে	সাতেও নয়, পাঁচেও নয়	নির্লিপ্ত
সরফরাজি করা	অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি	সাপের পাঁচ পা দেখা	অহঙ্কারী হওয়া
সাত খুন মাফ	অত্যধিক প্রশ্রয়	সোনায় সোহাগা	উপযুক্ত মিলন
সাত সতের	নানা রকমের	সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
সাপের ছুঁচো গেলা	অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে কাজ করা	সখাত সলিলে*	ঘোর বিপদে পড়া
সেয়ানে সেয়ানে	চালাকে চালাকে	সব শেয়ালের এক রা	ঐকমত্য
সবে ধন নীলমণি	একমাত্র অবলম্বন		

* সমার্থক বাগধারা : অকূল পাথারে

হ

হাটে হাঁড়ি ভাঙা	গোপন কথা প্রকাশ করা	হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল
হাতটান	চুরির অভ্যাস	হীরার ধার	অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি
হ য ব র ল	বিশৃঙ্খলা	হোমরা চোমরা	গণ্যমান্য ব্যক্তি
হাতুড়ে বদ্যি	আনাড়ি চিকিৎসক	হিতে বিপরীত	উল্টো ফল
হরিলুট	অপচয়	হাড় হদ্দ	নাড়ি নক্ষত্র/সব তথ্য
হস্তীমূর্খ	বুদ্ধিতে স্থূল	হালে পানি পাওয়া	সুবিধা করা
হাড়ে দুর্বা গজানো	অত্যন্ত অলস হওয়া	হাড় হাভাতে	মন্দভাগ্য
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ		

প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের কিছু বিশেষ কৌশল আছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- সমাস, সন্ধি, উপসর্গ যোগে ও প্রত্যয় সাধিত হয়ে শব্দ গঠন।

প্রাতিপদিক : বিভক্তিহীন নামশব্দকে প্রাতিপদিক বলে/নামপদের যেই অংশকে আর বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় না, তাকেই প্রাতিপদিক বলে।
যেমন- 'হাত'। এর সঙ্গে বিভক্তি নেই। এর সঙ্গে 'আ' যুক্ত করে নতুন শব্দ 'হাতা' তৈরি করা যেতে পারে। এটিও একটি নাম শব্দ। আবার এর সঙ্গে 'অল' শব্দাংশ যুক্ত করে 'হাতল' নামশব্দটি তৈরি করা যেতে পারে।

ক্রিয়ামূল বা ধাতু : ক্রিয়াপদের মূলশব্দকে বলা হয় ক্রিয়ামূল বা ধাতু। যেমন- 'পড়্'। এটি নিজেই একটি ক্রিয়াপদ (বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ)। আবার এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে কাল ও পুরুষভেদে ক্রিয়াটির রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- পড়ো, পড়ুন, পড়বে, পড়ছি, পড়ছিলাম, পড়েছি, ইত্যাদি।
বাংলা ব্যাকরণে ধাতু চিহ্নিত করার জন্য একটি আলাদা ব্যাকরণিক চিহ্ন (√) ব্যবহৃত হয়। একে বলা হয় ধাতু চিহ্ন। অর্থাৎ √পড় মানে 'পড়' ধাতু।

প্রকৃতি : শব্দমূল বা শব্দের যে অংশকে আর ভাঙা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। **প্রত্যয় যুক্ত প্রতিটি মৌলিক শব্দ তথা প্রত্যয় যুক্ত প্রতিটি প্রাতিপদিক ও ধাতুই একেকটি প্রকৃতি।** কিন্তু মৌলিক শব্দকে প্রকৃতি বলা যায় না। যখনই সেই শব্দের সঙ্গে বা অতিরিক্ত শব্দাংশ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তখনই কেবল নতুন সৃষ্ট শব্দটির মূল শব্দটিকে প্রকৃতি বলা যায়।
অর্থাৎ, প্রত্যয় সাধিত শব্দের মূলশব্দকে বলা হয় প্রকৃতি। কিন্তু শব্দটি থেকে প্রত্যয় সরিয়ে ফেললে, মূলশব্দটিকে তখন আর প্রকৃতি বলা যাবে না।
যেমন- লাজুক, বড়াই, ঘরামি, পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা শব্দগুলোর মূলশব্দ যথাক্রমে লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, জিত। এখানে, লাজুক, বড়াই, ঘরামি, পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা শব্দগুলো প্রত্যয়সাধিত (মূলশব্দের সঙ্গে অতিরিক্ত শব্দাংশ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।) আর এই শব্দগুলোর মূলশব্দ লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, জিত। অর্থাৎ লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, জিত- এগুলো লাজুক, বড়াই, ঘরামি, পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা শব্দগুলোর প্রকৃতি। কিন্তু আলাদাভাবে উল্লেখ করলে এগুলো আর প্রকৃতি নয়, এগুলো তখন স্রেফ কতোগুলো মৌলিক শব্দ।

প্রত্যয় : **মূলশব্দ বা মৌলিক শব্দের সঙ্গে যে অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন নামপদ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে।** অর্থাৎ, প্রাতিপদিক ও ধাতুর সঙ্গে যেই শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদেরকেই প্রত্যয় বলে। উপরের উদাহরণে, লাজুক শব্দের প্রকৃতি 'লাজ'- এর সঙ্গে প্রত্যয় 'উক' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'লাজুক' শব্দটি। এমনিভাবে

প্রকৃতি + প্রত্যয় = প্রত্যয়সাধিত শব্দ
বড় + আই = বড়াই
ঘর + আমি = ঘরামি

প্রকৃতি ২ প্রকার:
নাম প্রকৃতি : প্রাতিপদিকের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকটিকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন, উপরের লাজ, ঘর- এগুলো নাম প্রকৃতি।
ক্রিয়া প্রকৃতি : ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুটিকে ক্রিয়া প্রকৃতি বলে। যেমন, উপরের √পড়, √নাচ, এগুলো ক্রিয়া প্রকৃতি।
প্রত্যয় ২ প্রকার-
কৃৎ প্রত্যয় : ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যেই প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন, উপরের উদাহরণে, '√পড়'- এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'উয়া', '√নাচ'- এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'উনে' কৃৎ প্রত্যয়।

তদ্ধিত প্রত্যয় : নাম প্রকৃতির সঙ্গে যেই প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন, উপরের উদাহরণে, 'লাজ'- এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'উক', 'ঘর'- এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'আমি' তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃদন্ত পদ : কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। অর্থাৎ যে নাম পদ (বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ) ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যোগ হয়ে গঠিত, তাকে কৃদন্ত পদ বলে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ক্রিয়ামূল বা ধাতু থেকে গঠিত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদকেই কৃদন্ত পদ বলে। যেমন, উপরের পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা।

তদ্ধিতান্ত পদ : তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে তদ্ধিতান্ত পদ বলে। যেমন, উপরের লাজুক, বড়াই, ঘরামি।

অনেক সময় কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতুর আদিস্বর অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন যথেচ্ছভাবে হয় না, কিছু নিয়ম অনুসরণ করে হয়। কৃৎ প্রত্যয় ব্যবহৃত হওয়ার সময় পরিবর্তন হওয়ার নিয়ম ২টি- গুণ ও বৃদ্ধি।

গুণ :

ই/ঈ- স্থলে এ	**√চিন+আ= চেনা, √নী+আ= নেওয়া**
উ/ঊ- স্থলে ও	√ধু+আ= ধোয়া
ঋ- স্থলে অর	√কৃ+তা = করতা > ক্রেতা

বৃদ্ধি:

অ- স্থলে আ	**√পচ+ণক(অক) = পাচক**
ই/ঈ- স্থলে ঐ	√শিশু+ষ্ণ = শৈশব
উ/ঊ- স্থলে ঔ	√যুব+অন= যৌবন
ঋ- স্থলে আর	√কৃ+ঘ্যণ(য- ফলা)= কার্য

ইৎ : প্রত্যয় প্রাতিপদিক বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় প্রায়ই সম্পূর্ণ বা অখণ্ড অবস্থায় যুক্ত হয় না; এর কিছু অংশ লোপ পায়। যুক্ত হওয়ার সময় প্রত্যয়ের কিছু অংশ লোপ পাওয়াকে বলা হয় ইৎ।

সাধারণত বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার সময় ইৎ হয় না বা লোপ পায় না। অন্যদিকে অধিকাংশ সংস্কৃত প্রত্যয়- ই ইৎ হয়ে বা আংশিক লোপ পেয়ে যুক্ত হয় বা ব্যবহৃত হয়। উচ্চারণ বা ব্যবহার সহজ করার জন্যই এই লোপ পাওয়ার ঘটনা বা ইৎ ঘটে। শব্দের মতো সংস্কৃত প্রত্যয়ও বাংলা ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। আর এই পরিবর্তনের জন্য সংস্কৃত প্রত্যয়ের লোপ পাওয়া- ই ইৎ।

যেমন, √স্থা+অনট = √স্থা+অন(ট ইৎ বা লোপ) = স্থান

কৃৎ প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎ প্রত্যয় ২ প্রকার- বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	বিশেষ নিয়ম
শূণ্য প্রত্যয় **(প্রত্যয় ছাড়া কোনো ক্রিয়া প্রকৃতি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হলে সেখানে শূণ্য প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে বলে ধরা হয়।)**	জিত্ হার্ ধরপাকড় (ধর ও পাকড় একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে)	
অ	√ধর+অ= ধর √মার+অ = মার বি:দ্র: আধুনিক বাংলায় সর্বত্র অ- প্রত্যয় উচ্চারিত হয় না। যেমন-	দ্বিত্ব প্রয়োগ (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে) : √কাঁদ+অ = কাঁদকাঁদ √মর+অ = মরমর

	√হার+অ = হার্	
অন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	√কাঁদ+অন = কাঁদন √নাচ+অন = নাচন √বাড়+অন= বাড়ন √ঝুল+অন = ঝুলন √দুল+অন = দোলন	ধাতুর শেষে 'আ- কার' থাকলে 'ওন' হয়। যেমন- √খা+অন = খাওন √ছা+অন = ছাওন √দে+অন = দেওন
অনা	√দুল+অনা = দোলনা √খেল+অনা = খেলনা	
অনি/উনি	√চির+অনি = চিরনি > চিরুনি √বাঁধ+অনি = বাঁধুনি √আঁট+অনি = আঁটুনি	
অন্ত (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)	√উড়+অন্ত = উড়ন্ত √ডুব+অন্ত = ডুবন্ত	
অক	√মুড়+অক = মোড়ক √ঝল+অক = ঝলক	
আ	√পড়+আ = পড়া √রাঁধ+আ = রাঁধা √কেন+আ = কেনা? √কাচ+আ = কাচা √ফুট+আ = ফোটা?	
আই (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	√চড়+আই = চড়াই √সিল+আই = সিলাই	
আও (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	√পাকড়+আও = পাকড়াও √চ+আও = চড়াও	
আন(আনো) (প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে বসে)	√জানা+আন = জানানো √শোনা+আন = শোনানো √ভাসা+আন = ভাসানো √চাল+আন = চালানো/চালান √মান+আন = মানান/মানানো	
আনি	√জান+আনি = জানানি √শুন+আনি = শুনানি √উড়+আনি = উড়ানি (√উড়+উনি = উড়ুনি)	
আরি/আরী/রি/উরি	√ডুব+আরি/উরি = ডুবুরি √ধুন+আরী = ধুনারী √পূজা+আরী = পূজারী	
আল	√মাত+আল = মাতাল √মিশ+আল = মিশাল	
ই	√ভাজ+ই = ভাজি √বেড়+ই = বেড়ি	
ইয়া/ইয়ে	√মর+ইয়া = মরিয়া √বল+ইয়ে = বলিয়ে	

	√নাচ+ইয়ে = নাচিয়ে √গা+ইয়ে = গাইয়ে √লিখ+ইয়ে = লিখিয়ে √বাজ+ইয়ে = বাজিয়ে √ক+ইয়ে = কইয়ে	
উ	√ডাক+উ = ডাকু √ঝাড়+উ = ঝাড়ু	দ্বিত্বপ্রয়োগ : √উড়+উ = উড়ুউড়ু
উয়া/ও	√পড়+উয়া = পড়ুয়া √উড়+উয়া = উড়ুয়া > উড়ো/ √উড়+ও = উড়ো	
তা **(বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)**	√ফির+তা = ফিরতা > ফেরতা √পড়+তা = পড়তা √বহ+তা = বহতা	
তি **(বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)**	√ঘাট+তি = ঘাটতি √বাড়+তি = বাড়তি √কাট+তি = কাটতি √উঠ+তি = উঠতি	
না **(বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)**	√কাঁদ+না = কাঁদনা > কান্না √রাঁধ+না = রাঁধনা > রান্না √ঝর+না = ঝরনা	

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

প্রত্যয়			**শব্দ গঠন**	**বিশেষ নিয়ম**
মূল	ইৎ/লোপ	থাকে		
অনট	ট	অন	√নী+অনট > নে+অন* = নয়ন √শ্রু+অনট = শ্রবণ* √স্থা+অনট = স্থান √ভোজ+অনট = ভোজন √নৃত+অন = নর্তন* √দৃশ+অন = দর্শন* √নন্দি+অনট = নন্দন	
ক্ত	ক	ত	√জ্ঞা+ক্ত = জ্ঞাত √খ্যা+ক্ত = খ্যাত	ক) কিছু কিছু ধাতুর শেষে ‘ই- কার’ যুক্ত হয়। যেমন- √পঠ+ক্ত = পঠিত √লিখ+ক্ত = লিখিত √বিদ+ক্ত = বিদিত √বেষ্ট+ক্ত = বেষ্টিত √চল+ক্ত = চলিত √পত+ক্ত = পতিত √লুণ্ঠ+ক্ত = লুণ্ঠিত √ক্ষুধ+ক্ত = ক্ষুধিত √শিক্ষ+ক্ত = শিক্ষিত

				খ) ধাতুর শেষে ‘চ/জ’ থাকলে তা ‘ক’ হয়। যেমন- √মুচ+ক্ত = মুক্ত √ভুজ+ক্ত = ভুক্ত গ) নিপাতনে সিদ্ধ : √গম+ক্ত = গত √গ্রন্থ+ক্ত = গ্রথিত √চুর+ক্ত = চূর্ণ √ছিদ+ক্ত = ছিন্ন √জন+ক্ত = জাত √হন+ক্ত = হত √দা+ক্ত = দত্ত √দহ+ক্ত = দগ্ধ √মুহ+ক্ত = মুগ্ধ √যুধ+ক্ত = যুদ্ধ √লভ+ক্ত = লব্ধ √বচ+ক্ত = উক্ত √বপ+ক্ত = উপ্ত √স্বপ+ক্ত = সুপ্ত √সৃজ+ক্ত = সৃষ্ট
ক্তি	ক	তি	√গম+ক্তি = গতি	ক) কিছু ধাতুর শেষের ব্যঞ্জন লোপ পায়। যেমন- √মন+ক্তি = মতি √রম+ক্তি = রতি খ) কিছু ধাতুর প্রথম ব্যঞ্জনে আ- কার যুক্ত হয়। যেমন- √শ্রম+ক্তি = শ্রান্তি √শম+ক্তি = শান্তি গ) ধাতুর শেষে ‘চ/জ’ থাকলে তা ‘ক’ হয়। যেমন- √বচ+ক্তি = উক্তি √মুচ+ক্তি = মুক্তি √ভজ+ক্তি = ভক্তি ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ : √বচ+ক্তি = উক্তি √গৈ+ক্তি = গীতি √সিধ+ক্তি = সিদ্ধি √বুধ+ক্তি = বুদ্ধি √শক+ক্তি = শক্তি
তব্য			√কৃ+তব্য = কর্তব্য* √দা+তব্য = দাতব্য √পঠ+তব্য = পঠিতব্য	
অনীয়			√কৃ+অনীয় = করণীয়* √রক্ষ+অনীয় = রক্ষণীয় √দৃশ+অনীয় = দর্শনীয়*	

			√পান+অনীয় = পানীয় √শ্রু+অনীয় = শ্রবণীয় √পালন+অনীয় = পালনীয়	
তৃচ	চ	তৃ	√দা+তৃচ = দাতা √মা+তৃচ = মাতা √ক্রী+তৃচ = ক্রেতা	√যুধ+তৃচ = যোদ্ধা
ণক	ণ	অক	√পঠ্‌+ণক = পাঠক° √ণী+ণক > নৈ+অক = নায়ক° √গৈ+ণক = গায়ক √লিখ+ণক = লেখক*	ক) প্রযোজক ধাতুর শেষে 'ই- কার' থাকলে লোপ পায়- √পূঁজি+ণক = পূজক √জনি+ণক = জনক √চালি+ণক = চালক √স্তাবি+ণক = স্তাবক খ) ধাতুর শেষে 'আ- কার' থাকলে অতিরিক্ত 'য়' যুক্ত হয়। যেমন- √দা+ণক = দায়ক বি+√ধা+ণক = বিধায়ক
ঘ্যণ	ঘ, ণ	য- ফলা	√কৃ+ঘ্যণ = কার্য্য > কার্য √ধৃ+ঘ্যণ = ধার্য √বাচ+ঘ্যণ = বাচ্য √ভোজ+ঘ্যণ = ভোজ্য √যোগ+ঘ্যণ = যোগ্য √হাস+ঘ্যণ = হাস্য পরি+√হার+ঘ্যণ = পরিহার্য	
য		য > য়	√দা+য > √দে+য = দেয় √হা+য > √হে+য = হেয় বি+√ধা+য = বিধেয় অ+√জি+য = অজেয় পরি+√মা+য = পরিমেয় অনু+√মা+য = অনুমেয়	ক)শেষে ব্যঞ্জন থাকলে য- ফলা হয়। যেমন- √গম+য = গম্য √লভ+য = লভ্য
ণিন	ণ	ইন>ঈ - কার	√গ্রহ+ণিন = গ্রাহী √পা+ণিন = পায়ী √কৃ+ণিন = কারী √দ্রোহ+ণিন = দ্রোহী সত্য+√বাদ+ণিন = সত্যবাদী √ভাব+ণিন = ভাবী √স্থা+ণিন = স্থায়ী √গম+ণিন = গামী	'হন' ধাতুর ক্ষেত্রে- √হন+ণিন = ঘাতী : আত্ম+√হন+ণিন = আত্মঘাতী
ইন		ইন>ঈ - কার	√শ্রম+ইন = শ্রমী	
অল	ল	অ	√জি+অল = জয় √ক্ষি+অল = ক্ষয় √নিচ+অল = নিচয় √বিন+অল = বিনয়	√হন+অল = বধ

			√বিল+অল = বিলয়	
ইষ্ণু			√চল+ইষ্ণু = চলিষ্ণু √ক্ষয়+ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু √বর্ধ+ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু	
বর			√ঈশ+বর = ঈশ্বর √ভাস+বর = ভাস্বর √নশ+বর = নশ্বর √স্থা+বর = স্থাবর	
র			√হিন+স+র = হিংস্র √নম+র = নম্র	
উক/ঊক			√ভু+উক > ভৌ+উক = ভাবুক √জাগৃ+ঊক = জাগরূক	
শানচ	শ, চ	আন/মান	√দীপ+শানচ = দীপ্যমান √চল+শানচ = চলমান √বৃধ+শানচ = বর্ধমান	
ঘঞ	ঘ, ঞ	অ	√বস+ঘঞ = বাস √যুজ+ঘঞ = যোগ √ক্রুধ+ঘঞ = ক্রোধ √খদ+ঘঞ = খেদ √ভিদ+ঘঞ = ভেদ	√ত্যজ+ঘঞ = ত্যাগ √পচ+ঘঞ = পাক √শুচ+ঘঞ = শোক

* **গুণ হয়েছে।**

° **বৃদ্ধি হয়েছে।**

তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তদ্ধিত প্রত্যয় ৩ প্রকার। যেমন- বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়, বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় ও তৎসম বা সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	
আ	চোর+আ = চোরা কেষ্ট+আ = কেষ্টা ডিঙি+আ = ডিঙা বাঘ+আ = বাঘা হাত+আ = হাতা কাল+আ = কালা	জল+আ = জলা গোদ+আ = গোদা রোগ+আ = রোগা চাল+আ = চালা লুন+আ = লুনা > লোনা
আই	বড়+আই = বড়াই চড়া+আই = চড়াই কানু+আই = কানাই নিম+আই = নিমাই	জেঠা+আই = জেঠাই মিঠা+আই = মিঠাই ঢাকা+আই = ঢাকাই পাবনা+আই = পাবনাই

	বোন+আই = বোনাই ননদ+আই = নন্দাই	চোর+আই = চোরাই মোগল+আই = মোগলাই
আমি/আম/ আমো/মি	ইতর+আমি = ইতরামি পাগল+আমি = পাগলামি চোর+আমি = চোরামি বাঁদর+আমি = বাঁদরামি ফাজিল+আমো = ফাজলামো	ঠক+আমো = ঠকামো ঘর+আমি = ঘরামি জেঠা+মি = জেঠামি ছেলে+মি = ছেলেমি
ই/ঈ	বাহাদুর+ই = বাহাদুরি উমেদার+ই = উমেদারি ডাক্তার+ঈ = ডাক্তারী মোক্তার+ঈ = মোক্তারী পোদ্দার+ঈ = পোদ্দারী ব্যাপার+ঈ = ব্যাপারী চাষ+ঈ = চাষী	জমিদার+ঈ = জমিদারী দোকান+ঈ = দোকানী ভাগলপুর+ঈ = ভাগলপুরী মাদ্রাজ+ঈ = মাদ্রাজী রেশম+ঈ = রেশমী সরকার+ঈ = সরকারী
ইয়া > এ	সেকাল+এ = সেকেলে একাল+এ = একেলে ভাদর+ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে পাথর+ইয়া = পাথুরিয়া > পাথুরে মাটি+ইয়া = মেটে বালি+ইয়া = বেলে জাল+ইয়া = জালিয়া > জেলে মোট+ইয়া = মুটে	খুন+ইয়া = খুনিয়া > খুনে না+ইয়া = নাইয়া > নেয়ে দেমাক+এ = দেমাকে টনটন+এ = টনটনে কনকন+এ = কনকনে গনগন+এ = গনগনে চকচক+এ = চকচকে
উয়া > ও	জ্বর+উয়া = জ্বরুয়া > জ্বরো বাত+উয়া = বাতুয়া > বেতো টাক+উয়া = টাকুয়া > টেকো খড়+ও = খড়ো ধান+উয়া = ধেনো মাঠ+উয়া = মেঠো	গাঁ+উয়া = গাঁইয়া > গেঁয়ো মাছ+উয়া = মাছুয়া > মেছো দাঁত+উয়া = দেঁতো ছাঁদ+উয়া = ছেঁদো তেল+উয়া = তেলো > তেলা কুঁজ+উয়া = কুঁজো
উ	ঢাল+উ = ঢালু	কল+উ = কলু
উক	লাজ+উক = লাজুক মিশ+উক = মিশুক	মিথ্যা+উক = মিথ্যুক
আরি/আরী/ আরু	ভিখ+আরী = ভিখারী শাঁখ+আরী = শাঁখারী	বোমা+আরু = বোমারু
আলি/আলো/ আল>এল	দাঁত+আল = দাঁতাল লাঠি+আল = লাঠিয়াল > লেঠেল তেজ+আল = তেজাল ধার+আল = ধারাল শাঁস+আল = শাঁসাল জমক+আল = জমকালো	দুধ+আল = দুধাল > দুধেল হিম+আল = হিমাল > হিমেল চতুর+আলি = চতুরালি ঘটক+আলি = ঘটকালি সিঁদ+আল>এল = সিঁদেল গাঁজা+আল>এল = গেঁজেল
উরিয়া>উড়িয়া/ উড়ে/রে	হাট+উরিয়া = হাটুরিয়া > হাটুরে সাপ+উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে	কাঠ+উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে
উড়	লেজ+উড় = লেজুড়	

উয়া/ওয়া>ও	ঘর+ওয়া = ঘরোয়া	জল+উয়া = জলুয়া > জলো
আটিয়া/টে	তামা+আটিয়া = তামাটিয়া > তামাটে ঝগড়া+আটিয়া = ঝগড়াটে	ভাড়া+আটিয়া = ভাড়াটে রোগা+আটিয়া = রোগাটে
অট>ট	ভরা+ট = ভরাট	জমা+ট = জমাট
লা	মেঘ+লা = মেঘলা এক+লা = একলা	আধ+লা = আধলা

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয়		**শব্দ গঠন**	**বিশেষ নিয়ম**
মূল	যুক্ত হয়		
ইত		কুসুম+ইত = কুসুমিত তরঙ্গ+ইত = তরঙ্গিত কণ্টক+ইত = কণ্টকিত	
ইমন	ইমা	নীল+ইমন = নীলিমা মহৎ+ইমন = মহিমা	
ইল		পঙ্ক+ইল = পঙ্কিল ঊর্মি+ইল = ঊর্মিল ফেন+ইল = ফেনিল	
ইষ্ঠ		গুরু+ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ লঘু+ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ	
ইন/ঈ/ইনী		জ্ঞান+ইন = জ্ঞানিন সুখ+ইন = সুখিন গুণ+ইন = গুণিন মান+ইন = মানিন জ্ঞান+ইনী = জ্ঞানিনী গুণ+ইনী = গুণিনী	জ্ঞান+ইন(ঈ)= জ্ঞানী গুণ+ইন(ঈ)= গুণী
তা/ত্ব		শত্রু+তা = শত্রুতা বন্ধু+তা = বন্ধুতা বন্ধু+ত্ব = বন্ধুত্ব গুরু+ত্ব = গুরুত্ব ঘন+ত্ব = ঘনত্ব মহৎ+ত্ব = মহত্ত্ব	
তর/তম		মধুর+তর = মধুরতর প্রিয়+তর = প্রিয়তর প্রিয়+তম = প্রিয়তম	
নীন	ঈন(ন ইৎ)	সর্বজন+নীন = সর্বজনীন কুল+নীন = কুলীন নব+নীন = নবীন	
নীয়	ঈয়(ন ইৎ)	জল+নীয় = জলীয় বায়ু+নীয় = বায়বীয় বর্ষ+নীয় = বর্ষীয়	পর+নীয় = পরকীয় স্ব+নীয় = স্বকীয় রাজা+নীয় = রাজকীয়
বতুপ/মতুপ	বান/মান	গুণ+বতুপ = গুণবান দয়া+বতুপ = দয়াবান	

		শ্রী+মতুপ = শ্রীমান বুদ্ধি+মতুপ = বুদ্ধিমান	
বিন	বী	মেধা+বিন = মেধাবী মায়া+বিন = মায়াবী তেজঃ+বিন = তেজস্বী যশঃ+বিন = যশস্বী	
র		মধু+র = মধুর মুখ+র = মুখর	
ল		শীত+ল = শীতল বৎস+ল = বৎসল	
ষ্ণ(অ)		মনু+ষ্ণ = মানব যদু+ষ্ণ = যাদব শিব+ষ্ণ = শৈব জিন+ষ্ণ = জৈন শক্তি+ষ্ণ = শাক্ত বুদ্ধ+ষ্ণ = বৌদ্ধ বিষ্ণু+ষ্ণ = বৈষ্ণব শিশু+ষ্ণ = শৈশব গুরু+ষ্ণ = গৌরব কিশোর+ষ্ণ = কৈশোর পৃথিবী+ষ্ণ = পার্থিব দেব+ষ্ণ = দৈব চিত্র+ষ্ণ = চৈত্র	নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ষ্ণ = সৌর (সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সুর+ষ্ণ = সৌর)
ষ্ণ্য(য)		মনুঃ+ষ্ণ্য = মনুষ্য জমদগ্নি+ষ্ণ্য = জামদগ্ন্য সুন্দর+ষ্ণ্য = সৌন্দর্য শূর+ষ্ণ্য = শৌর্য ধীর+ষ্ণ্য = ধৈর্য কুমার+ষ্ণ্য = কৌমার্য পর্বত+ষ্ণ্য = পার্বত্য বেদ+ষ্ণ্য = বৈদ্য	
ষ্ণি(ই)		রাবণ+ষ্ণি = রাবণি দশরথ+ষ্ণ্যি = দাশরথি	
ষ্ণিক(ইক)		সাহিত্য+ষ্ণিক = সাহিত্যিক বেদ+ষ্ণিক = বৈদিক বিজ্ঞান+ষ্ণিক = বৈজ্ঞানিক সমুদ্র+ষ্ণিক = সামুদ্রিক নগর+ষ্ণিক = নাগরিক মাস+ষ্ণিক = মাসিক ধর্ম+ষ্ণিক = ধার্মিক সমর+ষ্ণিক = সামরিক সমাজ+ষ্ণিক = সামাজিক হেমন্ত+ষ্ণিক = হৈমন্তিক অকস্মাৎ+ষ্ণিক = আকস্মিক	

ষ্ণেয়(এয়)		ভগিনী+ষ্ণেয় = ভগিনেয় অগ্নি+ষ্ণেয় = আগ্নেয় বিমাতৃ+ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়	

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয়		**শব্দ গঠন**	
হিন্দি	ওয়ালা>আলা	বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা দিল্লি+ওয়ালা = দিল্লিওয়ালা	মাছ+ওয়ালা = মাছওয়ালা দুধ+ওয়ালা = দুধওয়ালা
	ওয়ান>আন	গাড়ি+ওয়ান = গাড়োয়ান	দার+ওয়ান = দারোয়ান
	আনা>আনি	মুনশী+আনা = মুনশীআনা/মুন্সিয়ানা বিবি+আনা = বিবিআনা/বিবিয়ানা	হিন্দু+আনি = হিন্দুআনি/হিন্দয়ানি
	পনা	ছেলে+পনা = ছেলেপনা গিন্নী+পনা = গিন্নীপনা	বেহায়া+পনা = বেহায়াপনা
	সা>সে	পানি+সা = পানিসা > পানসে এক+সা = একসা	কাল+সা = কালসা > কালসে
ফারসি	গর>কর	কারি+গর = কারিগর বাজি+গর = বাজিগর > বাজিকর	সওদা+গর = সওদাগর
	দার	খবর+দার = খবরদার তাঁবে+দার = তাঁবেদার বুটি+দার = বুটিদার	দেনা+দার = দেনাদার চৌকি+দার = চৌকিদার পাহারা+দার = পাহারাদার
	বাজ	কলম+বাজ = কলমবাজ ধড়ি+বাজ = ধড়িবাজ	ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ গলা+বাজ = গলাবাজ+ই = গলাবাজি
	বন্দী/বন্দ	জবান+বন্দী = জবানবন্দী সারি+বন্দী = সারিবন্দী	নযর+বন্দী = নযরবন্দী কোমর+বন্দ = কোমরবন্দ
সই (মত অর্থে)		জুত+সই = জুতসই মানান+সই = মানানসই চলন+সই = চলনসই টেক+সই = টেকসই	দ্রষ্টব্য : টিপসই ও নামসই- শব্দ দু'টোর 'সই' প্রত্যয় নয়, স্বাধীন শব্দ; সহি>সই (স্বাক্ষর)।

সন্ধি

সন্ধি : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। অর্থাৎ, এখানে দুটি ধ্বনির মিলন হবে, এবং সেই দুটি ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থিত হবে। যেমন, 'নর + অধম = নরাধম'। এখানে 'নর'র শেষ ধ্বনি 'অ' (ন+অ+র+ অ), এবং 'অধম'র প্রথম ধ্বনি 'অ'। এখানে 'অ' ও 'অ' মিলিত হয়ে 'আ' হয়েছে।

সন্ধি ধ্বনির মিলন : সন্ধি নতুন শব্দ তৈরির একটি কৌশল, তবে এখানে সমাসের মতো নতুনভাবে সম্পূর্ণ শব্দ তৈরি হয় না। কেবল দুটো শব্দ মিলিত হওয়ার সময় পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনি দুটি মিলিত হয়। এই দুটি ধ্বনির মিলনের মধ্য দিয়ে দুটি শব্দ মিলিত হয়ে নতুন একটি শব্দ তৈরি করে। অর্থাৎ শব্দ দুটি মিলিত হয় না, ধ্বনি দুটি মিলিত হয়। উল্লেখ্য, একাধিক শব্দের বা পদের মিলন হলে তাকে বলে সমাস।

সন্ধির উদ্দেশ্য : সন্ধি মূলত দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করা হয়। সুতরাং যেখানে সন্ধির মাধ্যমে এই দুটি উদ্দেশ্যই পূরণ হবে, সেখানেই কেবল সন্ধি করা যাবে। এগুলো হলো-
১. সন্ধির ফলে উচ্চারণ আরো সহজ হবে (স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা),
২. সন্ধি করার পর শুনতে আরো ভালো লাগবে (ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন)

[সন্ধি পড়ার জন্য **স্পর্শ বর্ণের তালিকা**টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধ্বনি প্রকরণ ও উচ্চারণ বিধির অন্তর্গত তালিকাটি এখানে আবারো দেয়া হলো-

নাম	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	
ক- বর্গীয় ধ্বনি (কণ্ঠ্য ধ্বনি)	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ- বর্গীয় ধ্বনি (তালব্য ধ্বনি)	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট- বর্গীয় ধ্বনি (মূর্ধন্য ধ্বনি)	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত- বর্গীয় ধ্বনি (দন্ত্য ধ্বনি)	ত	থ	দ	ধ	ন
প- বর্গীয় ধ্বনি (ওষ্ঠ্য ধ্বনি)	প	ফ	ব	ভ	ম

সন্ধি প্রথমত ২ প্রকার- বাংলা শব্দের সন্ধি ও তৎসম সংস্কৃত শব্দের সন্ধি।

বাংলা শব্দের সন্ধি

খাঁটি বাংলা শব্দ বা তদ্ভব শব্দের যে সন্ধি, সেগুলোকেই বাংলা শব্দের সন্ধি বলে। বাংলা শব্দের সন্ধি ২ প্রকার- স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে বলে স্বরসন্ধি।
বাংলা শব্দের স্বরসন্ধিতে দুটো সন্নিহিত স্বরের একটি লোপ পায়। যেমন,

অ+এ = এ (অ লোপ)	**শত+এক = শতেক**	**কত+এক = কতেক**	
আ+আ = আ (একটা আ লোপ)	শাঁখা+আরি =শাঁখারি	রূপা+আলি = রূপালি	
আ+উ = উ (আ লোপ)	মিথ্যা+উক = মিথুক	হিংসা+উক = হিংসুক	নিন্দা+উক = নিন্দুক
ই+এ = ই (এ	কুড়ি+এক = কুড়িক	ধনি+ইক = ধনিক	গুটি+এক = গুটিক

লোপ)	আশি+এর = আশির		

ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বর আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরধ্বনিতে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।
খাঁটি বাংলা শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধি মূলত ধ্বনি পরিবর্তনের সমীভবনের নিয়ম মেনে হয়। এবং ব্যঞ্জনসন্ধির ফলে সৃষ্ট শব্দগুলো মূলত কথ্যরীতিতেই সীমাবদ্ধ।
[**সমীভবন** : দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন, 'জন্ম' (জ+অ+ন+ম+অ)- এর 'ন', 'ম'- র প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'জম্ম'। সমীভবন মূলত ৩ প্রকার-
ক. প্রগত সমীভবন : আগের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, চক্র> চক্ক, পক্ব> পক্ক, পদ্ম> পদ্দ, লগ্ন> লগ্গ, ইত্যাদি।
খ. পরাগত সমীভবন : পরের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে আগের ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, তৎ+জন্য> তজ্জন্য, তৎ+হিত> তদ্ধিত, উৎ+মুখ> উন্মুখ, ইত্যাদি।
গ. অন্যোন্য সমীভবন : পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি দুইয়ের প্রভাবে দু'টিই পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন, সত্য (সংস্কৃত)> সচ্চ (প্রাকৃত), বিদ্যা (সংস্কৃত)> বিজ্জা (প্রাকৃত), ইত্যাদি।]
১. অঘোষ ধ্বনির পর ঘোষ ধ্বনি আসলে অঘোষ ধ্বনিটিও ঘোষ ধ্বনি হয়ে যাবে। যেমন, ছোট+দা = ছোড়দা।
২. হলন্ত র (র্) - এর পরে অন্য কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে 'র্' লুপ্ত হবে, পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব হবে। যেমন, আর্+না = আন্না, চার্+টি = চাট্টি, ধর্+না = ধন্না, দুর্+ছাই = দুচ্ছাই
৩. ত- বর্গীয় ধ্বনির (ত, থ, দ, ধ, ন) পরে চ- বর্গীয় ধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ) আসলে আগের ধ্বনি লোপ পায়, পরের ধ্বনি (চ- বর্গীয় ধ্বনি) দ্বিত্ব হয়। যেমন, নাত্+জামাই = নাজ্জামাই, বদ্+জাত = বজ্জাত, হাত+ছানি = হাচ্ছানি
৪. 'প' এর পরে 'চ' এলে আর 'স' এর পরে 'ত' এলে 'চ' ও 'ত' এর জায়গায় 'শ' হয়। যেমন, পাঁচ+শ = পাঁশশ, সাত+শ = সাশশ, পাঁচ+সিকা = পাঁশশিকা
৫. হলন্ত ধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরধ্বনিটি লোপ পাবে না। যেমন, বোন+আই = বোনাই, চুন+আরি = চুনারি, তিল+এক = তিলেক, বার+এক = বারেক, তিন+এক = তিনেক
৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন, কাঁচা+কলা = কাঁচকলা, নাতি+বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া+দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া+গাড়ি = ঘোড়গাড়ি

তৎসম শব্দের সন্ধি

তৎসম শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার যে সব শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সে সব শব্দের যে সন্ধি হয়, তাকে বলে তৎসম শব্দের সন্ধি। মূলত সন্ধি বলতে এই তৎসম শব্দের সন্ধিকেই বোঝানো হয়। বাংলা ভাষায় ৩ ধরনের তৎসম শব্দের সন্ধি হয়- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির সন্ধি হলে তাকে বলে স্বরসন্ধি। নিচে স্বরসন্ধির নিয়মগুলো দেয়া হলো-
১. 'অ/আ' এরপরে 'অ/আ' থাকলে উভয়ে মিলে 'আ' হয় এবং তা প্রথম 'অ/আ'- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+অ = আ	**নর+অধম = নরাধম**	**প্রাণ+অধিক = প্রাণাধিক**	**হিম+অচল = হিমাচল**	**হস্ত+অন্তর = হস্তান্তর**
	হিত+অহিত = হিতাহিত			
অ+আ = আ	হিম+আলয় = হিমালয়	দেব+আলয় = দেবালয়	রত্ন+আকর = রত্নাকর	সিংহ+আসন= সিংহাসন
আ+অ = আ	যথা+অর্থ = যথার্থ	আশা+অতীত = আশাতীত	মহা+অর্ঘ = মহার্ঘ	কথা+অমৃত = কথামৃত
আ+আ = আ	বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়	কারা+আগার = কারাগার	মহা+আশয় = মহাশয়	সদা+আনন্দ = সদানন্দ

২. 'অ/আ' এরপরে 'ই/ঈ' থাকলে উভয় মিলে 'এ' হয় এবং তা 'অ/আ'- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ই = এ	**শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা**	**পূর্ণ+ইন্দু = পূর্ণেন্দু**	**স্ব+ইচ্ছা = স্বেচ্ছা**	**নর+ইন্দ্র = নরেন্দ্র**
অ+ঈ = এ	পরম +ঈশ = পরমেশ	নর+ঈশ = নরেশ		
আ+ই = এ	যথা+ইষ্ট = যথেষ্ট			
আ+ঈ = এ	মহা+ঈশ = মহেশ	রমা+ঈশ = রমেশ		

৩. 'অ/আ' এরপরে 'উ/ঊ' থাকলে উভয়ে মিলে 'ও' হয় এবং তা 'অ/আ'- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও	**সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়**	**নীল+উৎপল = নীলোৎপল**	**ফল+উদয় = ফলোদয়**	**হিত+উপদেশ = হিতোপদেশ**
	পর+উপকার = পরোপকার	প্রশ+উত্তর = প্রশ্নোত্তর		
অ+ঊ = ও	গৃহ+ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব	চল+ঊর্মি = চলোর্মি	নব+ঊঢ়া = নবোঢ়া	
আ+উ = ও	যথা+উচিত = যথোচিত	মহা+উৎসব = মহোৎসব	যথা+উপযুক্ত = যথোপযুক্ত	
আ+ঊ = ও	গঙ্গা+ঊর্মি = গঙ্গোর্মি			

৪. অ/আ এরপরে ঋ কার থাকলে উভয়ে মিলে অর হয় এবং তা 'অ/আ'- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ঋ = অর	**দেব+ঋষি = দেবর্ষি**	**অধম +ঋণ = অধমর্ণ**	**উত্তম+ঋণ = উত্তমর্ণ**	
আ+ঋ = অর	মহা+ঋষি = মহর্ষি	রাজা+ঋষি = রাজর্ষি		

৫. অ/আ এরপরে ঋত থাকলে অ/আ ও ঋত- র ঋ মিলে আর হয় এবং আর', 'অ/আ'- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ঋ (ঋত) = আর	**শীত+ঋত = শীতার্ত**	**ভয়+ঋত = ভয়ার্ত**		
আ+ ঋ (ঋত) = আর	তৃষ্ণা+ঋত = তৃষ্ণার্ত	ক্ষুধা+ঋত = ক্ষুধার্ত		

৬. অ/আ এরপরে এ/ঐ থাকলে উভয়ে মিলে ঐ হয় এবং তা 'অ/আ'- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+এ = ঐ	**জন+এক = জনৈক**	**হিত+এষী = হিতৈষী**	**সর্ব+এব = সর্বৈব**	
অ+ঐ = ঐ	মত+ঐক্য = মতৈক্য	অতুল+ঐশ্বর্য = অতুলৈশ্বর্য		
আ+এ = ঐ	সদা+এব = সদৈব			
আ+ঐ = ঐ	মহা+ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য			

৭. অ/আ এরপরে ও/ঔ থাকলে উভয়ে মিলে ঔ হয় এবং তা 'অ/আ'- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ও = ঔ	**বন+ওষধি = বনৌষধি**			
অ+ঔ = ঔ	পরম+ঔষধ = পরমৌষধ			
আ+ও = ঔ	মহা+ওষধি = মহৌষধি			
আ+ঔ = ঔ	মহা+ঔষধ = মহৌষধ			

৮. ই/ঈ এরপরে ই/ঈ থাকলে উভয়ে মিলে ঈ হয় এবং তা ই/ঈ- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+ই = ঈ	**অতি+ইত = অতীত**	**গিরি+ইন্দ্র= গিরীন্দ্র**	**অতি+ইব= অতীব**	**প্রতি+ইত= প্রতীত**
	রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র			
ই+ঈ = ঈ	পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা	প্রতি+ঈক্ষা= প্রতীক্ষা		
ঈ+ই = ঈ	সতী+ইন্দ্র = সতীন্দ্র	মহী+ইন্দ্র = মহীন্দ্র		
ঈ+ঈ = ঈ	সতী+ঈশ = সতীশ	ক্ষিতী+ঈশ= ক্ষিতীশ	শ্রী+ঈশ = শ্রীশ	পৃথ্বী+ঈশ = পৃথ্বীশ
	দিললী+ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর			

৯. ই/ঈ এরপরে ই/ঈ ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনি থাকলে ই/ঈ- র জায়গায় য (য- ফলা, ্য) হয় এবং তা ই/ঈ- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+অ = য- ফলা + অ	**অতি+অন্ত = অত্যন্ত**	**প্রতি+অহ = প্রত্যহ**	**অতি+অধিক = অত্যধিক**	**আদি+অন্ত = আদ্যন্ত**
	যদি+অপি = যদ্যপি	পরি+অন্ত = পর্যন্ত		
ই+আ = য- ফলা + আ	ইতি+আদি = ইত্যাদি	প্রতি+আশা = প্রত্যাশা	প্রতি+আবর্তন = প্রত্যাবর্তন	অতি+আশ্চর্য = অত্যাশ্চর্য
ই+উ = য- ফলা+ উ	অতি+উক্তি = অত্যুক্তি	অভি+উত্থান = অভ্যুত্থান	অগ্নি+উৎপাত = অগ্ন্যুৎপাত	প্রতি+উপকার = প্রত্যুপকার
ই+ঊ = য- ফলা+ ঊ	প্রতি+ঊষ = প্রত্যূষ			
ঈ+আ= য- ফলা+ আ	মসী+আধার = মস্যাধার			
ই+এ = য- ফলা+এ	প্রতি+এক = প্রত্যেক			
ঈ+অ = য- ফলা+অ	নদী+অম্বু = নদ্যম্বু			

১০. উ/ঊ এরপরে উ/ঊ থাকলে উভয়ে মিলে ঊ হয় এবং তা উ/ঊ- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+উ = ঊ	**মরু+উদ্যান = মরূদ্যান**			
উ+ঊ = ঊ	বহু+ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব			
ঊ+উ = ঊ	বধূ+উৎসব = বধূৎসব			
ঊ+ঊ = ঊ	ভূ+ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব			

১১. উ/ঊ এরপরে উ/ঊ ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনি থাকলে উ/ঊ- র জায়গায় ব (ব- ফলা, ব) হয় এবং তা ই/ঈ- র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+অ = ব- ফলা+অ	**সু+অল্প = স্বল্প**	**পশু+অধম = পশ্বধম**	**অনু+অয় = অন্বয়**	**মনু+অন্তর = মন্বন্তর**
উ+আ = ব- ফলা+আ	সু+আগত = স্বাগত	পশু+আচার = পশ্বাচার		
উ+ই = ব- ফলা+ই	অনু+ইত = অন্বিত			
উ+ঈ = ব- ফলা+ঈ	তনু+ঈ = তন্বী			

উ+এ = ব- ফলা+এ	অনু+এষণ = অন্বেষণ			

১২. ঋ এরপরে ঋ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকলে ঋ এর জায়গায় র (র- ফলা, ্র) এবং র- ফলা ঋ এর আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন, পিতৃ(প+ই+তঋ) + আলয় = পিত্রালয়
পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ

১৩. (ক) এ/ঐ এরপরে অন্য কোন স্বরধ্বনি আসলে 'এ' এর জায়গায় 'অয়' এবং 'ঐ' এর জায়গায় 'আয়' হয়।

এ+অ = অয়+অ	**নে+অন = নয়ন**	**শে+অন = শয়ন**
ঐ+অ = আয়+অ	নৈ+অক = নায়ক	গৈ+অক = গায়ক

(খ) ও/ঔ এরপরে অন্য কোন স্বরধ্বনি আসলে 'ও' এর জায়গায় 'অব' এবং 'ঔ' এর জায়াগায় 'আব' হয়।

ও+অ = অব+অ	**পো+অন = পবন**	**লো+অন = লবন**	
ঔ+অ = আব+অ	পৌ+অক = পাবক		
ও+আ = অব+আ	গো+আদি = গবাদি		
ও+এ = অব+এ	গো+এষণা = গবেষণা		
ও+ই = অব+ই	পো+ইত্র = পবিত্র		
ঔ+ই = আব+ই	নৌ+ইক = নাবিক		
ঔ+উ = আব+উ	ভৌ+উক = ভাবুক		

১৪. যেসব স্বরসন্ধি নিয়ম মানে না, নিয়ম ভেঙে সন্ধি হয় তাদের **নিপাতনে সিদ্ধ** সন্ধি বলে। যেমন, 'কুল+অটা' সন্ধি করে হওয়ার কথা 'কুলাটা' (অ+অ = আ)। কিন্তু সন্ধি হওয়ার পর তা হয়ে গেছে 'কুলটা'। তাই এটা **নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি**। যেমন-

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি	
কুল+অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)	গো+অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)
প্র+ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)	অন্য+অন্য = অন্যান্য (অন্যোন্য নয়)
মার্ত+অন্ড = মার্তন্ড (মার্তান্ড নয়)	শুদ্ধ+ওদন = শুদ্ধোদন (শুদ্ধৌদন নয়)

ব্যঞ্জনসন্ধি

যে দুইটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি হবে, তাদের একটিও যদি ব্যঞ্জনধ্বনি হয়, তাহলেই সেই সন্ধিকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলা হয়। ব্যঞ্জনসন্ধি ৩ ভাবে হতে পারে-
১. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি
২. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি
৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি +

১. স্বরধ্বনির পর 'ছ' থাকলে তা দ্বিত্ব হয়, অর্থাৎ 'ছ'- র বদলে 'চ্ছ' হয়। যেমন-

অ+ছ = চ্ছ	এক+ছত্র = একচ্ছত্র	মুখ+ছবি = মুখচ্ছবি	অঙ্গ+ছেদ = অঙ্গচ্ছেদ	আলোক+ছটা= আলোকচ্ছটা
	প্র+ছদ = প্রচ্ছদ	বৃক্ষ+ছায়া = বৃক্ষছায়া	স্ব+ছন্দ = স্বচ্ছন্দ	
আ+ছ = চ্ছ	কথা+ছলে = কথাচ্ছলে	আচ্ছা+দন = আচ্ছাদন		

ই+ছ = চ্ছ	পরি+ছদ = পরিচ্ছদ	বি+ছেদ= বিচ্ছেদ	পরি+ছদ = পরিচ্ছদ	বি+ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন
	প্রতি+ছবি = প্রতিচ্ছবি			
উ+ছ = চ্ছ	অনু+ছেদ = অনুচ্ছেদ			

ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনি +

১.ক, চ, ট, ত, প থাকলে এবং তাদের পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ, জ, ড (ড়), দ, ব হয়। অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির (ক, চ, ট, ত, প) পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (গ, জ, ড (ড়), দ, ব) হয়ে যায়।

অর্থাৎ কোনো বর্গের প্রথম ধ্বনির (ক, চ, ট, ত, প) পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো সেই বর্গের তৃতীয় ধ্বনি (গ, জ, ড (ড়), দ, ব) হয়ে যায়। যেমন-

ক্+অ = গ+অ	দিক্+অন্ত = দিগন্ত		
ক্+আ = গ+আ	বাক্+আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর		
ক্+ঈ = গ+ঈ	বাক্+ঈশ = বাগীশ		
চ্+অ = জ+অ	ণিচ্+অন্ত = ণিজন্ত		
ট্+আ = ড+আ	ষট্+আনন = ষড়ানন		
ত্+অ = দ+অ	তৎ+অবধি = তদবধি	কৃৎ+অন্ত = কৃদন্ত	
ত্+আ = দ+আ	সৎ+আনন্দ = সদানন্দ		
ত্+ই = দ+ই	জগৎ+ইন্দ্র = জগদিন্দ্র		
ত্+উ = দ+উ	সৎ+উপায় = সদুপায়	সৎ+উপদেশ = সদুপদেশ	
প্+অ = ব+অ	সুপ্+অন্ত = সুবন্ত		

ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি +

১. ক) 'ত/দ' এরপরে 'চ/ছ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্চ/চ্ছ' হয়। যেমন-

ত্+চ = চ্চ	**সৎ+চিন্তা = সচ্চিন্তা**	**উৎ+চারণ = উচ্চারণ**	**শরৎ+চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র**
	সৎ+চরিত্র = সচ্চরিত্র	সৎ+চিদানন্দ(চিৎ+আনন্দ) = সচ্চিদানন্দ	
ত্+ছ = চ্ছ	উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ	তৎ+ছবি = তচ্ছবি	
দ্+চ = চ্চ	বিপদ+চয় = বিপচ্চয়		
দ্+ছ = চ্ছ	বিপদ+ছায়া = বিপচ্ছায়া		

খ) 'ত/দ' এরপরে 'জ/ঝ' থাকলে উভয়ে মিলে 'জ্জ/জ্ঝ' হয়। যেমন-

ত+জ = জ্জ	**সৎ+জন = সজ্জন**	**উৎ+জ্বল = উজ্জ্বল**	**তৎ+জন্য = তজ্জন্য**
	যাবৎ+জীবন = যাবজ্জীবন	জগৎ+জীবন = জগজ্জীবন	
দ+জ = জ্জ	বিপদ+জাল = বিপজ্জাল		
ত+ঝ = জ্ঝ	কুৎ+ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা		

গ) 'ত/দ' এরপরে 'শ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্ছ' হয়। যেমন-

ত+শ = চ+ছ = চ্ছ	**উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস**	**চলৎ+শক্তি = চলচ্ছক্তি**	**উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল**

ঘ) 'ত/দ' এরপরে 'ড/ঢ' থাকলে উভয়ে মিলে 'ড্ড/ড্ঢ' হয়। যেমন-

ত+ড = ড্ড	**উৎ+ডীন = উড্ডীন**		

ত+ঢ = ডঢ	বৃহৎ+ঢক্কা = বৃহড্ডক্কা		

ঙ) 'ত/দ' এরপরে 'হ' থাকলে উভয়ে মিলে 'দ্ধ' হয়। যেমন-

ত+হ = দ্ধ	**উৎ+হার = উদ্ধার**	**উৎ+হৃত = উদ্ধৃত**	**উৎ+হত = উদ্ধত**
দ+হ = দ্ধ	পদ+হতি = পদ্ধতি	তদ্+হিত = তদ্ধিত	

চ) 'ত/দ' এরপরে 'ল' থাকলে উভয়ে মিলে 'ল্ল' হয়। যেমন-

ত+ল = ল্ল	**উৎ+লাস = উল্লাস**	**উৎ+লেখ = উল্লেখ**	**উৎ+লিখিত = উল্লিখিত**
	উৎ+লেখ্য = উল্লেখ্য	উৎ+লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন	

২. কোনো অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে ঘোষ ধ্বনি আসলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি তার নিজের বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়।

অর্থাৎ, ক, চ, ট, ত, প- এদের পরে গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ কিংবা য, র, ব থাকলে প্রথম ধ্বনি (ক, চ, ট, ত, প) তার নিজের বর্গের তৃতীয় ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব) হয়ে যায়।

অর্থাৎ, বর্গের প্রথম ধ্বনিগুলোর কোনোটি থাকলে, এবং তার পরে বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ ধ্বনিগুলোর কোনোটি বা য, র, ব (এরা সবাই ঘোষ ধ্বনি) আসলে বর্গের প্রথম ধ্বনি তার নিজ বর্গের তৃতীয় ধ্বনি হয়। যেমন-

ক+দ = গ+দ	**বাক+দান = বাগদান**	**বাক+দেবী = বাগ্দেবী**	
ক+ব = গ+ব	দিক+বিজয় = দিগ্বিজয়		
ক+জ = গ+জ	বাক+জাল = বাগ্জাল		
ট+য = ড+য	ষট+যন্ত্র = ষড়যন্ত্র		
ত+গ = দ+গ	উৎ+গার = উদগার	উৎ+গিরণ =উদ্গিরণ	সৎ+গুরু = সদগুরু
ত+ঘ = দ+ঘ	উৎ+ঘাটন = উদঘাটন		
ত+ভ = দ+ভ	উৎ+ভব = উদ্ভব		
ত+য = দ+য	উৎ+যোগ = উদ্যোগ	উৎ+যম = উদ্যম	
ত+ব = দ+ব	উৎ+বন্ধন = উদ্বন্ধন		
ত+র = দ+র	তৎ+রূপ = তদ্রূপ		

৩.নাসিক্য ধ্বনির পরে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি আসলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি নিজ বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি বা নাসিক্য ধ্বনি হয়ে যায়।

অর্থাৎ, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- এদের পরে ক, চ, ট, ত, প থাকলে ক, চ, ট, ত, প যথাক্রমে গ, জ, ড, দ, ব অথবা ঙ, ঞ, ণ, ন, ম হয়ে যায়।

অর্থাৎ, বর্গের পঞ্চম/ শেষ ধ্বনির পরে বর্গের প্রথম ধ্বনি আসলে বর্গের প্রথম ধ্বনি তার নিজ বর্গের তৃতীয় বা পঞ্চম/ শেষ ধ্বনি হয়ে যায়।

ক+ন = গ/ঙ+ন	দিক+নির্ণয় = দিগনির্ণয়/ দিঙনির্ণয়		
ক+ম = গ/ঙ+ম	বাক+ময় = বাঙময়		
ত+ন = দ/ন+ন	জগৎ+নাথ = জগন্নাথ	উৎ+নয়ন = উন্নয়ন	উৎ+নীত = উন্নীত
ত+ম = দ/ন+ম	তৎ+মধ্যে = তদমধ্যে/ তন্মধ্যে	মৃৎ+ময় = মৃন্ময়	তৎ+ময় = তন্ময়
	চিৎ+ময় = চিন্ময়		

উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির চেয়ে নাসিক্য ধ্বনিই অধিক প্রচলিত।

৪. 'ম'- এর পরে কোনো বর্গীয় ধ্বনি বা স্পর্শ ধ্বনি আসলে 'ম' তার পরের ধ্বনির নাসিক্য ধ্বনি হয়ে যায়।

অর্থাৎ, 'ম'- এর পরে যে বর্গীয় ধ্বনি আসে, 'ম' সেই ধ্বনির বর্গের পঞ্চম ধ্বনি হয়ে যায়।

ম+ক = ঙ+ক	শম+কা = শঙ্কা	ম+ভ = ম+ভ	কিম+ভূত = কিম্ভূত
ম+চ = ঞ+চ	সম+চয় = সঞ্চয়	ম+ন = ন্ন	কিম+নর = কিন্নর
ম+ত = ন+ত	সম+তাপ = সন্তাপ		সম+ন্যাস = সন্ন্যাস
ম+দ = ন+দ	সম+দর্শন = সন্দর্শন	ম+ধ = ন্ধ	সম+ধান = সন্ধান

উল্লেখ্য, আধুনিক বাংলায় 'ম'- এর পরে ক- বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ক- বর্গের নাসিক্য/ পঞ্চম ধ্বনি 'ঙ'- র বদলে 'ং' হয়। যেমন, 'সম+গত'- এ 'ম' ও 'গ (ক- বর্গীয় ধ্বনি)' সন্ধি হয়ে 'ম', 'ঙ' না হয়ে 'ং' হয়ে 'সংগত'। এরকম- অহম+কার = অহংকার, সম+খ্যা = সংখ্যা

৫. 'ম'- এর পরে অন্তঃস্থ ধ্বনি (য, র, ল, ব) কিংবা উষ্ম ধ্বনি (শ, ষ, স, হ) থাকলে 'ম'- এর জায়গায় 'ং' হয়।

সম+যম = সংযম	সম+বাদ = সংবাদ	সম+রক্ষণ = সংরক্ষণ	সম+লাপ = সংলাপ
সম+শয় = সংশয়	সম+সার = সংসার	সম+হার = সংহার	বারম+বার = বারংবার
কিম+বা = কিংবা	সম+বরণ = সংবরণ	সম+যোগ = সংযোগ	সম+যোজন = সংযোজন
সম+শোধন = সংশোধন	সর্বম+সহা = সর্বংসহা	স্বয়ম+বরা = স্বয়ম্বরা	

উল্লেখ্য, এই নিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম- সম+রাট = সম্রাট।

৬. তালব্য অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে নাসিক্য ধ্বনি আসলে নাসিক্য ধ্বনিটিও তালব্য নাসিক্য ধ্বনি হয়।
অর্থাৎ, 'চ/জ' এর পরে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম (নাসিক্য ধ্বনি) থাকলে সেগুলো 'ঞ' হয়ে যায়।

চ+ন = চ+ঞ	যাচ+না = যাচ্ঞা	রাজ+নী = রাজ্ঞী	
জ+ন = জ+ঞ	যজ+ন = যজ্ঞ		

৭. 'দ/ধ'- এর পরে অঘোষ বর্গীয় ধ্বনি থাকলে 'দ/ধ' এর জায়গায় 'ত' (অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি) হয়।
অর্থাৎ, 'দ/ধ'- এর পরে ক, চ, ট, ত, প কিংবা খ, ছ, ঠ, থ, ফ থাকলে 'দ/ধ' এর জায়গায় 'ত' হয়।

দ> ত	তদ্+কাল = তৎকাল	হৃদ+কম্প = হৃৎকম্প	তদ+পর = তৎপর
	তদ+ত্ব = তত্ত্ব		
ধ> ত	ক্ষুধ+পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা		

৮. ঘোষ দন্ত্য ধ্বনি (দ/ধ) এর পরে 'স' (দন্ত্য স ধ্বনি) থাকলে 'দ/ধ' এর জায়গায় দন্ত্য অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ত' হয়।
অর্থাৎ, 'দ/ধ' এর পরে 'স' থাকলে 'দ/ধ' এর জায়গায় 'ত' হয়। যেমন-
বিপদ+সংকুল = বিপৎসংকুল ('দ' এরপরে 'স' থাকায় 'দ', 'ত' হয়ে গেছে)
তদ+সম = তৎসম

৯. 'ষ' (মূর্ধণ্য ষ ধ্বনি) এর পরে অঘোষ দন্ত্য ধ্বনি (ত, থ) থাকলে সেগুলো অঘোষ মূর্ধণ্য ধ্বনি (ট, ঠ) হয়ে যায়।
অর্থাৎ, 'ষ' এর পরে 'ত/থ' থাকলে সেগুলো যথাক্রমে 'ট/ঠ' হয়ে যায়। যেমন-
কৃষ+তি = কৃষ্টি (ষ+ত = ষ+ট)
ষষ+থ = ষষ্ঠ (ষ+থ = ষ+ঠ)

১০. কিছু কিছু সন্ধি কিছু বিশেষ নিয়মে হয়। এগুলোকে **বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি** বলে।

বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি		
উৎ+স্থান = উত্থান	উৎ+স্থাপন = উত্থাপন	
পরি+কৃত = পরিষ্কৃত	পরি+কার = পরিষ্কার	

সম+কৃত = সংস্কৃত	সম+কৃতি = সংস্কৃতি	সম+কার = সংস্কার

মনে রাখার জন্য : উত্থান, উত্থাপন
পরিষ্কৃত, পরিষ্কার
সংস্কৃত, সংস্কৃতি, সংস্কার

১১. যে সকল ব্যঞ্জনসন্ধি কোনো নিয়ম না মেনে, বরং নিয়মের ব্যতিক্রম করে সন্ধি হয়, তাদেরকে **নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি** বলে। যেমন, 'পতৎ+অঞ্জলি', এখানে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ত' এর সঙ্গে স্বরধ্বনি 'অ' এর সন্ধি হয়েছে। সুতরাং, সন্ধির নিয়ম অনুসারে 'ত' এর জায়গায় 'দ' হওয়ার কথা। তার বদলে একটি 'ত' লোপ পেয়ে হয়েছে 'পতঞ্জলি'। এরকম-

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি	
আ+চর্য = আশ্চর্য	গো+পদ = গোষ্পদ
বন+পতি = বনস্পতি	বৃহৎ+পতি = বৃহস্পতি
তৎ+কর = তস্কর	পর+পর = পরস্পর
ষট+দশ = ষোড়শ	এক+দশ = একাদশ
পতৎ+অঞ্জলি = পতঞ্জলি	মনস+ঈষা = মনীষা

মনে রাখার জন্য : আশ্চর্য, গোষ্পদ
বনস্পতি, বৃহস্পতি
তস্কর, পরস্পর
ষোড়শ, একাদশ
পতঞ্জলি, মনীষা

বিসর্গ সন্ধি

যে দুইটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি হবে, তাদের একটি যদি বিসর্গ হয়, তবে তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধি ২ ভাবে সম্পাদিত হয়-

১. বিসর্গ + স্বরধ্বনি
২. বিসর্গ + ব্যঞ্জনধ্বনি

[**বিসর্গসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির সম্পর্ক** : সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী শব্দ বা পদের শেষে 'র্' বা 'স্' থাকলে তাদের বদলে 'ঃ' বা অঘোষ 'হ' উচ্চারিত হয়। এর উপর ভিত্তি করে বিসর্গকে ২ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

র- জাত বিসর্গ : 'র্' ধ্বনির জায়গায় যে বিসর্গ হয়, তাকে র- জাত বিসর্গ বলে। যেমন : অন্তর- অন্তঃ, প্রাতর- প্রাতঃ, পুনর- পুনঃ, ইত্যাদি।

স- জাত বিসর্গ : 'স্' ধ্বনির জায়গায় যে বিসর্গ হয়, তাকে স- জাত বিসর্গ বলে। যেমন : নমস- নমঃ, পুরস- পুরঃ, শিরস- শিরঃ, ইত্যাদি।
মূলত, 'ঃ' হলো 'র্' ও 'স্' এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
এই র- জাত বিসর্গ ও স- জাত বিসর্গ উভয়েই মূলত ব্যঞ্জনধ্বনিরই অন্তর্গত। এই কারণে অনেকে বিসর্গ সন্ধিকেও ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত বলে মনে করে।]

বিসর্গ+স্বরধ্বনি

'অ' স্বরধ্বনির পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে আবার 'অ' থাকলে অ+ঃ+অ = 'ও' হয়। যেমন- ততঃ+অধিক = ততোধিক

বিসর্গ+ব্যঞ্জনধ্বনি

১. (ক) 'অ'- এর পরে স- জাত 'ঃ', এবং তারপরে ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তস্থ ধ্বনি কিংবা হ থাকলে, 'ঃ'-র জায়গায় 'ও' হয়।

অর্থাৎ, 'অ'- এর পরে স- জাত 'ঃ', এবং তারপরে গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ কিংবা ঙ, ঞ, ণ, ন, ম কিংবা য, র, ল, ব অথবা হ থাকলে আগের অ+ঃ='ও' হয়।
অর্থাৎ, 'অ'- এর পরে স- জাত 'ঃ', এবং তারপরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম ধ্বনি থাকলে কিংবা য, র, ল, ব, হ থাকলে আগের অ+ঃ='ও' হয়। যেমন-

তিরঃ+ধান = তিরোধান (অ+ঃ+ধ)	মনঃ+রম = মনোরম (অ+ঃ+র)
তপঃ+বন = তপোবন (অ+ঃ+ব)	মনঃ+হর = মনোহর (অ+ঃ+হ)

(খ) 'অ'- এর পরে র- জাত 'ঃ' থাকলে, এবং তারপরে স্বরধ্বনি কিংবা ঐ একই ধ্বনিগুলো থাকলে (ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তস্থ ধ্বনি ও হ), 'ঃ'- র জায়গায় 'র' হয়। যেমন-

অন্তঃ+গত = অন্তর্গত (অ+ঃ+গ)	পুনঃ+আয় = পুনরায় (অ+ঃ+আ)
অন্তঃ+ধান = অন্তর্ধান (অ+ঃ+ধ)	পুনঃ+উক্ত = পুনরুক্ত (অ+ঃ+উ)
অন্তঃ+ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত (অ+ঃ+ভ)	পুনঃ+জন্ম = পুনর্জন্ম (অ+ঃ+জ)
অন্তঃ+বর্তী = অন্তর্বর্তী (অ+ঃ+ব)	পুনঃ+বার = পুনর্বার (অ+ঃ+ব)
অহঃ+অহ = অহরহ (অ+ঃ+অ)	পুনঃ+অপি = পুনরপি (অ+ঃ+অ)
	প্রাতঃ+উত্থান = প্রাতরুত্থান (অ+ঃ+উ)

২. 'অ/আ' ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে অ, আ, ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তস্থ ধ্বনি কিংবা হ থাকলে 'ঃ'- র জায়গায় 'র' হয়।
অর্থাৎ, 'অ/আ' ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে অ, আ কিংবা, গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ কিংবা ঙ, ঞ, ণ, ন, ম কিংবা য, র, ল, ব কিংবা হ থাকলে 'ঃ'- র জায়গায় 'র' হয়।
অর্থাৎ, 'অ/আ' ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে অ, আ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব কিংবা হ থাকলে 'ঃ'- র জায়গায় 'র' হয়। যেমন-

নিঃ+আকার = নিরাকার (ই+ঃ+আ)	দুঃ+যোগ = দুর্যোগ (উ+ঃ+য)
নিঃ+আকরণ = নিরাকরণ (ই+ঃ+আ)	দুঃ+লোভ = দুর্লোভ (উ+ঃ+ল)
নিঃ+জন = নির্জন (ই+ঃ+জ)	দুঃ+অন্ত = দুরন্ত (উ+ঃ+অ)
আশীঃ+বাদ = আশীর্বাদ (ঈ+ঃ+ব)	প্রাদুঃ+ভাব = প্রাদুর্ভাব (উ+ঃ+ভ)
জ্যোতিঃ+ময় = জ্যোতির্ময় (ই+ঃ+ম)	বহিঃ+গত = বহির্গত (ই+ঃ+গ)

ব্যতিক্রম : 'ই/উ+ঃ+র' হলে 'ঃ' লোপ পায় এবং 'ঃ'- র আগের হ্রস্ব স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়। যেমন- 'নিঃ+রব', এখানে 'ন+ই+ঃ'- এর 'ই+ঃ'- এর পরে 'র' ধ্বনির সন্ধি হয়েছে। সুতরাং এখানে 'ঃ' লোপ পাবে এবং 'ই'- র জায়গায় 'ঈ' হবে। অর্থাৎ সন্ধি হয়ে হবে **'নিঃ+রব = নীরব'**। এরকম- **নিঃ+রস = নীরস।**

৩. বিসর্গের পরে তালব্য অঘোষ ধ্বনি (চ, ছ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় তালব্য শিশ (শ) ধ্বনি,
বিসর্গের পরে মূর্ধণ্য অঘোষ ধ্বনি (ট, ঠ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় মূর্ধণ্য শিশ (ষ) ধ্বনি,
বিসর্গের পরে দন্ত্য অঘোষ ধ্বনি (ত, থ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় দন্ত্য শিশ (স) ধ্বনি হয়।
অর্থাৎ,
'ঃ'- এর পরে 'চ/ছ' (তালব্য) থাকলে 'ঃ'- এর জায়গায় 'শ'

'ঃ'- এর পরে 'ট/ঠ' (মূর্ধণ্য) থাকলে 'ঃ'- এর জায়গায় 'ষ'
'ঃ'- এর পরে 'ত/থ' (দন্ত্য) থাকলে 'ঃ'- এর জায়গায় 'স' হয়। যেমন- ঃ

+চ/ছ = শ+চ/ছ	**নিঃ+চয় = নিশ্চয়**	**শিরঃ+ছেদ = শিরশ্ছেদঃ**
+ট/ঠ = ষ+ট/ঠ	ধনুঃ+টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার	নিঃ+ঠুর = নিষ্ঠুরঃ
+ত/থ = স+ত/থ	দুঃ+তর = দুস্তর	দুঃ+থ = দুস্থ

৪. (ক) 'অ/আ' স্বরধ্বনির পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে অঘোষ কণ্ঠ্য বা ওষ্ঠ্য ধ্বনি (ক, খ, প, ফ) থাকলে 'ঃ'- র জায়গায় অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) হয়।
অর্থাৎ, 'অ/আ'- এর পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে 'ক/খ/প/ফ' থাকলে 'ঃ'- র জায়গায় 'স' হয়।
(খ) 'অ/আ' ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনির পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে অঘোষ কণ্ঠ্য বা ওষ্ঠ্য ধ্বনি (ক, খ, প, ফ) থাকলে 'ঃ'- র জায়গায় অঘোষ মূর্ধণ্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়।
অর্থাৎ, 'অ/আ'- এর পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে 'ক/খ/প/ফ' থাকলে 'ঃ'- র জায়গায় 'ষ' হয়।
যেমন-

(ক) অ/আ+ঃ+ক/খ/প/ফ		(খ) ই/ঈ/উ/ঊ/এ/ঐ/ও/ঔ +ঃ+ক/খ/প/ফ	
নমঃ+কার = নমস্কার	পদঃ+খলন = পদস্খলন	নিঃ+কার = নিষ্কর	দুঃ+কার = দুষ্কর
পুরঃ+কার = পুরস্কার		নিঃ+ফল = নিষ্ফল	দুঃ+প্রাপ্য = দুষ্প্রাপ্য
মনঃ+কামনা = মনস্কামনা	বাচঃ+পতি = বাচস্পতি	নিঃ+পাপ = নিষ্পাপ	দুঃ+কৃতি = দুষ্কৃতি
তিরঃ+কার = তিরস্কার		বহিঃ+কৃত = বহিষ্কৃত	চতুঃ+কোণ = চতুষ্কোণ
ভাঃ+কর = ভাস্কর		বহিঃ+কার = বহিষ্কার	চতুঃ+পদ = চতুষ্পদ
		আবিঃ+কার = আবিষ্কার	

৫. 'ঃ'- র পরে স্ত, স্থ কিংবা স্প যুক্তব্যঞ্জনগুলো থাকলে পূর্ববর্তী 'ঃ' অবিকৃত থাকে কিংবা লোপ পায়। যেমন-
নিঃ+স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ/ নিস্তব্ধ
দুঃ+স্থ = দুঃস্থ/ দুস্থ
নিঃ+স্পন্দ = নিঃস্পন্দ/ নিস্পন্দ

৬. কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্ধির পরও 'ঃ' থেকে যায়। যেমন-
প্রাতঃ+কাল = প্রাতঃকাল
মনঃ+কষ্ট = মনঃকষ্ট
শিরঃ+পীড়া = শিরঃপীড়া

৭. কয়েকটি **বিশেষ বিসর্গ সন্ধি** (এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নিপাতনে সিদ্ধ বা বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি নয়। এগুলো কেবলই বিসর্গ সন্ধি)-

বিশেষ বিসর্গ সন্ধি	
বাচঃ+পতি = বাচস্পতি	অহঃ+নিশা = অহর্নিশ
ভাঃ+কর = ভাস্কর	অহঃ+অহ = অহরহ

সমাস

[প্রথমেই আমার একটা টেকনিক দিচ্ছি, নিচের লাইন দুটো মনে রাখলে সমাসের মূল অংশ শেখা হবে]
বিবি করে স্বাদ্বি, বিপু হল - পর
অপূর্বও সমদ্বন্দ্বে ব্রিহী যে অপর

[ব্যাখ্যা: বিবি করে= বিশেষ্য ও বিশেষণ এর মধ্যে যে সমাস তা কর্মধারয় সমাস।
স্বাদ্বি = সংখ্যাবাচক শব্দ সমষ্টি/সমাহার বুঝালে হয় দ্বিগু সমাস
বিপু = বিভক্তি লোপ পেয়ে হয় তৎপুরুষ সমাস
পর এর অর্থ হল উপরের ৩টিতেই পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকে।

অপূর্ব= অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাস অব্যয়ীভাব সমাস। এতে পূর্ব পদের (অব্যয়) অর্থ প্রাধান্য থাকে।
সমদ্বন্দ্বে= সমস্যমান সকল পদের অর্থের প্রাধান্য সমান থাকলে তা দ্বন্দ্ব সমাস।

ব্রিহী যে অপর= সমস্যমান কোন পদের অর্থ না বুঝিয়ে অপর কোন অর্থ বুঝায় তা বহুব্রীহি সমাস।]

অথবা, নিচের ছন্দটি মুখস্থ রাখুন:
এবং আর ও মিলে যদি হয় 'দ্বন্দ্ব',
সমাহারে দ্বিগু হলে নয় সেটা মন্দ।
যে যা- তা যিনি- তিনি " কর্মধারয়",
যে যার শেষে থাকলে 'বহুব্রিহী' কয়।।
অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পেলে "অব্যয়ী" মেলে,
বিভক্তিলোপ পেলে তাকে "তৎপুরুষ" বলে।।

বিস্তারিত আলোচনা:
সমাস: সমাস শব্দের অর্থ মিলন। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের মিলিত হয়ে একটি নতুন শব্দ তৈরির ব্যাকরণ সম্মত প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সমাস। মূলত, সমাসে একটি বাক্যাংশ একটি শব্দে পরিণত হয়। সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে।
বাক্যে শব্দের ব্যবহার কমানোর উদ্দেশ্যে সমাস ব্যবহার করা হয়।
উল্লেখ্য, সমাস অর্থ সম্বন্ধপূর্ণ একাধিক শব্দের মিলন। আর সন্ধি পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ধ্বনির মিলন।
সমাসের জন্য কয়েকটি সংজ্ঞা/ টার্মস জানা খুবই জরুরি। এগুলো হলো-

ব্যাসবাক্য: যে বাক্যাংশ থেকে সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। একে সমাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্যও বলা হয়।
সমস্ত পদ: ব্যাসবাক্য থেকে সমাসের মাধ্যমে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় সমস্ত পদ।
সমস্যমান পদ: ব্যাসবাক্যের যে সব শব্দ সমস্ত পদে অন্তর্গত থাকে, সমস্ত পদের সেই সব শব্দকে সমস্যমান পদ বলে।
পূর্বপদ : সমস্ত পদের প্রথম অংশ/ শব্দকে পূর্বপদ বলে। অর্থাৎ, সমস্ত পদের প্রথম সমস্যমান পদই পূর্বপদ।
পরপদ/ উত্তরপদ: সমস্ত পদের শেষ অংশ/ শব্দকে পরপদ/ উত্তরপদ বলে। অর্থাৎ, সমস্ত পদের শেষ সমস্যমান পদই পরপদ।
যেমন, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
এখানে ব্যাসবাক্য হলো- 'সিংহ চিহ্নিত আসন'। আর সমস্ত পদ হলো 'সিংহাসন'। সমস্যমান পদ হলো 'সিংহ' আর 'আসন'। এদের মধ্যে 'সিংহ' পূর্বপদ, আর 'আসন' পরপদ।
আবার, আমিষের অভাব = নিরামিষ

এখানে, পূর্বপদ 'নিঃ' বা অভাব। আর পরপদ হলো 'আমিষ'।
উলেলখ্য, একই সমস্ত পদ কয়েকভাবে ভেঙে কয়েকটি ব্যাসবাক্য তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সঠিক ব্যাসবাক্যও কয়েকটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য অনুযায়ী সেটি কোন সমাস তা নির্ণয় করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ব্যাসবাক্যের সঙ্গে সমস্ত পদের অর্থসঙ্গতি যেন ঠিক থাকে। যেমন, 'বিপদে আপন্ন = বিপদাপন্ন', এই সমাসটি এভাবে ভাঙলে তা ভুল হবে। এটা করতে হবে 'বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন'।

প্রকারভেদ: সমাস প্রধানত ৬ প্রকার- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।
তবে অনেকেই দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভূক্ত করে থাকেন। আবার অনেকে কর্মধারয় সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভূক্ত করে থাকেন। সমস্যমান পদের অর্থ প্রাধান্য বিবেচনা করে তারা এই মত দিয়ে থাকেন। সমস্যমান পদ বা পূর্বপদ- পরপদের অর্থ প্রাধান্য বিবেচনা করলে মূলত সমাস ৪ প্রকার- দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব।
এছাড়াও কিছু অপ্রধান সমাসও রয়েছে। যেমন- প্রাদি, নিত্য, অলুক, প্রভৃতি।
অর্থ প্রাধান্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :

পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য	পরপদের অর্থ প্রাধান্য	সমাস
আছে	আছে	দ্বন্দ্ব
নেই	আছে	কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু
আছে	নেই	অব্যয়ীভাব
নেই	নেই	বহুব্রীহি

নিচে বিভিন্ন সমাসের বর্ণনা দেয়া হলো।
দ্বন্ধ সমাস:
যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ- উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এই সমাসে ব্যাসবাক্যে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ স্থাপনে ও, এবং, আর- এই তিনটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়।
যেমন- মা ও বাপ = মা- বাপ। এখানে পূর্বপদ 'মা' ও পরপদ 'বাপ'। ব্যাসবাক্যে 'মা' ও 'বাপ' দুইজনকেই সমান প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, এবং দুজনকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বপদ ও পরপদ, উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে। তাই এটি দ্বন্দ্ব সমাস।
দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য
১।দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে শুধুমাত্র "এবং , ও , আর" এই তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয় । (জায়া ও পতি=দম্পতি , ভাল এবং মন্দ=ভালমন্দ)
২। সমস্ত পদে অল্পস্বর বিশিষ্ঠ শব্দ পূর্বে বসে । (সাত- সতের , ধুতি- চাদর)
৩। সমস্ত পদে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত বা স্ত্রীবাচক পদ পূর্বে বসে । (শিক্ষক- ছাত্র , কর্মকর্তা- কর্মচারী , মা- বাবা)

মিলনার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	মা- বাপ , মাসি- পিসি , জ্বিন- পরি , চা- বিস্কুট
বিরোধার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	আকাশ- পাতাল , দা- কুমড়া , স্বর্গ- - নরক ইত্যাদি ।
বিপরীতার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	আয়- ব্যায় , জমা- খরচ , ছোট- বড় , ছেলে- বুড়ো , লাভ- লোকসান
অঙ্গবাচক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	হাত- পা , নাক- কান , বুক- পিঠ , মাথা- মুন্ডু , নাক- মুখ ইত্যাদি ।
সংখ্যাবাচক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	সাত- পাঁচ , নয়- ছয় , সাত- সতের , উনিশ- বিশ ইত্যাদি ।
সমার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	হাট- বাজার , ঘর- দুয়ার , কল- কারখানা , মোল্লা- মৌলভি , খাতা- পত্র ইত্যাদি ।
প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব	কাপড়- চোপড় , পোকা- মাকড় , দয়া- মায়া , ধুতি- চাদর ইত্যাদি ।
দুটো সর্বনামযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	যা- তা , যে- সে , যথা- তথা , তুমি- আমি , এখানে- সেখানে ইত্যাদি ।
দুটো ক্রিয়াযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	দেখা- শোনা , যাওয়া- আসা , চলা- ফেরা , দেওয়া- থোওয়া ইত্যাদি ।

Written By: Mozahidul Islam, fb: Dream-Catcher Mozahid, My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

দুটো ক্রিয়া বিশেষণ যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	ধীরে- সুস্থে , আগে- পিছে , আকারে- ইঙ্গিতে ইত্যাদি ।
দুটো বিশেষণযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	ভাল- মন্দ , কম- বেশি , আসল- নকল , বাকি- বকেয়া ইত্যাদি ।
বহুপদী দ্বন্দ সমাসের উদাহরণ	হাত- পা- নাক- মুখ- চোখ , সাহেব- বিবি- গোলাম ইত্যাদি
অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ দাও ।	দুধে- ভাতে , জলে- স্থলে , দেশে- বিদেশে , হাতে- কলমে ইত্যাদি ।

কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। মূলত, এই সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদ পূর্বপদ ও বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদ পরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর ব্যাসবাক্যটিতে ঐ বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদটি সম্পর্কে কিছু বলা হয়। অর্থাৎ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম। এখানে, পূর্বপদ 'নীল' বিশেষণ ও পরপদ 'পদ্ম' বিশেষ্য। ব্যাসবাক্যে 'পদ্ম' সম্পর্কে বলা হয়েছে পদ্মটি 'নীল' রঙের। অর্থাৎ, 'পদ্ম' বা পরপদের অর্থই এখানে প্রধান, পরপদ ছাড়া পূর্বপদের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই এটি কর্মধারয় সমাস।

কর্মধারয় সমাসের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম-

- দুইটি বিশেষণ একই বিশেষ্য বোঝালে সেটি কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর। এখানে পরবর্তী বিশেষ্যটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে এটি দ্বন্দ্ব সমাস হবে না।
- দুইটি বিশেষ্য একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে সেটিও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, যিনি জজ তিনি সাহেব = জজসাহেব। একই কারণে এটি দ্বন্দ্ব না কর্মধারয় হবে।
- কার্যে পরপম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ বা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা। এখানে 'মোছা' কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে তা পুরুষবাচক হয়ে যাবে। যেমন, সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা
- বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে মহা হয়। মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান
- পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু', 'কৎ' হয়। যেমন, কু যে অর্থ = কদর্থ।
- পরপদে 'রাজা' থাকলে 'রাজ' হয়। যেমন, মহান যে রাজা = মহারাজ।
- বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষ্য আগে এসে বিশেষণ পরে চলে যায়। যেমন, সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ।

<u>কর্মধারয় সমাস মূলত ৪ প্রকার-</u>

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়: যে কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদগুলো লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন, 'স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ'। এখানে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ 'রক্ষার্থে' লোপ পেয়েছে। পূর্বপদ 'স্মৃতি' এখানে বিশেষণ ভাব বোঝাচ্ছে। আর 'সৌধ' বিশেষ্য। এটিরই অর্থ প্রধান। সুতরাং এটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

(উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাস আলাদা করে চেনার আগে কতোগুলো সংজ্ঞা/ টার্মস জানা জরুরি। সেগুলো হলো- উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্ম। <u>কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হলে যাকে তুলনা করা হলো, তাকে বলা হয় উপমেয়। আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান। আর উপমেয় আর উপমানের যে গুণটি নিয়ে তাদের তুলনা করা হয়, সেই গুণটিকে বলা হয় সাধারণ ধর্ম</u>। যেমন, 'অরুণের ন্যায় রাঙা প্রভাত'। এখানে 'প্রভাত'কে 'অরুণ'র মতো 'রাঙা' বলে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং, এখানে 'প্রভাত' উপমেয়। উপমান হলো 'অরুণ'। আর প্রভাত আর অরুণের সাধারণ ধর্ম হলো 'রাঙা'।)

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ			
রান্নাঘর	রান্না করার ঘর	**হাতপাখা**	হাত দ্বারা চালিত পাখা
পলান্ন	পল(মাংস) মিশ্রিত অন্ন	**আয়কর**	আয়ের উপর কর
সাহিত্যসভা	সাহিত্য বিষয়ক সভা	**বটবৃক্ষ**	বট নামক বৃক্ষ
জনসভা	জনগণ বিষয়ক সভা	**একাদশ**	একের অধিক দশ
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	**প্রীতিভোজ**	প্রীতি উপলক্ষে ভোজ
ঘরজামাই	ঘরে আশ্রিত জামাই	**গোবরগণেশ**	গোবরে নির্মিত গণেশ
সংবাদপত্র	সংবাদ বহনকারী পত্র	**হাসিমুখ**	হাসি মাখা মুখ
মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি	**রাষ্ট্রনীতি**	রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি
বাষ্পযান	বাষ্প চালিত যান	**চিনিকল**	চিনি উৎপাদনের কল
ভিক্ষান্ন	ভিক্ষা লব্ধ অন্ন	**জীবনবীমা**	জীবন নাশের অশঙ্কায় যে বিমা
নারীদিবস	নারীদের জন্য দিবস	**আক্কেলদাঁত**	আক্কেলসূচক দাঁত
সিংহদ্বার	সিংহ চিহ্নিত দ্বার	**মোমবাতি**	মোম নির্মিত বাতি
হাতঘড়ি	হাতে পরবার ঘড়ি	**ঘোষণাপত্র**	ঘোষণা সম্বলিত যে পত্র
গণতন্ত্র	গণের দ্বারা গঠিত যে তন্ত্র	**জোৎস্নারাত**	জোৎস্না শোভিত রাত
দুধভাত	দুধ মাখা ভাত	**জীবনবীমা**	জীবন রক্ষার জন্য বীমা
ঘিভাত	ঘি মাখা ভাত	**ধর্মঘট**	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট

উপমান কর্মধারয় সমাস: সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। অর্থাৎ, উপমান ও উপমেয় কর্মধারয়ের মধ্যে যেটিতে সাধারণ ধর্মবাচক পদ থাকবে, সেটিই উপমান কর্মধারয়। যেমন, তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র। এখানে 'তুষার'র সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তুলনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এটি উপমান। আর সাধারণ ধর্ম হলো 'শুভ্র'। উপমেয় এখানে নেই। সুতরাং, এটি উপমান কর্মধারয় সমাস।

উপমান কর্মধারয় সমাস এর উদাহরণ			
কুন্দশুভ্র	কুন্দের মতো শুভ্র	**হিমশীতল**	হিমের ন্যায় শীতল
ফুটিফাটা	ফুটির মতো ফাটা	**মিশকালো**	মিশির মত কালো
তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	**গোবেচারা**	গো- র ন্যায় বেচারা
ঘনশ্যাম	ঘনের ন্যায় শ্যাম	**শশব্যস্ত**	শশকের ন্যায় ব্যস্ত
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক	**অরুণরাঙা**	অরুণের ন্যায় রাঙা
হরিণচপল	হরিণের ন্যায় চপল	**তুষারধবল**	তুষারের ন্যায় ধবল
গজমূর্খ	গজের ন্যায় মূর্খ	**বজ্রকঠোর**	বজ্রের ন্যায় কঠোর
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	**প্রস্তরকঠিন**	প্রস্তরের ন্যায় কঠিন
বিড়ালতপস্বী	বিড়ালের ন্যায় তপস্বী	**অগ্নিশর্মা**	অগ্নির ন্যায় শর্মা
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো		

উপমিত কর্মধারয় সমাস: উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এই সমাসে সাধারণ ধর্ম উল্লেখ করা থাকে না। অর্থাৎ, উপমান ও উপমিত কর্মধারয়ের মধ্যে যেটিতে সাধারণ ধর্মবাচক পদ থাকবে না, সেটিই উপমিত কর্মধারয় সমাস। যেমন, 'পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ'। এখানে 'পুরুষ'কে 'সিংহ'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'পুরুষ' উপমেয় আর 'সিংহ' উপমান। সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই। সুতরাং, এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।

উপমিত কর্মধারয় সমাস এর উদাহরণ			
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	**বীরসিংহ**	বীর সিংহের ন্যায়
চরণপদ্ম	চরণ পদ্মের ন্যায়	**বাহুলতা**	বাহু লতার ন্যায়
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	**নরসিংহ**	নর সিংহের ন্যায়
কথামৃত	কথা অমৃতের ন্যায়	**অধরপল্লব**	অধর পল্লবের ন্যায়
নয়নপদ্ম	নয়ন পদ্মের ন্যায়	**ফুলকুমারী**	কুমারী ফুলের ন্যায়
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	**চরণকমল**	চরণ কমলের ন্যায়
পাদপদ্ম	পাদ পদ্মের ন্যায়	**করকমল**	কর কমলের ন্যায়

রূপক কর্মধারয় সমাস: উপমান ও উপমেয় পদের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। এটির ব্যাসবাক্যে উপমেয় ও উপমান পদের মাঝে 'রূপ' শব্দটি অথবা 'ই' শব্দাংশটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'মন রূপ মাঝি = মনমাঝি'। এখানে 'মন' উপমেয় ও 'মাঝি' উপমান। কিন্তু এখানে তাদের কোন নির্দিষ্ট গুণের তুলনা করা হয়নি। মনকেই মাঝি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

রুপক কর্মধারয় সমাস এর উদাহরণ			
বিদ্যাধন	বিদ্যা রুপ ধন	**চিত্তচকোর**	চিত্ত রূপ চকোর
চন্দ্রমুখ	চন্দ্র রুপ মুখ	**যৌবনবন**	যৌবন রূপ বন
মনমাঝি	মন রুপ মাঝি	**ক্ষুধানল**	ক্ষুধা রূপ অনল
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রুপ সিন্ধু	**শোকসাগর**	শোক রূপ সাগর
ক্রোধানল	ক্রোধ রুপ অনল	**বিদ্যাসাগর**	বিদ্যা রূপ সাগর
সংসারসাগর	সংসার রূপ সাগর	**মোহনিদ্রা**	মোহ রূপ নিদ্রা
হৃদয়মন্দির	হৃদয় রূপ মন্দির	**জীবনস্রোত**	জীবন রূপ স্রোত
আনন্দসাগর	আনন্দ রুপ সাগর	**জীবনতরী**	জীবন রূপ তরী
ভবনদী	ভব রূপ নদী	**জ্ঞানবৃক্ষ**	জ্ঞান রূপ বৃক্ষ
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি	**জীবনপ্রদীপ**	জীবন রূপ প্রদীপ
শোকানল	শোক রূপ অনল	**সুখসাগর**	সুখ রূপ সাগর

[**টেকনিক:** উপমান উপমিত ও রুপক বুঝতে যদি সমস্যা হয় নিচের টেকনিক পড়ুন:
বজ্রের ন্যায় কঠিনকঠিনবজ্র =; এখানে (বজ্র)noun এবং (কঠিন(adj ect i ve ব্যবহৃত হয়েছে এবং একটি তুলনা বুঝাচ্ছে, এটি কর্মধারয় সমাস। যদি noun এবং adj ect i ve থাকে তা উপমান কর্মধারয়।
আবার, পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষসিংহ =; এখানে (পুরুষ)noun এবং (সিংহ(noun ব্যবহৃত হয়েছে এবং একটি তুলনা বুঝাচ্ছে, এটি কর্মধারয় সমাস। যদি noun এবং noun থাকে তা উপমিত কর্মধারয় সমাস।

অথবা, না বুঝলে নিচের ব্যাখ্যা পড়ুন,

ভ্রমরকালো - এখানে দুটি পদ দেখা যাচ্ছে একটি হচ্ছে ভ্রমর , অপরটি হচ্ছে কালো।
দুটি পদ মিলেই কিন্তু ভ্রমরকালো ।মনে রাখতে হবে যে, সমস্যমান পদের পূর্বপদ এবং পরপদের মধ্যে যদি প্রাকৃতিক ভাবে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে যে সেই সমাস উপমান ছাড়া কিছুই নয় । ধরুণ ' তুষার শুভ্র' , আপনি জানেন যে, তুষার সাদা আর পরপদেও সাদা উল্লেখ আছে , সুতরাং
উপমান কর্মধারয় ছাড়া কিছুই হবে না ।

উপমান=(পূর্বপদ+পরপদ) –হ্যা (প্রাকৃতিক সাদৃশ্য আছে)
উপমিত=(পূর্বপদ+পরপদ) – না (প্রাকৃতিক সাদৃশ্য নেই)
মুখচন্দ্র= মুখের আভয়ব কখনো চন্দ্রের মত দেখায় না, যেহেতু এখানে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে ন্যাচারালি মিল দেখা যাচ্ছে না , সুতরাং তাই উপমিত কর্মধারয় ।

আচ্ছা এখন ' শোকানল' কোন সমাস হবে ? আমার কথা অনুযায়ী তো উপমিত কর্মধারয় হওয়ারই কথা , তাই না ? কিন্তু উপমিত না হয়ে রূপক কর্মধারয় হল কেমনে? চলুন জেনে নেওয়া যাক মূল সমস্যা কোথায়।

* যদি সমস্যমান পদটির পূর্বপদ দৃশ্যমান হয় তাহলে উপমিত কর্মধারয়, অন্যক্ষেত্রে রূপক কর্মধারয় হয়ে থাকে।

সাধারণ কর্মধারয় সমাস			
মহাজন	মহৎ যে জন	শ্বেতবস্ত্র	শ্বেত যে বস্ত্র
নীলোতপল	নীল যে উতপল	মন্দভাগ্য	মন্দ যে ভাগ্য
সত্ লোক	সত্ যে লোক	চলচ্চিত্র	চলত্ যে চিত্র
রক্তকমল	রক্ত যে কমল	নবযৌবন	নব যে যৌবন
পান্ডুলিপি	পান্ডু যে লিপি	নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম
সুন্দরলতা	সুন্দরী যে লতা	মহারাজ	মহান যে রাজা
মহাকীর্তি	মহতী যে কীর্তি	নরাধম	অধম যে নর
মহানবী	মহান যে নবী	আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু
কদর্থ	কু যে অর্থ	প্রিয়সখা	প্রিয় যে সখা
কদাচার	কু যে আচার	সুখবর	সু যে খবর

তৎপুরুষ সমাস:

যে সমাসে পূর্বপদের শেষের বিভক্তি লোপ পায়, এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। পূর্বপদের যে বিভক্তি লোপ পায়, সেই বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ করা হয়। তবে মাঝে মাঝে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে অবিকৃত থেকে যায়। তখন সেটাকে বলা হয় অলুক তৎপুরুষ। (অলুক মানে লোপ না পাওয়া, অ- লোপ)।
যেমন, দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত। এখানে পূর্বপদ ‘দুঃখ’র সঙ্গে থাকা দ্বিতীয়া বিভক্তি ‘কে’ লোপ পেয়েছে। আবার পরপদ ‘প্রাপ্ত’র অর্থই এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছে বলেই নতুন শব্দের প্রয়োজন হয়েছে, যার জন্য বাক্যাংশটিকে সমাস করে নতুন শব্দ বানানো হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে পূর্বপদের শেষের বিভক্তি লোপ পেয়েছে, এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে। তাই এটি তৎপুরুষ সমাস।

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনটিরই অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয় না, বরং সমস্ত পদ তৃতীয় কোন শব্দকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন, মহান আত্মা যার = মহাত্মা। এখানে পূর্বপদ ‘মহান’ (মহা) ও পরপদ ‘আত্মা’। কিন্তু সমস্ত পদ ‘মহাত্মা’ দ্বারা মহান বা আত্মা কোনটাকেই না বুঝিয়ে এমন একজনকে বোঝাচ্ছে, যিনি মহান, যার আত্মা বা হৃদয় মহৎ। আবার, মহাত্মা বলতে মহাত্মা গান্ধীকেও বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু কোন অর্থেই পূর্বপদ বা পরপদকে বোঝানো হচ্ছে না। অর্থাৎ, পূর্বপদ বা পরপদ, কোনটারই অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে না। সুতরাং, এটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ।
(উল্লেখ্য, বহুব্রীহি সমাস, বিশেষ করে কিছু ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস ও উপপদ তৎপুরুষ সমাসের সমস্ত পদ প্রায় একই ধরনের হয়। ফলে এদের সমস্ত পদ দেখে আলাদা করে চেনার তেমন কোন উপায় নেই। এগুলোর সমাস নির্ণয়ের

ক্ষেত্রে তাই একই ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর পরীক্ষায় মূলত এগুলো উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ হিসেবেই আসে।)

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ [পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয় ।]	
হতশ্রী	হত হয়েছে শ্রী যার
খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ যার
হৃতসর্বস্ব	হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার
পীতাম্বর	পীত অম্বর যার
নীলকণ্ঠ	নীল কন্ঠ যার

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ [যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই বিশেষণ নয় তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি বলে ।]	
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার
দুকানকাটা	দুই কান কাটা যার
বোঁটাখসা	বোঁটা খসেছে যার
ছাপোষা	ছা পোষা যার
কথাসর্বস্ব	কথা সর্বস্ব যার

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ [ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যাতিহার বহুব্রীহি হয় । এ সমাসে পূর্বপদে ' আ' এবং পরপদে ' ই' যুক্ত হয় ।]	
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে যুদ্ধ
কানাকানি	কানে কানে যে কথা
ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ	চুলাচুলি , কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি

নঞ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ [বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ অর্থাত্ না বোধক অব্যয় যোগ করে যে বহুব্রীহি সমাস গঠন করা হয় তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে ।]			
অজ্ঞান	নাই জ্ঞান যার	নাজানা	না (নয়) জানা যা
বেহেড	নাই হেড যার	নির্ভুল	নি (নাই) ভুল যার
নাচার	না (নাই) চারা (উপায়) যার	বেওয়ারিশ	বে (নাই) ওয়ারিশ যার
নিঃশঙ্ক	নাই শঙ্কা যার	বেতার	বে (নাই) তার যার
নিষ্কলঙ্ক	নাই কলঙ্ক যার		

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ [বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্ত পদে লোপ পায় তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে ।]	
দশবছুরে	দশ বছর বয়স যার
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
বিড়ালচোখী	বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর

প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ , এ , ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস	
একচোখা	এক দিকে চোখ যার
ঘরমুখো	ঘরের দিকে মুখ যার
নি- খরচে	নিঃ খরচ যার
দোটানা	দুই দিকে টান যার

অলুক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ [যে বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির কোনো পরিবর্তন হয়না তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে ।]	
মাথায়পাগড়ি	মাথায় পাগড়ি যার
গলায়গামছা	গলায় গামছা যার
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ [পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বুঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলে । এই সমাসে সমস্তপদে আ , ই বা ঈ যুক্ত হয়]	
দশগজি	দশ গজ পরিমাণ যার
চৌচালা	চৌ চাল যে ঘরের
দশানন	দশ আনন যার
চারহাতি	চার হাত পরিমাণ যা
তেপায়া	তিন পা বিশিষ্ঠ যা

নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি	
দ্বীপ	দু দিকে অপ যার
নরপশু	নরাকারের পশু যে
জীবন্মৃত	জীবিত থেকেও যে মৃত
পন্ডিতমূর্খ	পন্ডিত হয়েও যে মূর্খ
অন্তরীপ	অন্তর্গত অপ যার

দ্বিগু সমাস

দ্বিগু সমাসের সঙ্গে কর্মধারয় সমাসের বেশ মিল রয়েছে। এজন্য একে অনেকেই কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভূক্ত করে থাকেন। দ্বিগু সমাসেও পরপদের অর্থই প্রধান। এবং এই সমাসেও বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয়। তবে এখানে বিশেষণ পদটি সর্বদাই সংখ্যাবাচক হয়, এবং সমাস হয় সমাহার বা মিলন অর্থে।

অর্থাৎ, সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন, 'অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু'। এখানে পূর্বপদ 'অষ্ট' একটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ। আর পরপদ 'ধাতু' বিশেষ্য। অষ্ট ধাতুর মিলন বা সমাহার অর্থে সমাস হয়ে 'অষ্টধাতু' সমস্ত পদটি তৈরি হয়েছে যাতে 'ধাতু' সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পরপদের অর্থ প্রধান হিসেবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং, এটি দ্বিগু সমাস।

দ্বিগু সমাস			
চতুরঙ্গ	চার অঙ্গের সমাহার	সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার

ত্রিপদী	ত্রি পদের সমাহার	ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	তেমাথা	তিন মাথার সমাহার
চৌরাস্তা	চৌ রাস্তার মিলন	অষ্টধাতু	অষ্ট ধাতুর সমাহার
তেমোহনা	তিন মোহনার মিলন	তেরনদী	তের নদীর সমাহার
ত্রিকাল	তিন কালের সমাহার	সাতসমুদ্র	সাত সমুদ্রের সমাহার
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	পঞ্চভূত	পঞ্চ ভূতের সমাহার
ত্রিপদী	তিন পদের সমাহার	নবরত্ন	নয় রত্নের সমাহার
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার		

অব্যয়ীভাব সমাস

সমাসের পূর্বপদ হিসেবে যদি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়, এবং সেই অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়, তবে সেই সমাসকে বলা হয় অব্যয়ীভাব সমাস। যেমন, 'মরণ পর্যন্ত = আমরণ'। এখানে পূর্বপদ হিসেবে পর্যন্ত অর্থে 'আ' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরপদ 'মরণ'। কিন্তু এখানে সমস্ত পদটিকে নতুন অর্থ দিয়েছে 'আ' উপসর্গটি। অর্থাৎ, এখানে 'আ' উপসর্গ বা অব্যয় বা পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এটি অব্যয়ীভাব সমাস। (উপসর্গ এক ধরনের অব্যয়সূচক শব্দাংশ। উপসর্গ বচন বা লিঙ্গ ভেদে পরিবর্তিত হয় না কিংবা বাক্যের অন্য কোন পদের পরিবর্তনেও এর কোন পরিবর্তন হয় না। এরকম আরেকটি অব্যয়সূচক শব্দাংশ হলো অনুসর্গ।)

সামীপ্য বুঝাতে		সাদৃশ্য বুঝাতে		বীপ্সা বুঝাতে	
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	**উপভাষা**	ভাষার সদৃশ	প্রতিগৃহে	গৃহে গৃহে
উপকূল	কূলের সমীপে	**উপবন**	বনের সদৃশ	প্রতিক্ষণ/অনুক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে
উপনগরী	নগরীর সমীপে	**উপগ্রহ**	গ্রহের তুল্য	প্রতিদিন	দিন দিন
অনতিক্রম্যতা বুঝাতে		**অভাব বুঝাতে**		**ঈষৎ বুঝাতে**	
যথানিয়ম	নিয়মকে অতিক্রম না করে	নিরামিষ	আমিষের অভাব	আনত	ঈষৎ নত
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	হাভাত	ভাতের অভাব	আরক্তিম	ঈষৎ রক্তিম
যথেষ্ট	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	গরমিল	মিলের অভাব		
পর্যন্ত বুঝাতে		**অতিক্রান্ত বুঝাতে**		**বিরুদ্ধ বুঝাতে**	
আজীবন	জীবন পর্যন্ত	উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	প্রতিযোগ	বিরুদ্ধ যোগ
আসমুদ্র	সমুদ্র পর্যন্ত	উচ্ছৃঙ্খল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	প্রতিবাদ	বিরুদ্ধ বাদ
আপাদমস্তক	পাদ হতে মস্তক পর্যন্ত	উচ্ছিন্ন	ছিন্নকে অতিক্রান্ত	প্রতিকূল	বিরুদ্ধ কূল

প্রাদি সমাস

প্র, প্রতি, অনু, পরি, ইত্যাদি অব্যয় বা উপসর্গের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যর সমাস হলে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন, প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এখানে বচন সমস্যমান পদটি একটি বিশেষ্য, যার মূল (ধাতু)বচ ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয়। 'প্র' অব্যয়ের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য 'বচন'র সমাস হয়ে সমস্ত পদ 'প্রবচন' শব্দটি তৈরি হয়েছে। সুতরাং, এটি প্রাদি সমাস।

নিত্য সমাস

যে সমাসের সমস্ত পদই ব্যাসবাক্যের কাজ করে, আলাদা করে ব্যাসবাক্য তৈরি করতে হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন, অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর। এখানে 'অন্য গ্রাম' আর 'গ্রামান্তর', এই বাক্যাংশ ও শব্দটির মধ্যে তেমন বিশেষকোন পার্থক্য নেই। কেবল 'অন্য' পদের বদলে 'অন্তর' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এটি নিত্য সমাস।

প্রয়োগ- অপপ্রয়োগ

এই অংশের প্রশ্ন কমন পেতে অনেকগুলো বিষয় জানা দরকার। নিচে তা এক এক করে আলোচনা করছি:

বাচ্য:

বাচ্য : বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বাচ্য বলে।
একটি বাক্যকে বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে। এককেভাবে লিখলে বাক্যটির মূল বক্তব্য একই থাকলেও, এককেবার এককেটি উপাদান অধিক প্রাধান্য পায়। একটি বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকেই বলে বাচ্য।
বাংলা ভাষায় **৩টি** বাচ্য পাওয়া যায়- কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

বিভিন্ন ধরনের বাচ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে বাক্যের কর্তা ও কর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার।
কর্তা : যেই পদ বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তা বলে। অর্থাৎ, যে বাক্যের কাজটি করে, সে- ই কর্তা। যেমন- গরু ঘাস খায়। এখানে খাওয়ার কাজটি করছে 'গরু'।- সুতরাং, এখানে 'গরু' কর্তা।
টেবিলটি সকাল থেকে এরকম নড়বড় করছে।- এখানে 'নড়বড় করা'র কাজটি করছে 'টেবিল'। সুতরাং, এখানে কর্তা 'টেবিল'।
ক্রিয়াকে 'কে/কারা' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তা পাওয়া যায়।

কর্ম : কর্তা যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্ম বলে। অর্থাৎ, কর্তা যার সাহায্যে কাজটি করে, তাই কর্ম। যেমন- গরু ঘাষ খায়।- এখানে 'গরু' 'খাওয়া'র কাজটি করার জন্য 'ঘাস'কে অবলম্বন হিসেবে নিয়েছে। সে 'ঘাস'কে দিয়ে 'খাওয়া'র কাজ করছে। সুতরাং, এখানে 'ঘাস' কর্ম।
বাবা আমাকে ল্যাপটপ কিনে দিয়েছেন।- এখানে 'কিনে দেয়া'র কাজটি করেছেন 'বাবা'। 'বাবা' এখানে কর্তা। 'বাবা' 'কিনে দেয়া'র কাজ করার জন্য 'আমাকে' ও 'ল্যাপটপ'- র সাহায্য নিয়েছেন। এখানে, 'আমাকে' ও 'ল্যাপটপ' কর্ম।
ক্রিয়াকে 'কী/ কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তা পদ পাওয়া যায়।

কর্তৃবাচ্য : বাক্যে কর্তার প্রাধান্য রক্ষিত হলে তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। এ ধরনের বাক্যে কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়।
কর্তৃবাচ্যের পদে কর্তায়- শূণ্য বিভক্তি হয়।
কর্মে- দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। (শূণ্য বিভক্তিও হতে পারে)
যেমন- **ছাত্ররা** বাংলা পড়ছে।
শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান।

কর্মবাচ্য : কর্মপদ প্রধান রূপে প্রকাশিত হলে তাকে কর্মবাচ্য বলে। এ ধরনের বাক্যে ক্রিয়াপদ কর্তা অনুযায়ী না হয়ে কর্মপদ অনুযায়ী হয় এবং কর্মপদের অনুসারী হয়।
এ ধরনের বাক্যে কর্তায়- তৃতীয়া বিভক্তি হয়।
কর্মে- শূণ্য বিভক্তি হয়। (কখনো কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তিও হয়)
যেমন-
শিকারি কর্তৃক **বাঘটি** নিহত হয়েছে।
আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে। (কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি)

ভাববাচ্য : বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে প্রকাশিত হলে তাকে ভাববাচ্য বলে। এ ধরনের বাক্যে কর্ম থাকে না এবং কর্তাও প্রধান হয় না। কাউকে কোন কিছু সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলতে গেলে ভাববাচ্যে বলা যায়।
এ ধরনের বাক্যে কর্তায়- ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

নামপুরুষের ক্রিয়াপদ [ক্রিয়াপদ] হয়।
মাঝে মাঝে মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়াপদও যুক্ত হয়।
কখনো কখনো কর্তা উহ্য থাকে, অর্থাৎ কর্তা অনুল্লেখিত থাকে।

যেমন-
আমার খাওয়া হল না। (নামপুরুষের ক্রিয়াপদ)
তোমার যাওয়া হবে না। (নামপুরুষের ক্রিয়াপদ)
এ পথে চলা যায় না। (সহযোগী ক্রিয়াপদ যুক্ত)
কোথা থেকে আসা হচ্ছে। (সহযোগী ক্রিয়াপদ যুক্ত)
এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা চলে না। (কর্তা 'তুমি' উহ্য)
এ রাস্তা আমার চেনা নেই।

কর্মকর্তৃবাচ্য : এছাড়াও বাংলায় আরো এক ধরনের প্রকাশভঙ্গির বাক্য দেখা যায়। এ ধরনের বাক্যের বাচ্যকে বলা হয় কর্মকর্তৃবাচ্য।
এ ধরনের বাক্যে কর্তাপদ উহ্য থাকে, তবে কর্মপদ থাকে। আর ওই কর্মপদই কর্তার কাজ করে। অর্থাৎ, যে বাক্যে কর্তা থাকে না, কর্মই কর্তার কাজ করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। যেমন-
কাজটা ভাল দেখায় না।- এখানে কর্তা নেই। কর্ম হল 'কাজ'। কিন্তু 'কাজ' নিজেই কর্তার মত বাক্যকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।
এরকম-
বাঁশি বাজে এ মধুর লগনে।
সুতি কাপড় অনেক দিন টেকে।

বচন:

বচন: বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যার ধারণা প্রকাশের উপায় বা সংখ্যাত্মক প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।
বচন ২ প্রকার- একবচন ও বহুবচন।
একবচন: যখন কোন শব্দ দ্বারা কেবল একটি ব্যক্তি, বস্ত বা প্রাণীকে বোঝান হয়, তখন তাকে একবচন বলে। যেমন- ছেলেটা, গরুটা, কলমটা, ইত্যাদি।

বহুবচন: যখন কোন শব্দ দ্বারা একাধিক ব্যক্তি, বস্ত বা প্রাণীকে বোঝান হয়, তখন তাকে বহুবচন বলে। যেমন- ছেলেগুলো, গরুগুলো, কলমগুলি, ইত্যাদি।
কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয়। কখনোই বিশেষণ পদের বচনভেদ হয় না। কিন্তু কোন বিশেষণবাচক শব্দ যদি কোন বাক্যে বিশেষ্য পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা বিশেষ্য পদ হয়, এবং কেবল তখনই তার বচনভেদ হয়।
বাংলায় বহুবচন বোঝানোর জন্য কতগুলো শব্দ বা শব্দাংশ (বিভক্তি) ব্যবহৃত হয়। এগুলোর অধিকাংশই এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। অর্থাৎ, বলা যায়, এগুলোর বেশিরভাগই তৎসম শব্দ বা শব্দাংশ। যেমন- রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের (শব্দাংশ বা বিভক্তি); **সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি (শব্দ)।**

বহুবচন বোধক শব্দাংশের ব্যবহার
১.রা/এরা: শুধু উন্নত প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা/এরা' ব্যবহৃত হয়। সোজা কথায়, বস্তবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা/এরা' যুক্ত হয়। যেমন- ছাত্ররা লেখাপড়া করে। শিক্ষকেরা লেখাপড়া করান। তারা সবাই লেখাপড়া করতে ভালোবাসে।

২. গুলা/গুলি/গুলো: বস্ত ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে 'গুলা/গুলি/গুলো' যুক্ত হয়। যেমন- বানরগুলো দাঁত কেলাচ্ছে। অতগুলো আম কে খাবে? গুলিগুলো মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিলো।
বহুবচন বোধক শব্দের ব্যবহার

১. উন্নত প্রাণীবাচক বা ব্যক্তিবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-
গণ- **দেবগণ, নরগণ, জনগণ**
বৃন্দ- **সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ**,
মন্ডলী- **শিক্ষকমন্ডলী, সম্পাদকমন্ডলী**
বর্গ- **পন্ডিত বর্গ, মন্ত্রি বর্গ**

২. বস্তু ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-
কুল- পক্ষিকুল, বৃক্ষকুল, **(ব্যতিক্রম- কবিকুল, মাতৃকুল)**
সকল- পর্বতসকল, মনুষ্যসকল
সব- ভাইসব, পাখিসব
সমূহ- বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ

৩. কেবল **জন্তুবাচক শব্দের** সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-
পাল- গরচর পাল
যূথ- পস্তিযূথ

৪. বস্তুবাচক বা **অপ্রাণীবাচক শব্দের** সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-
আবলি- পুস্তকাবলি
গুচ্ছ- কবিতাগুচ্ছ
দাম- কুসুমদাম
নিকর- কমলনিকর
পুঞ্জ- মেঘপুঞ্জ
মালা- পর্বতমালা
রাজি- তারকারাজি
রাশি- বালিরাশি
নিচয়- কুসুমনিচয়

বহুবচনের বিশেষ প্রয়োগ
১. একবচন বোধক বিশেষ্য ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-
সিংহ বনে থাকে। (সব সিংহ বনে থাকে বোঝাচ্ছে।)
পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়। (অনেক পোকার আক্রমণ বোঝাচ্ছে।)
বাজারে লোক জমেছে। (অনেক লোক জমেছে বোঝাচ্ছে।)
বাগানে ফুল ফুটেছে। (অনেক ফুল ফুটেছে বোঝাচ্ছে।)

২. একবচন বোধক বিশেষ্যের আগে বহুত্ব বোধক শব্দ, যেমন- অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-
অজস্র লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, বহু মেহমান, নানা কথা, ঢের খরচ, অঢেল টাকা, ইত্যাদি।

৩. বিশেষ্য পদ বা তার সম্পর্কে বর্ণনাকারী বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে, অর্থাৎ পদটি পরপর দুইবার ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-
হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, লাল লাল ফুল, বড় বড় মাঠ।

৪. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন-

মেয়েরা কানাকানি করছে। ('মেয়েরা' বলতে এখানে নির্দিষ্ট কিছু মেয়েদের বোঝাচ্ছে, যারা কানাকানি করছে।)
এটাই করিমদের বাড়ি। ('করিমদের' বলতে এখানে করিমের পরিবারকে বোঝানো হচ্ছে।)
রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না। ('রবীন্দ্রনাথরা' বলতে রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিকদের বোঝানো হচ্ছে।)
সকলে সব জানে না।

৫. কিছু **বিদেশি শব্দে** বাংলা ভাষার বহুবচনের পদ্ধতির পাশাপাশি **বিদেশি ভাষার অনুকরণেও** বহুবচন করা হয়ে থাকে। যেমন-

বুজুর্গ- বুজুর্গাইন
সাহেব- সাহেবান

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বহুবচন বোধক শব্দ ও শব্দাংশগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত। আর তাই এগুলো ব্যবহারের নিয়মও সংস্কৃত শব্দে বা তৎসম শব্দেই বেশি হয়। খাঁটি বাংলা শব্দে বা তদ্ভব শব্দে এসব নিয়ম সাধারণত মানা হয় না। আর আধুনিক বাংলা ভাষার চলিত রীতিতেও এ সকল নিয়ম প্রায়ই মানা হয় না। তদ্ভব শব্দের বহুবচনে ও আধুনিক চলিত রীতিতে বিশেষ্য ও সর্বনামের চলিত রীতিতে সহজ কয়েকটি শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়। এগুলো হল-

শব্দাংশ- রা, এরা, গুলা, গুলো, দের
শব্দ- অনেক, বহু, সব

সাবধানতা/ অশুদ্ধি সংশোধন : একই সঙ্গে একাধিক/ একটির বেশি বহুবচন বোধক শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- 'সব মানুষেরা' বললে তা ভুল হবে। বলতে হবে 'সব মানুষ' বা 'মানুষেরা'। [অশুদ্ধি সংশোধন]

লিঙ্গ:

লিঙ্গ : ছেলে মেয়ের ধারণাকে বলা হয় লিঙ্গ। অর্থাৎ, পুংলিঙ্গ মানে পুরুষ, আর স্ত্রীলিঙ্গ মানে নারী বা মেয়ে বা স্ত্রী। এই বিভাজনই হলো লিঙ্গভেদ। অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতেও লিঙ্গভেদে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়। আবার অনেক সময় দুই লিঙ্গের দুইটি পৃথক শব্দও ব্যবহৃত হয়।

পুরুষবাচক শব্দ : যে শব্দ পুরুষ বা ছেলে বোঝায়, তাকে পুরুষবাচক শব্দ বলে। যেমন- বাপ, ভাই, ছেলে, ইত্যাদি।

স্ত্রীবাচক শব্দ : যে শব্দ নারী বা স্ত্রী বা মেয়ে বোঝায়, তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন- মা, বোন, মেয়ে, ইত্যাদি।

উলেলখ্য, মূলত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ আছে। সংস্কৃত ভাষায় পুরুষবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ পদ আর স্ত্রীবাচক বিশেষ্য পদের স্ত্রীবাচক বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই নিয়ম মানা হয় না। বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ করা হয় না। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় কেবল বিশেষ্য পদের লিঙ্গভেদ হয়। যেমন- সংস্কৃত ভাষায় 'সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা'। কিন্তু বাংলা ভাষায় 'সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা'।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দগুলোকে সাধারণত ২টি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ : আববা- আম্মা, বাবা- মা, চাচা- চাচি, কাকা- কাকি, জেঠা- জেঠি, দাদা- দাদি, নানা- নানি, নন্দাই- ননদ, দেওর- জা, ভাই- ভাবি/বৌদি, ইত্যাদি।

২. সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় অর্থে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ : খোকা- খুকি, পাগল- পাগলি, বামন- বামনি, ভেড়া- ভেড়ী, মোরগ- মুরগি, বালক- বালিকা, দেওর- ননদ, ইত্যাদি।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

মূলত পুরুষবাচক শব্দের শেষে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। অর্থাৎ, পুরুষবাচক শব্দের শেষে একটি অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। এই স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ২ প্রকার- বাংলা স্ত্রী বাচক প্রত্যয় ও

সংস্কৃত স্ত্রী বাচক প্রত্যয়। বাংলা স্ত্রী বাচক প্রত্যয়গুলো বাংলা শব্দের সঙ্গে আর সংস্কৃত স্ত্রী বাচক প্রত্যয়গুলো সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হওয়া ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ নিয়মে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

নিচে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বাংলা শব্দের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় যোগে পুরুষ হতে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন :

১. ঈ- প্রত্যয় : বেঙ্গম- বেঙ্গমী, ভাগনা/ভাগনে- ভাগনী
২. নী- প্রত্যয় : কামার- কামারনী, জেলে- জেলেনী, কুমার- কুমারনী, ধোপা- ধোপানী, মজুর- মজুরনী
পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' থাকলে নী- প্রত্যয় যোগ হলে আগের 'ঈ', 'ই' হয়। যেমন- ভিখারী- ভিখারিনী
৩. আনী- প্রত্যয় : ঠাকুর- ঠাকুরানী, নাপিত- নাপিতানী, মেথর- মেথরানী, চাকর- চাকরানী
৪. ইনী- প্রত্যয় : কাঙাল- কাঙালিনী, গোয়ালা- গোয়ালিনী, বাঘ- বাঘিনী
৫. উন- প্রত্যয় : ঠাকুর- ঠাকরুন
৬. আইন- প্রত্যয় : (এরকম আরো নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়) ঠাকুর- ঠাকুরাইন

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ : কতগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। অর্থাৎ, এগুলো সর্বদাই স্ত্রীবাচক, এগুলোর কোন পুরুষবাচক শব্দই নেই। যেমন- সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা, ইত্যাদি।

শব্দের আগে পৃথক শব্দ যোগ করে :

কতগুলো শব্দের আগে পুরুষবাচক শব্দ গঠনের জন্য নর, মদ্দা, ইত্যাদি ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠনের জন্য স্ত্রী, মাদী, মাদা, ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। যেমন- মর/ মদ্দা/ হুলো বিড়াল- মেনি বিড়াল, মদ্দা হাঁস- মাদী হাঁস, মদ্দা ঘোড়া- মাদী ঘোড়া, পুরুষলোক- মেয়েলোক, বেটাছেলে- মেয়েছেলে, পুরুষ কয়েদী- স্ত্রী/ মেয়ে কয়েদী, এঁড়ে বাছুর- বকনা বাছুর, বলদ গরু- গাই গরু

পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগে :

কিছু কিছু পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন- কবি- মহিলা কবি, ডাক্তার- মহিলা ডাক্তার, সভ্য- মহিলা সভ্য, কর্মী- মহিলা কর্মী, শিল্পী- মহিলা শিল্পী/ নারী শিল্পী, সৈন্য- নারী সৈন্য/ মহিলা সৈন্য, পুলিশ- মহিলা পুলিশ

শব্দের শেষে পৃথক শব্দ যোগ করে :

শব্দের শেষে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করেও পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন- বোন- পো- বোন- ঝি, ঠাকুর- পো- ঠাকুর- ঝি, ঠাকুর দাদা/ ঠাকুরদা- ঠাকুরমা, গয়লা- গয়লা- বউ, জেলে- জেলে- বউ

ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে :

দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী বাচক বোঝানো যেতে পারে। যেমন- বাবা- মা, ভাই- বোন, কর্তা- গিন্নী, ছেলে- মেয়ে, সাহেব- বিবি, জামাই- মেয়ে, বর- কনে, দুলহা- দুলাইন/ দুলহিন, বেয়াই- বেয়াইন, তাঐ- মাঐ, বাদশা- বেগম, শুক- সারী

সংস্কৃত শব্দের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় যোগে পুরুষ হতে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন :

১. আ- প্রত্যয় : মৃত- মৃতা, বিবাহিত- বিবাহিতা, মাননীয়- মাননীয়া, বৃদ্ধ- বৃদ্ধা, প্রিয়- প্রিয়া, প্রথম- প্রথমা, চতুর- চতুরা, চপল- চপলা, নবীন- নবীনা, কনিষ্ঠ- কনিষ্ঠা, মলিন- মলিনা, অজ- অজা, কোকিল- কোকিলা, শিষ্য- শিষ্যা, ক্ষত্রিয়- ক্ষত্রিয়া, শূদ্র- শূদ্রা
২. ঈ- প্রত্যয় : নিশাচর- নিশাচরী, ভয়ংকর- ভয়ংকরী, রজক- রজকী, কিশোর- কিশোরী, সুন্দর- সুন্দরী, চতুর্দশ-

চতুর্দশী, ষোড়শ- ষোড়শী, সিংহ- সিংহী, ব্রাহ্মণ- ব্রাহ্মণী, মানব- মানবী, বৈষ্ণব- বৈষ্ণবী, কুমার- কুমারী, ময়ূর- ময়ূরী

৩. ইকা- প্রত্যয় :

(ক) শব্দের শেষে অক থাকলে ইকা- প্রত্যয় যোগ হয় এবং অক'- র স্থলে ইকা হয়। যেমন- বালক- বালিকা, নায়ক- নায়িকা, গায়ক- গায়িকা, সেবক- সেবিকা, অধ্যাপক- অধ্যাপিকা।

ব্যতিক্রম : গণক- গণকী (গণিকা- বেশ্যা), নর্তক- নর্তকী, চাতক- চাতকী, রজক- রজকী/ রজকিনী (বাংলায়)

(খ) অনেক সময় ক্ষুদ্রার্থেও ইকা প্রত্যয় যোগ হয়। তখন সেটা আর স্ত্রী প্রত্যয় থাকে না, এগুলো ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়। যেমন- নাটক- নাটিকা (ক্ষুদ্র নাটক, নাটকের স্ত্রী রূপ নয়), মালা- মালিকা (ক্ষুদ্র মালা), গীত- গীতিকা (ক্ষুদ্র গান), পুস্তক- পুস্তিকা (ক্ষুদ্র বই)।

৪. আনী- প্রত্যয় : ইন্দ্র- ইন্দ্রানী, মাতুল- মাতুলানী, আচার্য- আচার্যানী (আচার্যের স্ত্রী, কিন্তু আচার্যের কাজে নিয়োজিত নারীও 'আচার্য') , শূদ্র- শূদ্রানী (শূদ্রের স্ত্রী, সাধারণ শূদ্র জাতীয় মহিলা 'শূদ্রা') , ক্ষত্রিয়- ক্ষত্রিয়ানী (ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, ক্ষত্রিয় জাতের মহিলা ক্ষত্রিয়া)

কখনো কখনো আনী- প্রত্যয় অর্থেরও পরিবর্তন ঘটায়। তখন সেটা আর স্ত্রী প্রত্যয় থাকে না। যেমন- অরণ্য- অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম- হিমানী (জমানো বরফ)।

৫. নী, ঈনী- প্রত্যয় : মায়াবী- মায়াবিনী, কুহক- কুহকিনী, যোগী- যোগিনী, মেধাবী- মেধাবিনী, দুঃখী- দুঃখিনী

বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ :

১. যে সব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' আছে, সেগুলোর শেষে 'ত্রী' হয়। যেমন- ধাতা- ধাত্রী, নেতা- নেত্রী, কর্তা- কর্ত্রী, শ্রোতা- শ্রোত্রী

২. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, বান, মান, ঈয়ান থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে যথাক্রমে অতী, বতী, মতী, ঈয়সী হয়। যেমন- সৎ- সতী, মহৎ- মহতী, গুণবান- গুণবতী, রূপবান- রূপবতী, শ্রীমান- শ্রীমতি, বুদ্ধিমান- বুদ্ধিমতী, গরীয়ান- গরিয়সী

৩. বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ : সম্রাট- সম্রাজ্ঞী, রাজা- রাণী, যুবক- যুবতী, শ্বশুর- শ্বশ্রূ, নর- নারী, বন্ধু- বান্ধবী, দেবর- জা, শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী, স্বামী- স্ত্রী, পতি- পত্নী, সভাপতি- সভানেত্রী

নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ :

কতগুলো সংস্কৃত শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। অর্থাৎ, এগুলো সর্বদাই স্ত্রীবাচক, এগুলোর কোন পুরুষবাচক শব্দই নেই। যেমন- সতীন, সৎমাতা, সধবা, কুলটা ইত্যাদি।

বিদেশি পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

খান- খানম
মরদ- জেনানা
মালেক- মালেকা
মুহতারিম- মুহতারিমা
সুলতান- সুলতানা

দ্রষ্টব্য :

১. কতোগুলো বাংলা শব্দ পুরুষ ও স্ত্রী দুই- ই বোঝায়। যেমন- **জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু**

২. কতোগুলো শব্দ শুধু পুরুষ বোঝায়। যেমন- **কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার**

৩. কতোগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন- **সতীন, সৎমা, সধবা**

৪. কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দ আছে-

দেবর- ননদ (দেবরের বোন), জা (দেবরের স্ত্রী)
ভাই- বোন, ভাবি/ বৌদি (ভাইয়ের স্ত্রী)
শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী (নারী শিক্ষক), শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী)
বন্ধু- বান্ধবী মেয়ে বন্ধু), বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী)

দাদা- দিদি (বড় বোন), বৌদি (দাদার স্ত্রী)

৫. বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন- সুন্দর বলদ- সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে- সুন্দর মেয়ে, মেজ খুড়ো, মেজ খুড়ি

৬. বাংলায় বিশেষণ পদের স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন- মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগলি হবে না)। নদী ভয়ে অস্থির হয়ে গেছে (অস্থিরা হবে না)।

৭. কুল- উপাধি- বংশ ইত্যাদিরও স্ত্রীবাচক রূপ আছে। যেমন- ঘোষ- ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)

বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন

বিরাম চিহ্ন : বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য বাক্য উচ্চারণের সময় বাক্যের মাঝে ও শেষে বিরতি দিতে হয়। এই বিরতির পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী কম- বেশি হয়ে থাকে। আবার বাক্য উচ্চারণের সময় বিভিন্ন আবেগের জন্য উচ্চারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। বাক্যটি লেখার সময় এই বিরতি ও আবেগের ভিন্নতা প্রকাশ করার জন্য যেই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে বিরাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন বলে।

প্রাচীন বাংলায় মাত্র দুইটি বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হতো, দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (॥)। পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষার অনুকরণে বাংলায় আরো অনেকগুলো বিরাম চিহ্ন প্রচলন করেন। বর্তমানে ব্যবহৃত বিরাম চিহ্নগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিরাম চিহ্ন নিচে দেয়া হলো-

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতির পরিমাণ
কমা	,	১ বলতে যে সময় লাগে
দাঁড়ি/ পূর্ণচ্ছেদ	।	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিস্ময়সূচক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
ড্যাস	-	এক সেকেন্ড
কোলন ড্যাস	: -	এক সেকেন্ড
কোলন	:	এক সেকেন্ড
সেমি কোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
উদ্ধরণ বা উদ্ধৃতি চিহ্ন	‘ ’/ “ ”	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই
বন্ধনী চিহ্ন	( )	থামার প্রয়োজন নেই
	{ }	
	[ ]	
দুই দাঁড়ি	॥	
ত্রিবিন্দু বা ত্রিডট	. . .	

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার:

কমা (,)

- বাক্য সুস্পষ্ট করতে বাক্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের মাঝে কমা বসে। যেমনসুখ চাও -, সুখ পাবে বই পড়ে।
- পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে ব্যবহৃত হলে শেষ পদটি ছাড়া প্রতিটির পরে কমা বসে। যেমনডিসেম্বর আমাদের মন সুখ ১৬ -, স্বাচ্ছন্দ্য, ভালবাসা, আনন্দে ভরে থাকে।
- সম্বোধনের পরে কমা বসে। যেমনরশিদ -, এদিকে এসো।
- জটিল বাক্যের প্রত্যেকটি খন্ডবাক্যের পরে কমা বসে। যেমনযে পরিশ্রম করে -, সেই সুখ লাভ করে।
- কোন বাক্যে উদ্ধৃতি থাকলে, তার আগের খন্ডবাক্যের শেষে কমা),) বসে। যেমন - আহমদ ছফা বলেন, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' তুমি বললে, 'আমি কালকে আবার আসবো।'
- মাসের তারিখ লেখার সময় বার ও মাসের পর কমা বসে। যেমনবৈশাখ ২৫ -, ১৪১৮, বুধবার।
- ঠিকানা লেখার সময় বাড়ির নাম্বার বা রাস্তার নামের পর কমা বসে। যেমন৬৮ -, নবাবপুর রোড, ঢাকা।১০০০ -
- ডিগ্রী পদবি লেখার সময় কমা ব্যবহৃত হয়। যেমনডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক -, এম, এ, পিএইচ -, ডি।

সেমিকোলন (;)

কমা- র চেয়ে বেশি কিন্তু দাঁড়ি- র চেয়ে কম বিরতি দেয়ার জন্য সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন-
আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি; আসলেই কি সবাই ভালবাসি?

- <u>এক ধরনের বাক্যান্তর্গত চিহ্ন</u>
- <u>একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে</u>
- <u>বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য সমজাতীয় বাক্য পাশাপাশি প্রতিস্থাপন করলে সেমিকোলন বসে</u>

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)

প্রতিটি বাক্যের[] শেষে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি দিয়ে বাক্যটি শেষ হয়েছে বোঝায়। যেমন-
আমি কাল বাড়ি আসবো।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন

প্রশ্নবোধক বাক্যের[] শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন-
তুমি কেমন আছ?

বিস্ময়সূচক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন (!)

বিস্মিত হওয়ার অনুভূতি প্রকাশের জন্য কিংবা অন্য কোন হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন-
আহা! কী চমৎকার দৃশ্য।
ছি! তুমি এত খারাপ।
হুররে! আমরা খেলায় জিতেছি।
আগে সম্বোধনের পরেও বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। কিন্তু আধুনিক নিয়ম অনুযায়ী সম্বোধনের পরে কমা বসে। তাই পুরোনো লেখায় সম্বোধনের পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকলেও এখন এটা আর লেখা হয় না। যেমন-
জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কোলন (:)

একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্য লিখতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন- সভায় ঠিক করা হল : এক মাস পর আবার সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ড্যাস (-)

যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে দুই বা তারচেয়েও বেশি পৃথক বাক্য লেখার সময় তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। যেমন-
তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না- বাড়বে।

- কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়
- বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন বসে

Written By: Mozahidul Islam, fb: Dream-Catcher Mozahid, My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

- গল্পে উপন্যাসে প্রসঙ্গের পরিবর্তন বা ব্যাখ্যায় ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়
- নাটক বা গল্পউপন্যাসে সংলাপের আগেও ড্যাশ চিহ্ন বসে -

কোলন ড্যাস (:-)
উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগের জন্য কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন-
পদ পাঁচ প্রকার :- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন
সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, দুইটি পদ একসঙ্গে লিখতে গেলে হাইফেন দিয়ে লিখতে হয়। যেমন-
সুখ- দুঃখ, মা- বাবা।

ইলেক বা লোপ চিহ্ন
কোন বর্ণ লোপ করে বা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কবিতা বা অন্যান্য সাহিত্যে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-
মাথার ’পরে জ্বলছে রবি। (’পরে= ওপরে)
পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা’রা? (কা’রা = কাহারা)

উদ্ধরণ চিহ্ন
বক্তার কথা হুবুহু উদ্ধৃত করলে সেটিকে এই চিহ্নের মধ্যে রাখতে হয়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের মধ্যে রেখে লিখতে হয়। যেমন-
ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছেন, ‘জন্মভূমি অথবা মৃত্যু’।

ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন ( ).{ } . [ ]
গণিতশাস্ত্রে এই তিনটির আলাদা গুরচত্ব থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে এদের আলাদা কোন গুরচত্ব নেই। তবে সাহিত্যে ও রচনায় ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য প্রথম বন্ধনী ব্যবহার করা হয়। যেমন-
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে পরাজয় মেনে দলিলে স্বাক্ষর করে।

ব্যাকরণিক চিহ্ন
বিরাম চিহ্নের বাইরেও বাংলা ভাষায় কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এগুলো দিয়ে কোন বিরতি বা ছেদ বোঝানো হয় না। এগুলো ব্যাকরণের কতোগুলো টার্মস বোঝায়।
ব্যাকরণের বিভিন্ন তথ্য বা টার্মস বোঝাতে যেই চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলোই ব্যাকরণিক চিহ্ন।
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উলেলখযোগ্য কয়েকটি ব্যাকরণিক চিহ্ন হলো-

বোঝায়	চিহ্ন/ আকৃতি	উদাহরণ
ধাতু	√	√স্থা = স্থা ধাতু
পরবর্তী শব্দ হতে উৎপন্ন	<	জাঁদরেল < জেনারেল
পূর্ববর্তী শব্দ হতে উৎপন্ন	>	গঙ্গা > গাঙ
সমানবাচক বা সমস্তবাচক	=	নর ও নারী = নরনারী

অনুসর্গ:

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়বাচক শব্দ রয়েছে, যারা কখনও বাক্যমধ্যে বিশেষ বা সর্বনামের পরে, আবার কখনও শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, তাদের অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে ।

মুনীর চৌধুরি ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরির মতে, "বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনও স্বাধীন পদরূপে, আবার শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে ।"

অনুসর্গ কখনও প্রাতিপাদিকের পরে, আবার কখনও 'কে', 'র' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত শব্দের পরে বসে । প্রাতিপদিক বা বিভক্তি যুক্ত শব্দের অনু বা পশ্চাতে বসে বলে তাদের অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে । যেমন-

তপু আবার ফিরে এসেছে আমাদের **মাঝে** ।
অবাক হয়ে ওর **দিকে** তাকিয়ে থাকে ওরা ।
বছর খানেক **পরে** রেণুকে বিয়ে করে তপু ।
ক্যাপিটালে তার **সঙ্গে** আলাপ হয়েছিল ।
ভোর **হতে** ছেলেবুড়ো এসে জামায়েত হল ।
বাংলা ভাষায় সাধু ও চলতি রীতিতে অনুসর্গ ব্যবহারের সময় কখনও কখনও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে পারে । যেমন-
সাধু রীতিঃ বলিয়া, থাকিয়া, হইতে, দিয়া, করিয়া, লাগিয়া ইত্যাদি ।
চলতি রীতিঃ বলে, থেকে, হতে, দিয়ে, কবে, লেগে ইত্যাদি ।

■ অনুসর্গের প্রকারভেদ

অনুসর্গ দু'প্রকার হতে পারে । যেমন- ১. বিভক্তিসূচক অনুসর্গ ও ২. অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় ।

১. বিভক্তিসূচক অনুসর্গঃ হতে, থেকে, চেয়ে, সাথে, চাইতে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, কারণে, জন্যে প্রভৃতি বিভক্তিসূচক অনুসর্গ । যেমন-

ক. আমা **হতে** এ কাজ হবে না সাধন ।
খ. নকলের **চেয়ে** আসল ভাল ।
গ. কি **কারণে** এখানে আসলে ।
ঘ. তোমার **জন্যে** আমার খুবই মায়া লাগে ।

২.অনুসর্গ অব্যয় বা কর্মপ্রবচনীয়ঃ বিনা, অপেক্ষা, সাথে, যেন প্রভৃতি যেসব অব্যয় বা অব্যয় স্থানীয় পদ উপমা, তুলনা ও কারকাদি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বা কর্মপ্রবচনীয় বলে । যেমন-

ক. তার **মত** এমন নিষ্ঠুর লোক আর নেই ।
খ. পূর্ণিমার চাঁদ **যেন** ঝলসানো রুটি ।
গ. জল **বিনা** মাছ বাঁচে না ।
ঘ. সার্কাস দেখা **বাবদ** আমার পঞ্চাশ টাকা খরচ ।

■ অনুসর্গের বাক্যে প্রয়োগ

অপেক্ষা: হেলেনা **অপেক্ষা** রেহেনা সুন্দরী ।
চাইতে : আমার **চাইতে** সে বেশী লম্বা ।
চেয়ে : 'এর **চেয়ে** হতেম যদি আরব বেদুঈন ।'
থেকে : এইমাত্র আমি সেখান **থেকে** ফিরলাম ।
কারণে : 'পরের **কারণে** স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলই দায় ।'
জন্য : বিপদে কারও **জন্য** কেউ কাঁদে না ।
হেতু : 'কি **হেতু** আগমন তবে?'
ছাড়া : মনোযোগ **ছাড়া** পাঠ- প্রস্তুত হয় না ।
বৈ : সত্য **বৈ** মিথ্যা বলব না ।
বিনা : 'দুঃখ **বিনা** সুখ লাভ হয় কি মহীতে?' তুমি বিনা আমার কে আছে?
উপর : 'সবার **উপরে** মানুষ সত্য তাহার **উপরে** নাই ।'
নিচে : সত্যকে বির্সজন দিয়ে তুমি এতটা **নিচে** নেমে যাবে তা ভাবতেও পারিনি ।
মাঝে : 'সবার পিছে, সবার নিচে, সব হারাদের মাঝে ।'
কাছে : 'তব **কাছে** এই মোর শেষ নিবেদন ।'
পাশে : 'বিপদের সময় যে **পাশে** থাকে সে- ই প্রকৃত বন্ধু ।'
সঙ্গে : 'সৎ- **সঙ্গে** স্বর্গবাস, অসৎ- **সঙ্গে** সর্বনাশ ।'
মত : বেকুপের **মত** কাজ করে বসলাম ।
নামে : হাসান **নামে** আমার এক বন্ধু ছিল ।
তরে : 'কিসের **তরে** অশ্রু ঝরে?'
অবধি : ছেলেটি জন্ম **অবধি** বোবা ।
পরে : 'সুখের **পরে** দুঃখ আসে, দুঃখের **পরে** সুখ ।'
পানে : 'চেয়ে থাকি নিতুই তার পথ **পানে** ।'
ভেতরে : মনের **ভেতরে** দুষ্টুমি রাখতে নেই ।
সহকারে: আগ্রহ **সহকারে** শিক্ষদের কথা শুনতে হয় ।
পক্ষে : সবার **পক্ষে** মিথ্যা বলা সম্ভব নয় ।
প্রতি : জন**প্রতি** একশত টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে ।
সহিত : তেলের **সহিত** পানি মিশে না । শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।
সহ : শিকারী বন্দুক**সহ** ফিরে এল ।
বলে : যাকে বন্ধু **বলে** ভাব, সে তোমার চির শত্রু ।
বিনি : **বিনি** সুতায় গাঁথা মালা ।
বিহনে : 'উদ্যম **বিহনে** কার পুরে মনোরথ ।'
বশত : বিশেষ কারণ **বশত** আজ তিনি আসতে পারেননি ।

[May Allah lead us all to the path of honesty and truth]

THE END

Alhumdulillah